Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Library

SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM

Bhadaini, Varanasi-1

No 3/287

Book should be returned by date (last) noted below or re-issue arranged. Otherwise a fine of 10 N.P. daily shall have to be paid.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3/287

LIBRARY
No. 3/287
Shri Sh... ...ayee Ashram
BANARAS.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ-প্রসঙ্গ

তৃতীয় ভাগ

লীলা-কথা

[উত্তরার্দ্ধ]

(দ্বিতীয় অংশ)

9/184

LIBRARY 3/287
No. 9/884
Shri Sh... mayee Ashram
BANARAS

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ-প্রসঙ্গ

তৃতীয় ভাগ

লীলা-কথা

3/287
8/...

[উত্তরার্দ্ধ]

(দ্বিতীয় অংশ)

বেনারস গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কালেজের প্রিন্সিপাল
শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, এম, এ,
প্রণীত

From;-
Managing Shebait;
Sri Bishuddhanando Kanan
C 21, ...ahia,
P.O. VARANASI-2, U. P.

প্রকাশক
শ্রীদুর্গাকান্ত রায়, বি, এ, বি, এল,
পেন্সন প্রাপ্ত সব-জজ ;

'বিশুদ্ধানন্দ কানন'—বেনারস ক্যাণ্ট পোষ্ট অফিস—
৺কাশীধাম।

সন ১৩৩৯ সাল।

সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত] [মূল্য ১৲ এক টাকা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

১। শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায়,
বিশুদ্ধাশ্রম-বর্দ্ধমান।

২। শ্রীগণপতিলাল ঝা এম, এ,
বিশুদ্ধানন্দ-কানন—বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট।

৩। শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র ঘোষ,
১৫।১, এলগিন রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

৪। রায় সাহেব শ্রীননীলাল মুখোপাধ্যায়,
১, লভলক ষ্ট্রীট্, বালীগঞ্জ, কলিকাতা।

৫। শ্রীযোগেশ চন্দ্র বসু,
৭, কুণ্ডু রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

৬। শ্রীসত্য গোপাল দত্ত,
২, আনন্দ চাটার্জ্জি লেন অমৃতবাজার পত্রিকা অফিস,
বাগবাজার, কলিকাতা।

৭। শ্রীকেদার নাথ ভৌমিক,
১৩২।১, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৮। শ্রীজানকী নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,
৬, নীলাম্বর মুখার্জ্জীর ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার, কলিকাতা।

কাপিরাইট—শ্রীশ্রীমদ্ বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেব
বিশুদ্ধানন্দ-কানন—বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট।

দি বিশ্বনাথ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীকালীপদ নাথ দ্বারা মুদ্রিত—
জঙ্গমবাড়ী রোড, বেনারস সিটি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লীলা-কথার

সূচী পত্র।

[পূর্ব্বার্দ্ধ]

সংখ্যা	লেখক			পৃষ্ঠা
১।	শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ চৌধুরী	...	...	১
২।	„ নেপাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	...	...	১৮১
৩।	„ শিবরাম বন্দোপাধ্যায় ...	...	...	:৫৪
৪।	„ নরেন্দ্র নাথ ঘোষ ...	...	...	১৭৫
৫।	„ বিনোদ বিহারী ভট্টাচার্য্য	...	...	২০৭
৬।	„ প্রিয় নাথ দে ...	...	...	২০৯
৭।	„ মুনীন্দ্র মোহন কবিরাজ	...	...	২২২
৮।	„ কুমার নাথ মুখোপাধ্যায়	...	...	২২৯

[উত্তরার্দ্ধ]

(প্রথম অংশ)

১।	শ্রীযুক্ত চন্দ্র ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	...	১
২।	„ দুর্গাকান্ত রায় ...	...	...	১৭
৩	„ লাল মোহন রায় চৌধুরী	...	...	২২
৪।	শ্রীযুক্তা লীলাবতী গুপ্তা ...	...	...	৩২
৫।	শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র বসু ...	...	...	৫৭
৬।	„ ক্ষেত্রগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়	...	...	১০৭
৭।	„ ভিখুরাম ঘোষাল ...	...	...	১২৩
৮।	„ যতীশ চন্দ্র বসু ...	...	...	১৩০
৯।	„ শ্রীশ চন্দ্র ঘোষ ...	...	...	১৬৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

[উত্তরার্দ্ধ]

(দ্বিতীয় অংশ)

সংখ্যা	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	শ্রীযুক্ত দক্ষিণাপ্রসাদ রায় চৌধুরী	১
২।	" জগদীশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৯
৩।	" শ্যামাগতি রায় চৌধুরী	৬৭
৪।	" নরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৮২
৫।	" শরচ্চন্দ্র খাঁ	৯৮
৬।	" কেদার নাথ ভৌমিক	১০৭
৭।	" রজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	১১৯
৮।	" জানকী নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩২
৯।	" জিতেন্দ্র নাথ রায়	১৫০
১০।	" গিরীন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়	১৫৪
১১।	" দুর্গাকান্ত রায়	১৬৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

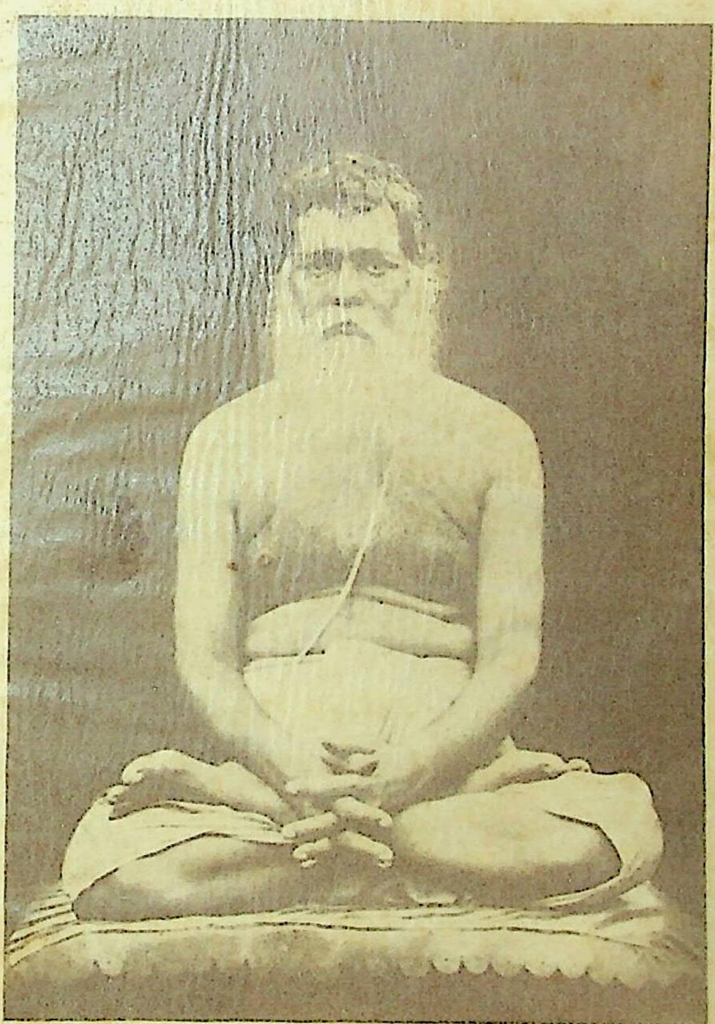

শ্রীশ্রীমৎবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস দেব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

THE PHOTOGRAPHIC STORES CALCUTTA.

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

[উত্তরার্দ্ধ]

(দ্বিতীয় অংশ)

সংখ্যা	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	শ্রীযুক্ত দক্ষিণাপ্রসাদ রায় চৌধুরী	১
২।	„ জগদীশ্বর বন্দোপাধ্যায়	৫৯
৩।	„ শ্যামাগতি রায় চৌধুরী	৬৭
৪।	„ নরেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায়	৮২
৫।	„ শরচ্চন্দ্র খাঁ	৯৮
৬।	„ কেদার নাথ ভৌমিক	১০৭
৭।	„ রজনীকান্ত বন্দোপাধ্যায়	১১৯
৮।	„ জানকী নাথ বন্দোপাধ্যায়	১৩২
৯।	„ জিতেন্দ্র নাথ রায়	১৫০
১০।	„ গিরীন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়	১৫৪
১১।	„ দুর্গাকান্ত রায়	১৬৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

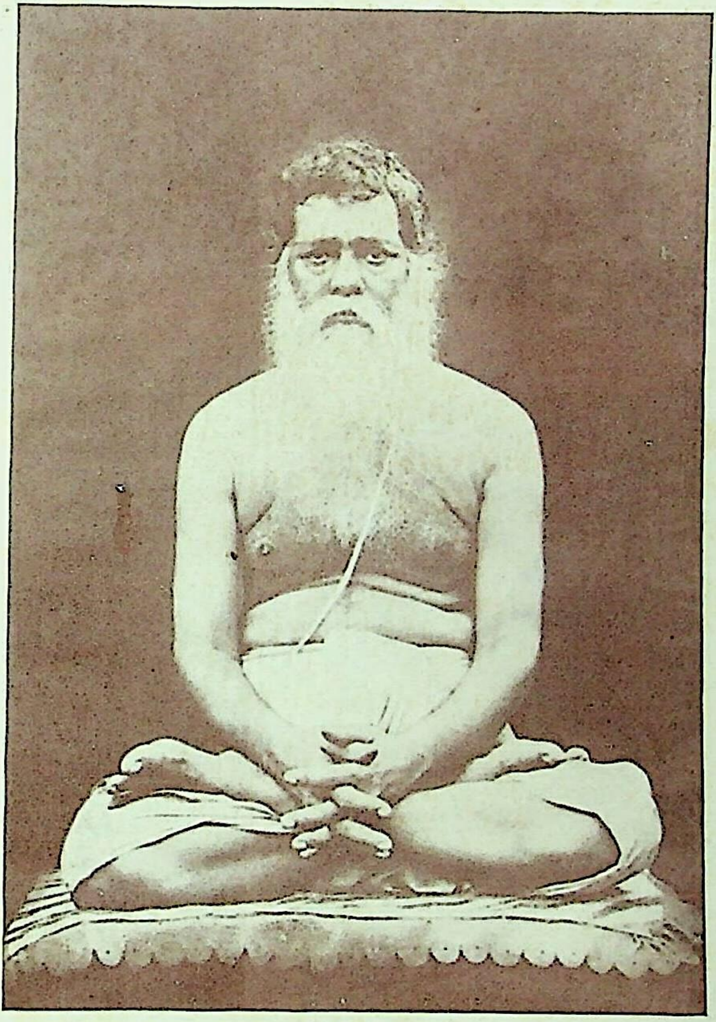

শ্রীশ্রীমৎবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস দেব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

THE PHOTOGRAPHIC STORES, CALCUTTA.

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No.............
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3/284

শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ-প্রসঙ্গ

লীলা-কথা

(উত্তরার্দ্ধ)

শ্রীদক্ষিণাপ্রসাদ রায় চৌধুরী

পুলিশ ইনস্পেক্টর, চাইবাসা, জেলা সিংভূম।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে আমি আসানসোলে ইনস্পেক্টর অফিসে রাইটার কন্‌ষ্টেবল। তখন সাত টাকা বেতনের একটা রাইটারকে সব-ইনস্পেক্টরগণ যেন একটু ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। সেইজন্য আমি কোনও সব-ইনস্পেক্টরের সহিত বিশেষ ভাবে মিশিতাম না। কিন্তু থানায় বাসা না থাকায় অবশ্যই তাঁহাদের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে সাক্ষাৎ হইত। এইরূপ অবস্থায় আসানসোলে যে সাত আট মাস কাল কাটাইয়াছিলাম তন্মধ্যে আসানসোল থানার সিনীয়র সব-ইনস্পেক্টর উপেন্দ্র নাথ চৌধুরী মহাশয় কি জানি কেন আমাকে একটু স্নেহের চক্ষে দেখিতেন এবং আমিও তাঁহাকে একটু ভালবাসিতাম ও সম্মান করিতাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই ভাবে দিনাতিপাত করা কালে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ৺অন্নদা প্রসাদ রায় চৌধুরীকে উক্ত উপেন্দ্র বাবু তাঁহার একটী বন্ধুর সাহায্যে D. T. S. আপীসে একটী চাকরীতে ঢুকাইয়া দেন। ৺অন্নদা প্রসাদ, উপেন্দ্র বাবু ও আমি একদিন কথোপকথন করিতেছি, এমন সময় উপেন্দ্র বাবু কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, "আমার গুরুর কথা কি বলিব? তিনি সাক্ষাৎ দেবতা।" তদুত্তরে আমি বলিলাম, "অবশ্য বিশ্বাস ও ভক্তি থাকিলে প্রত্যেকেরই গুরু তাঁহার নিকট সাক্ষাৎ দেবতা।" উপেন্দ্র বাবু তদুত্তরে বলেন, "ভাই, বিশ্বাস-ভক্তি কথাটী মুখে বলা সোজা হইলেও কার্য্যে বড়ই কঠিন। উভয়ে যথেষ্ট প্রভেদ আছে। তবে যাঁহারা প্রকৃত কর্ম্মী, তাঁহারা সেটী বুঝিতে পারেন।" পাছে উপেন্দ্র বাবুর সঙ্গে কথা-প্রসঙ্গে আমার মন্ত্রদাতা কুলগুরুর প্রতি আমার মনে কোনরূপ দ্বিধা আসে সেই ভয়ে আমি অবিলম্বেই আলোচ্য বিষয় পরিবর্ত্তন করিয়া সারকেল ইন্সপেক্টর সাহেব, যাঁহার সঙ্গে উপেন্দ্র বাবুর বিশেষ সদ্ভাব ছিল না, তাঁহার কথা উঠাইলাম। বিষয়ের পরিবর্ত্তন হওয়ায় আর পূর্ব্বোক্ত প্রসঙ্গ হইল না। তৎপরে আসানসোল থানায় উপেন্দ্র বাবু মাত্র দুই তিন মাস কাল থাকিয়া বর্দ্ধমান পুলিশ রিজার্ভে রিজার্ভ-সব-ইন্সপেক্টর হইয়া বদলী হইয়া যান। যাইবার সময় বলেন, "তোমার কোনও উপকার যদি আমার দ্বারা হয়, আমি তাহা চেষ্টা করিব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ব্বে রিজার্ভ সব-ইন্সপেক্টর তোমার দরখাস্ত যেরূপ সাহেবের নিকট পেশ না করিয়া চাপিয়া দিয়াছিলেন, আমার সময় তাহা হইবে না। বরং আমার সময়ে তোমার কোনও দরখাস্ত গেলে আমি তোমার যোগ্যতার বিষয় বিশেষ ভাবে বলিব" ইত্যাদি। উপেন্দ্র বাবুর সঙ্গে আমার ইন্সপেক্টরের শত্রুতা থাকায় আমার সঙ্গেও তাঁহার সেইভাব হওয়াই সম্ভব ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁহার সহিত আমার কেমন একটী ভ্রাতৃ-ভাব হইয়া গিয়াছিল—ইহার কোনও অতীন্দ্রিয় কারণ থাকাই সম্ভবপর বোধ হয়।

আসানসোলে থাকার সময় যতীন্দ্র নাথ মল্লিক নামে তথাকার থানার একটী রাইটার কনষ্টেবল, যিনি সুদূর ভবিষ্যতে আমার গুরুভাই হইয়াছিলেন, মধ্যে মধ্যে বলিতেন, "ভাই, উপেন্দ্র বাবুর গুরুদেব একজন অদ্বিতীয় সাধক এবং এখানে উপেন্দ্র বাবু যাহা কিছু বলেন ও করেন, তিনি সেখান হইতে সে সমস্তই দেখেন।" যতীন্দ্র বাবু অবশ্য সে সময় তাঁহার শিষ্য হন নাই। তথাপি এইরূপে তাঁহার প্রশংসাবাদ করায় মনে হইল একবার যাইয়া দেখিলে হয়। যাহা হউক, দেখিতে কিন্তু যাই নাই।

১৯০৪ সালের জানুয়ারী মাস হইতে বার টাকা বেতনের হেড কনষ্টেবলের পদে উপেন্দ্র বাবুর সাহায্যে প্রমোশন পাইয়া বর্দ্ধমানে বদলী হইয়া পুলিশ আপীসে চৌকীদারী কেরাণীর পদে কার্য্য করিতে লাগিলাম। তখন উপেন্দ্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাবুর সঙ্গে আপীসে প্রতিদিন দেখা হইত। ক্রমশঃ তাঁহার বাসাতেও যাইতে লাগিলাম। এই স্থানে উপেন্দ্র বাবু তাঁহার শ্রীগুরুদেব সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে কথাবার্ত্তা কহিতেন। ঐ সব কথা শুনিতে শুনিতে একদিন তথাকার পুলিশ হেড্ মুহুরী বাবু প্রেমচাঁদ ঘোষ ও আমি উপেন্দ্র বাবুকে বলিলাম, "আমাদিগকে একদিন ওখানে লইয়া চলুন।" লোক পরম্পরায় শুনিয়াছিলাম যে উপেন্দ্র বাবুর শ্রীগুরুদেব কখন কখন কোনও কোনও লোককে তাহাদের ভিতরের গলদের কথা সাধারণের সমক্ষে বলিয়া দিয়া বড়ই অপদস্থ করিয়া ছাড়েন। তাই আমারও মনে মনে কিছু ভয় হইতেছিল। যাহা হউক, মনোমধ্যে নানারূপ বিচারের পর যাওয়াই স্থির করিলাম, এবং মনে মনে ভাবিলাম, "আমি যদি তাঁহাকে মনে মনে অগ্রাহ্য করি বা তাঁহার নিকট অহঙ্কার করি, তবেই ত তিনি আমাকে অপদস্থ করিবেন। আর আমি যদি মনে মনে সেরূপ ভাব না পোষণ করি, যদি তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার দুরভিসন্ধি আমার মনে না জাগে, তাহা হইলে আর ভয় কি?" এইরূপ ভাবনাতে মন অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল। আমি অবশ্য সে সময়ে জানিতাম না যে আমি আমার পরিত্রাতা ভবার্ণব-কর্ণধারের পদতরীতে আশ্রয় লইতে যাইতেছি, কিন্তু আমার সেই পতিত-পাবন পাতকি-তারণ দয়াল প্রভু ত জানিতেন যে অজ্ঞাত-ভাবে একটি মহাপাপী তাঁহার পাবনী শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদপ্রান্তে ছুটিতেছে, তাই তিনি আমাকে অহঙ্কারযুক্ত ভাবে তাঁহার নিকট যাইতে না দিয়া যে-কোনও প্রকারে ভয়-ভক্তি-প্রীতি প্রভৃতি উপাদেয় চিত্তবৃত্তি আগে হইতেই উদয় করাইয়া নিজ গুণে আমায় টানিয়া পদপ্রান্তে লইয়া গেলেন। উপেন্দ্র বাবু ও প্রেমচাঁদ বাবুর সঙ্গে আমি সন্ধ্যার ট্রেনে মহাপুরুষের চরণ প্রান্তে আসিয়া পৌঁছিলাম। উপেন্দ্র বাবুর পরে আমি তাঁহাকে প্রণাম করিলাম ও তাঁহার পদস্পর্শ করিয়া পদধূলি মাথায় দিলাম। যদিও আমার নিয়ম ছিল যে হঠাৎ কাহারও পদস্পর্শ করিব না, তথাপি এ ক্ষেত্রে আমার আরাধ্য দেবতার পদধূলি আমি তাঁহার কোন্ মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া যে মস্তকে গ্রহণ করিলাম তাহা তিনিই জানেন। তাঁহার পা দুখানি হইতে——সেই সুগোল সুঠাম ঈষৎ রক্তাভ পা দুখানি হইতে—করুণা ও স্নেহে মাখান মুখখানি পর্য্যন্ত তাঁহার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গই যেন আমার বড়ই ভাল লাগিল। কিন্তু ভয়ে কোন প্রশ্ন করিতে পারিলাম না। যাহা হউক, উপেন্দ্র বাবুর সহিত শ্রীভগবান্ সমস্ত রাত্রি অবিশ্রান্ত শাস্ত্রালাপ করিতে লাগিলেন। চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় আমি, প্রেমচাঁদ দাদা ও আরও একটী ব্রাহ্মণ (উপেন্দ্র দাদার দেশের) অবাক্ ভাবে তাঁহার শ্রীমুখের দিকে তাকাইয়া আলাপ শুনিতে লাগিলাম। আমি গোপনে একাকী যে প্রশ্ন করিব বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, আমার আর সে প্রশ্ন করিবার দরকার হইল না, কারণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপেন্দ্র বাবুর সহিত আলাপ করিতে করিতে দয়াল ঠাকুর আমার তিনটী প্রশ্নেরই উত্তর প্রদান করিলেন, এবং যে যে সময় আমার প্রশ্নের উত্তর হইতে লাগিল সেই সেই সময় তিনি কেবল মাত্র আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি বলেন, কামাখ্যা বাবু!" এইখানে বলা উচিত যে সেই সময়ে তিনি আমাকে 'দক্ষিণা' না বলিয়া কখনও কখনও 'কামাখ্যা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন এবং এখনও সময় সময় 'দক্ষিণা' স্থলে 'কামাখ্যা' বলিয়াই ডাকেন। আমি আর কি উত্তর দিব? তাই অতি কাতর ভাবে বলিলাম, "আমি আর কি বলিব? কিই বা জানি? আপনি যা বলছেন, তাই ঠিক।" দয়াময় তদুত্তরে বলিলেন, "না, আমি বলছি বলেই যে ঠিক, তা নয়। ইহাই ধ্রুব সত্য।" প্রশ্ন তিনটীর উত্তরের মধ্যে প্রথমটীর উত্তর এই—"ধর্ম্ম অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ, আর পাপ তুলারাশি। পর্ব্বত-প্রমাণ তুলা এক স্ফুলিঙ্গ অগ্নিতে যেরূপ ভস্মীভূত হয়ে যায়, ধর্ম্মের আশ্রয় লইলে রাশীকৃত পাপও তদ্রূপ নষ্ট হইয়া যায়।" আমার তখন মনে মনে হইল,—"একবার হরিনামে এত পাপ হরে। পাপী হয়ে তত পাপ করিতে না পারে।" আমার মনে মনে এইটী উদয় হইতে না হইতেই প্রভু বলিলেন, "হাঁ তাই।" ইহা বলিয়াই ঐ বচন তিনিও স্পষ্টতঃ মুখে উচ্চারণ করিলেন। এইরূপে সমস্ত রাত্রি কথোপকথনে কাটিয়া যাওয়ার পর ভোরের ট্রেণে আমরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চারিজন ফিরিয়া আসিলাম। প্রেমচাঁদ ও আমি বড়ই মুগ্ধ হইয়া পড়িলাম, কিন্তু উপেন্দ্র বাবুর দেশের সেই ব্রাহ্মণটী, যাঁহার পৌরোহিত্য বা গুরুগিরি ব্যবসায় ছিল, তিনি যেন একটু কেমন-কেমন বলিয়া মনে হইল। উপেন্দ্র বাবুর টাকা দিয়া প্রণাম করা দেখিয়া তিনি যেন একটু অসূয়ার ভাব আমার নিকট প্রকাশ করিলেন। যাহা হউক, কতিপয় বৎসর পরে এই ব্রাহ্মণটীও আমাদের গুরু-ভাই হইয়াছিলেন।

এই প্রথম দর্শনের দিনের পর আমি বর্দ্ধমানে আরও নয় দশ মাস উক্ত পদে পুলিশ আফিসে কার্য্য করিবার সময় প্রায়ই রবিবার ছুটীর দিন তাঁহার শ্রীচরণ দর্শনের জন্য যাইতাম। কেন যাইতাম, কোন্ আর্কষণে আকৃষ্ট হইয়া যাইতাম, জানি না, তবে না গেলে মনটা যেন খারাপ বোধ হইত। মনে হইল ইনি যদি আমায় একটু যোগশিক্ষা দেন, তবে শিক্ষা করি। তখন জানিতাম না যে "যোগ" জিনিষ কি, তার অর্থ কি বা কি প্রকারে তাহা সাধন করিতে হয়, তবে এইটুকু ধারণা ছিল যে পদ্মাসনে বসিয়া যোল চৌষট্টি বত্রিশাদি টান মারার নাম "যোগ"। মধ্যে মধ্যে কোনও কোনও দিন ৪।১৬।৮ এর স্থলে ১৬।৬৪।৩২ টান দিলাম। সেইরূপ দুই চারদিন একটু বেশী পরিমাণে ও বেশী সময় ধরিয়া টান দেওয়ার পর একদিন প্রভুর শ্রীচরণ দর্শন জন্য গেলে পর প্রভু কথা-প্রসঙ্গে বলিলেন, "নাক টানা প্রাণায়ামাদি যথারীতি করিতে না পারায় অনেক সময়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরুতর রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।” হঠাৎ এই কথা শুনিয়া আমি আর কোনও উত্তরাদি না দিয়া তদবধি উক্ত-রূপে বলপূর্ব্বক প্রাণায়াম করা বন্ধ করিয়া দিলাম এবং প্রভুর নিকট হইতে যাহাতে কিছু যোগ-শিক্ষা পাই তৎপ্রতি একটু আকর্ষণ বাড়িল। কিন্তু মনে মনে কতকগুলি ভাব জাগিয়া রহিল—তখনও সর্ব্বতোভাবে আত্ম-সমর্পন করিতে পারিলাম না; এবং যে পর্য্যন্ত তাহা না হইল সে পর্য্যন্ত আশ্রয় পাই নাই।

আমার অগ্রজদেব ৺রাধিকা প্রসাদ রায় চৌধুরী কলিকাতায় পঠদ্দশায় আর্য্য-মিশনের আচার্য্য ৺পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট হইতে যোগ-শিক্ষা গ্রহণ করিয়া-ছিলেন, এবং ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ হইতে তৎকাল অর্থাৎ ১৯০৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গুরুতর অম্লরোগে ভয়ানক কষ্ট ভোগ করিয়া-ছিলেন। এইরূপে ক্রমশঃ স্বভাবতঃই তাঁহার যোগের প্রতি একটী অশ্রদ্ধার ভাব আসায় তিনি তাহা ছাড়িয়া দিয়া তৎস্থলে পূজার পরিমাণ বাড়াইয়াছিলেন। আমি একদিন কথা-প্রসঙ্গে আমার অগ্রজ-দেবতাকে বলিলাম, “দাদা, আপনি একদিন গুস্করা গিয়া তথায় যে একজন বড় যোগী আছেন যদি তাঁহাকে দেখিয়া আসেন তাহা হইলে খুব ভাল হয়। আমার মনে হইতেছে যে তাঁহার নিকট আমি কিছু কিছু যোগ-শিক্ষা লইব। তদ্বিষয়ে ও আপনার দ্বারা অনুমোদিত হইলে আমারও বেশ একটা তৃপ্তি হয়।” দাদা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তদুত্তরে আমায় বলিলেন, "না ভাই, যোগ-টোগ সম্বন্ধে আমার আর কোনই আস্থা নাই। আমি এখন কোথাও যাব না, আর তোকেও যেতে নিষেধ করি। যদি ধর্ম্ম করতেই মন হয়, আমার মত পূজার মাত্রা বাড়িয়ে দে। ও সকল যোগের আশা ছেড়ে দে।" দাদা বাল্যকাল হইতে আমার নিকট শিক্ষকের মত ছিলেন। আমি তাঁহাকে অত্যন্ত ভয় করিতাম। তাই অতি ভয়ে ভয়ে তাঁহাকে বলিলাম, "দাদা, আমার মনে হচ্ছিল যে একবার দেখে আসায় ক্ষতি কি? তবে দেখুন, আপনি যা ভাল বুঝেন।" দাদা বলিলেন, "আচ্ছা, দেখা যাক যদি মন হয়।" আমি যে মহাপ্রভুর নাম দাদার কাছে বলিলাম তাহাতেই উক্ত নামের শক্তি অল্পে অল্পে দাদার উপর কার্য্যকরী হইল, অবশেষে একদিন দাদাকে প্রভু শ্রীচরণ প্রান্তে টানিয়া লইয়া গেলেন।

আমাদের নিজ বাড়ী সর্পী গ্রাম হইতে ছয় মাইল তফাৎ ওয়ারিয়া ষ্টেশনে পদব্রজে গিয়া ট্রেন ধরিবার মানসে দাদা একদিন রওনা হইলেন, এবং ষ্টেশনে পৌঁছিবার আগেই পথিমধ্যে জ্বরাক্রান্ত হইলেন। জ্বরে জ্বরে খানা জংসনে গিয়া পৌঁছিয়া গুস্করা যাইবার গাড়ীর দেরী আছে জানিয়া একটি দোকানে কিছু সাবু করাইয়া খাইলেন। পরে যথা সময়ে তিনি গুস্করায় গিয়া পৌঁছিলেন। আমি দাদার সঙ্গে ছিলাম না, তবে পরে দাদার নিকট অবগত হই যে তিনি যাইবা মাত্র শ্রীগুরুদেব তাঁহার পরিচয় লইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দস্তুর মত তাঁহাকে মিষ্টাদি দিয়া জল খাওয়াইয়া তাঁর জন্য মাছের ঝোল ভাত ইত্যাদির আদেশ দিলেন। বলা বাহুল্য যে দাদাকে জল খাইতে বলার সময়েই তিনি বলিয়াছিলেন, "আমার গুরুতর অম্বলের ব্যারাম আছে, তদুপরি আজ জ্বর হইয়াছে। তার উপর জলখাবার খাইলে আরও অম্বল হইবে ও জ্বরে বেশী কাতর করিয়া ফেলিবে।" শ্রীগুরুদেব তদুত্তরে তাঁকে বলেন, "খান, কিছু হবে না।" তিনিও ভয়ে ভয়ে তাঁহাকে কোনও কথা না বলিয়া খাইতে প্রবৃত্ত হন। তৎপরে ভাত খাইবার জন্য বন্দোবস্তের কথা শুনিয়া দাদা ভীত হইয়া বলিলেন, "আর খাইলে আমার গুরুতর অবস্থা হইয়া পড়িবে, আমি আর কিছু খাব না।" শ্রীগুরুদেব তথাপি তাঁহাকে বলিলেন, "আপনার কোনও ভয় নাই, পেট ভরিয়া খান। আপনি পেটুক মানুষ, অথচ এমন কতকগুলি যোগের ক্রিয়া লইয়াছেন ও করিয়াছেন যাহাতে ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তি হয়। আপনার এরূপ ক্রিয়া করা উচিত ছিল, যাহাতে অগ্নিবৃদ্ধি হয় ও পরিপাক হয়। আপনার রসনেন্দ্রিয় এখনও বশীভূত হয় নাই। তাহার দ্বারা চালিত হইয়া আপনি কতকগুলি খাইয়া ফেলেন, কিন্তু অযথা শ্বাসের ক্রিয়া দ্বারা আভ্যন্তরিক যন্ত্র খারাপ হওয়ায় ভাল হজম হয় না। ঐ সকল ক্রিয়া বেশী দিন চালাইলে যক্ষা পর্য্যন্ত হইতে পারে। আমার এখানে বেশ তৃপ্ত ভাবে খান, কিছু হয় আমি নিজে ডাক্তার, প্রতিবিধান করিব। ভয় কি?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দাদা তাঁহার কথায় আশ্বস্ত হইয়া সেদিন মধ্যাহ্নে আকণ্ঠ পুরিয়া খাইলেন এবং সন্ধ্যার পর আবার লুচি মিষ্টি তরকারী ইত্যাদি বেশ করিয়া খাইলেন। কিন্তু পরদিন প্রাতে বেশ সুন্দর কোষ্ঠ পরিষ্কার হইল, শরীরে কোনও গ্লানি মাত্র রহিল না। ইহা দেখিয়া দাদা অবাক্ হইয়া শ্রীগুরুদেবকে বলিলেন, "আমি আশ্চর্য্য হইলাম যে বাড়ীতে এইরূপ ভাবে জ্বরের উপর খাইলে আমাকে একেবারে শয্যাগত করিয়া দশদিন ফেলিয়া রাখিত। কিন্তু আমি কি প্রকারে এখানে এরূপ সুস্থ আছি? মনে হইতেছে আপনার নিকট আরও কতকদিন থাকিয়া পেট ভরিয়া খাই, কারণ আমি বহুদিন যাবৎ অম্ল রোগের ভয়ে পেট ভরিয়া খাই নাই। কাল আপনার কৃপায় খাইয়াও ভাল আছি, এই আশ্চর্য্য।" শ্রীগুরুদেব তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি যতদিন ইচ্ছা থাকুন।" দাদা ৮।১০ দিন তথায় থাকিলেন। এই আট দশদিনের মধ্যে শ্রীগুরুদেব দাদাকে কয়েকটী মুদ্রা শিখাইয়া দেন ও তিনি আর্য্য-মিশনের ক্রিয়া বন্ধ করিয়া যে ভালই করিয়াছেন তাহা বলেন।

দাদা তখন উখরা হাই ইংলিশ স্কুলে হেডমাষ্টার ছিলেন। কোনও কারণে স্কুল কখনও বন্ধ হইলেই তিনি শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ-প্রান্তে দৌড়িয়া যাইতেন। এই সময় অর্থাৎ ১৯০৪ খৃঃ এপ্রেল বা মে মাস হইতে ১৯০৮ সালের জুন মাস পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার নানা অলৌকিক ক্রিয়া-কলাপাদি দর্শন করেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু ১৯০৮ সালের জুন মাসের পূর্ব্বে প্রকৃত পদ্ধতি মতে দীক্ষা পান নাই। এই কয় বৎসরের মধ্যে এক দিন দাদা যে মন্ত্রে পূর্ব্বে কুলগুরুর নিকট দীক্ষিত ছিলেন, সেই মন্ত্রটী শ্রীগুরুদেব তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছিলেন ও উক্ত মন্ত্রোক্ত দেবতা গুরুদেবের আপন চক্ষুর মধ্যে দেখাইয়াছিলেন। ১৯০৪ সালে আমি একদিন বর্দ্ধমান হইতে শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া তাঁহাকে অবগত করি যে দাদার জ্বর হইয়াছে। তাহাতে তিনি বলিলেন, "তুমি বাড়ী যাইতেছ, রাধিকাকে বলিবে যে তাহার এই জ্বরের মধ্যে মুখে সর্দ্দি সহ রক্ত উঠিয়াছে বা উঠিবে। তাহাতে যেন সে ভীত না হয়। দাদা-গুরুদেব বলিয়াছেন যে 'রাধিকার যক্ষ্মা-জনিত রক্ত-মোক্ষণ যাহা হইবে তাহাতে তাহার প্রাণহানি হইতে দেওয়া যাইবে না, তাহাকে নিশ্চিন্ত থাকিতে বলিও।' এই রোগের মূল কারণ অনধিকারী হইয়া যোগাভ্যাস বা হস্তীর ভার ছাগলের ঘাড়ে চাপান। সে যে-সকল ক্রিয়া করিয়াছে সে তাহার অধিকারী ছিল না বলিয়া যক্ষ্মারোগাক্রান্ত হইয়াছে। তবে প্রাণের ভয় যেন না করে, তাহাকে আশ্বস্ত করিবে।" আমি সেই দিনই বাড়ী গেলাম, এবং যাইবা মাত্র দাদা আমাকে ও আমার ছোট ভাই ৺অন্নদাকে (তাহাকে দাদা খবর দিয়া আসানসোল হইতে আনাইয়াছিলেন) কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "ছেলে পিলে সব থাকলো। আমার শেষ সময় উপস্থিত।" দাদাকে আর বেশী কথা বলিতে সময় না দিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি তাঁহার মুখ হইতে এই কথা কাড়িয়া লইয়া বলিলাম, "কেন, আপনার মুখ হইতে বোধ হয় রক্ত উঠিয়াছে, তাই আপনি এত কাতর হইয়া পড়িয়াছেন।" দাদা বলিলেন, "তুই কি করে জানলি? কাল হইতে রক্ত উঠিতে আরম্ভ হইয়াছে।" আমি বলিলাম, "আমি কল্য শ্রীগুরুদেবের নিকট গিয়া শুনিলাম যে পশ্চিম হইতে পত্র আসিয়াছে যে আপনার মরিবার ভয় নাই। আপনার উক্ত রোগ আরোগ্যের জন্য তথায় ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে, উহা সত্যই যক্ষ্মা রোগ বটে, কিন্তু আপনি মরিবেন না। কারণ শ্রীগুরুদেব বিশেষ করিয়া বারম্বার বলিলেন যে রাধিকাকে ভরসা দিয়া বলিও যে তাহার মৃত্যু-ভয় নাই, সে কিছুতেই মরিবে না।" দাদা আশ্বস্ত হইলেন। গুরুদেব যে ঔষধ দিয়াছিলেন তাহা দাদাকে দিলাম। সেই ঔষধেই তাঁহার রক্ত-উঠা বন্ধ হইল, এবং তিনি আরোগ্য লাভ করিয়া স্বাভাবিক স্বাস্থ্য লাভ করিলেন। বলা বাহুল্য যে তৎপরে আস্তে আস্তে তাঁর অম্লের ব্যারামও সারিয়া গেল এবং তিনি ক্রমশঃ বেশ সবল হইলেন। ১৯০৮ সালের জুন মাসে তিনি শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে যথারীতি দীক্ষা লাভ করেন এবং তাঁহার প্রদত্ত ক্রিয়াদি করিয়া ১৯১৮ সালে পরলোক গমন করেন।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমানে থাকার সময় আমি প্রায়ই গুস্করায় গিয়া ভগবান্ শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ দর্শন করিতাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই ভাবে তাঁহার নিকট হইতে ক্রমশঃ মুদ্রা ও আসন প্রাপ্ত হই, কিন্তু তখনও পদ্ধতি-মত ক্রিয়া প্রাপ্ত হই নাই। ক্রিয়া গ্রহণের প্রস্তাব করিলেই তিনি বলিতেন, "দেরী আছে।" তাহার মানে তখনও পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ ভাব আইসে নাই। তখন মধ্যে মধ্যে শ্রীগুরুদেবের এক একটী আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ব্যাপারও দর্শন করিতাম। একদিন বৈকালে তিনি হঠাৎ বলিলেন, "আজ উপেন্দ্র আসিবে। তার ছেলের অসুখ করায় এবং কিছুতেই ভাল না হওয়ায় তাহারা স্ত্রী-পুরুষে উভয়েই ভীত ও কাতর হইয়া পড়িয়াছিল। তারপর কাল একটী ভিক্ষুক তার মন্তেশ্বর থানার বাসায় গিয়া তাহার অনুপস্থিতিতে তাহার স্ত্রীকে বলে, 'মা, ছেলেটীর কি অসুখ হইয়াছে? তাহাকে সাতটী তুলসীপাতা সহ, ঐ যে গাছটী দেখিতেছ উহার শিকড় একটু পিসিয়া খাওয়াইয়া দাও, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে সে আরোগ্য লাভ করিবে।' উপেন্দ্রের স্ত্রী তাহাই করে। ভিক্ষুকটী সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হইয়া যায়। উপেন্দ্রের স্ত্রী মনে করিল যে ভিক্ষুকটী বুঝি ভিক্ষা না লইয়াই চলিয়া গেল, তাই বাসার চাকরকে দিয়া ভিক্ষুকটীকে ডাকিয়া ভিক্ষা দিতে যায়, কিন্তু তাহাকে না পাওয়ায় উপেন্দ্রকে তৎক্ষণাৎ থানা হইতে ডাকাইয়া আনে ও এই কথা বলে। উপেন্দ্রও সিপাহীদের সাহায্যে বহু সন্ধান করিয়াও লোকটীকে না পাইয়া স্ত্রীকে বলে, 'এ বোধ হয় গুরুদেবের লীলা, যাহাই হউক আমি তাঁহার নিকট গিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ বিষয় জানিব।' তজ্জন্য সে আসিতেছে।" সন্ধ্যার সময় সত্যই উপেন্দ্র বাবু আসিয়া পৌঁছিলেন। সেই সময় ভগবান্ শ্রীগুরুদেব আহ্নিকে বসিয়াছিলেন এবং আমি নিজের সন্ধ্যাকৃত্য সারিয়া বারাণ্ডায় খাটে বসিয়াছিলাম। উপেন্দ্র দাদাকে দেখিয়া যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর আমি বলিলাম, "দাদা, কাল আপনার বাসায় গিয়া একটী ভিক্ষুক ঔষধ দিয়া আসিয়াছে কি?" উপেন্দ্র দাদা বলিলেন, "তুমি কিরূপে জানিলে? আমি ত এ বিষয় কাহাকেও বলি নাই, এমন কি বাবাকেও লিখি নাই। আর সেই জন্যই বাবার নিকট আসিয়াছি। তুমি কিছু শুনিয়াছ কি?" আমি শ্রীগুরুদেবের নিকট যাহা শুনিয়াছিলাম তাহা উপেন্দ্র দাদাকে বলিলাম এবং বলিলাম, "শ্রীগুরুদেব বলেন যে দাদা-গুরুদেব স্বয়ং গিয়া ঔষধ দিয়া আসিয়াছেন।" এই কথা শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়াছিলাম। উপেন্দ্র দাদা আমার কথা শুনিয়া একটু আনন্দাশ্রু ত্যাগের পর বলিলেন, "বুঝলে ত ভাই ব্যাপার খানা কি? যত শীঘ্র পার আশ্রয় নাও।" আমি বলিলাম, "তাঁর দয়া হলেত পাইব, দিতেছেন কৈ?" উপেন্দ্র দাদা বলিলেন, "পূর্ণ নির্ভরতা আসিলেই দিবেন। তোমার পিতাকে আমি জানি, তিনি যেরূপ লোক ছিলেন, তাহাতে তোমাদের ভাল হওয়াই ত উচিত।"

শ্রীগুরুদেব আহ্নিক করিয়া উঠার পর উপেন্দ্র দাদা ও আমি প্রণাম করিলাম। তিনি বলিলেন, "কি গো উপেন্দ্র,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হঠাৎ এসে পড়্‌লে যে ?" উপেন্দ্র দাদা প্রেমানন্দে গদ-গদ হইয়া সাশ্রুনয়নে বলিলেন, "আপনার খেলা, সবই ত জানেন। দক্ষিণার কাছে সব শুনিয়াছি।" শ্রীগুরুদেব তাঁহার স্বভাবস্মিত মুখে ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "দাদা-গুরুদেবের লীলাই ঐরূপ রে, বাপু ”

একদিন সন্ধ্যার পর শ্রীগুরুদেব গুপ্করার বাটীতে শুইয়া আছেন, আমি তাঁহার পদসেবা করিতেছি, এমন সময় তিনি আমাকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, "মনটা কোন্‌ দিকে বেশী টানে কামাখ্যাচরণ ? ধর্ম্মের দিকে, কি চাকরীর উন্নতির দিকে ?" আমি বলিলাম, "আমার মনে হয় যে ধর্ম্ম যেন লোপ না পায়, আর সব-ইন্সপেক্টরের পদে প্রমোশনটা ও যেন নিশ্চয়ই হয়।"

শ্রীগুরুদেব—নিশ্চয়ই হবে। যাঁর* কাছে মুক্তি পর্য্যন্ত পাওয়া যায়, এমন কি ব্রহ্মত্ব পর্য্যন্ত পাওয়া যায়, তাঁর কাছে এ সামান্য প্রার্থনা নিশ্চয়ই মঞ্জুর হবে।

প্রথম প্রথম শ্রীগুরুদেবের সম্বন্ধে আমার মনে হইত যে ইনি বেশ ভাল লোক। তখন ধারণা হইত না যে

---

* শ্রীগুরুদেবের বাক্যস্থ "যাঁর" শব্দে আমি সে সময় ধারণা করেছিলাম যে ইঁহার অর্থ "ঈশ্বরের"। কিন্তু ক্রমশঃ যতই তাঁহার সঙ্গে বেশীদিন মিশিতেছি, যতই তাঁহার কৃপা অনুভব করিতেছি, ততই বুঝিতেছি যে এই "যাঁর" শব্দের অর্থে যাঁহাকে বুঝায় তাঁহাতে এবং আমার পাতকি-তারণ শ্রীগুরুদেবে বাস্তবিক কোনও ভেদ নাই। হায়! তখন এ কথা না বুঝিয়া আমি কাহার নিকট কি প্রার্থনা করিয়াছিলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার অমানুষিক শক্তি আছে বা তিনি নিজে ঈশ্বরবৎ সবই করিতে পারেন। কিন্তু তথাপি তাঁহাকে বড়ই ভাল লাগিত। তাঁহার নিকট কোনও শনিবার না গেলে মনটী বড়ই ছটফট্ করিত। তাঁহাকে কেন এত ভাল লাগিত, কেন তাঁহাকে আপনার মনে হইত, কেন তাঁহার পানে ছুটিতাম, এই সকল প্রশ্ন অনেকবার মনে উদয় হইয়াছিল। কিন্তু কোন উত্তর দিতে না পারিয়া অবশেষে মনে হইত যে এই ডাক্তার মহাশয় বোধ হয় পূর্ব্ব জন্মে আমার পিতামহ ৺বামাচরণ রায় চৌধুরী ছিলেন। তাঁহার সেই জন্মে অসাধারণ শিবভক্তি ও শিবপূজার জন্য বোধ হয় তিনি এ জন্মে এইরূপ যোগী হইয়াছেন। মনে হইত সেই জন্যই হয়ত আমার এত ভাল লাগে ও ইঁহাকে এত ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়—তাই পুনঃ পুনঃ দেখিলেও দেখার আশা মিটে না। নানা ভাবে তখন আমার মনটা আলোড়িত হইল, কিন্তু কোনও সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারিলাম না। এইরূপ ভাবে বর্দ্ধমান হইতে বারংবার গুস্করায় গিয়া আমি তাঁহাকে দেখিয়া আসিতাম। অথচ মন তখনও একেবারে আত্ম-সমর্পণ করিতে পারিল না। কোন কোন শনিবারে মেসের বাবুরা কেহ কেহ ঠাট্টা করিয়া বলিতেন, "কদমতলে বাঁশী বাজে, ঘরের কোণে রাধা সাজে। আজ আমাদের পুলিশ বাবু গুস্করার সাজে না কি?" আমি বেশী কিছু বলিতাম না, রাগ মনে মনে চাপিয়া শুধু বলিতাম, "আজ্ঞে হাঁ।" তাঁহাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একবার দর্শন করিয়াই আমারএইরূপ হইয়াছে। কিন্তু আত্ম-সমর্পণ করিতে পারি নাই বলিয়া তিনি এখনও পূর্ণ আশ্রয় দেন নাই, শিষ্য করেন নাই, অথচ যাইতেও নিষেধ করেন নাই।

এইরূপ ভাবে তাঁহার নিকট যাতায়াত কালে একদিন বলিলেন, "দক্ষিণা, দাদা-গুরুদেব লিখেছেন যে তুমি এ বৎসর সব-ইন্সপেক্টর হবে এবং সব-ইন্সপেক্টরী পরীক্ষার ফল দাদা-গুরুদেব স্বপ্নে জানাইয়া দিবেন।" সব-ইন্সপেক্টরী পরীক্ষার জন্য প্রতি পদে কোন অমানুষিক শক্তি আমাকে সাহায্য করিয়া যাইতেছিল। ঘোড়ায় চড়িতে পারি না তথাপি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট ঘোড়ার পরীক্ষার সময়, হাইড্রোসিল থাকা সত্ত্বেও ডাক্তারী পরীক্ষার সময়, এমন কি competitive পরীক্ষায় সেনেট হ'লে পরীক্ষা কালীন, কতই সাহায্য পাইয়াছি, শেষে স্বপ্নযোগে পরীক্ষার ফলও জানিতে পারিলাম। যে দিন পরীক্ষার ফল পাইলাম সেই দিনই গুস্করা গেলাম। আমাকে দেখিয়া শ্রীগুরুদেব কহিলেন, "কি গো, ৪।৫ দিন আগে পরীক্ষার ফল স্বপ্নে জানিতে পার নাই ?" আমি বলিলাম, "হাঁ জেনেছি।" শ্রীগুরুদেব বলিলেন, "দাদা-গুরুদেব লিখিয়াছেন যে পরীক্ষার ফল জানাইয়াছেন। ভাগলপুর ট্রেনিং স্কুলে কবে যাবে ?" আমি বলিলাম, "কাল এখান থেকে বর্দ্ধমান ফিরিয়া গিয়া তথা হইতে বাড়ী যাইব এবং বাড়ী হইতে বড় দিনের ছুটীর পরে ভাগলপুর যাইব।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারী তারিখে ভাগলপুর পুলিশ ট্রেনিং স্কুলে প্রবেশ করিয়া উক্ত সনের ২০শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত তথায় কাটিল, ইহার মধ্যে বিশেষ কিছু ঘটনা নাই। মধ্যে মধ্যে প্রভুকে এক একটী পত্র দিতাম ও উত্তর পাইতাম। এই এক বৎসরের মধ্যে পেঁয়াজ খাওয়া, কসাইএর ঘরের কাটা মাংস খাওয়া, সাধারণ ভাবে সন্ধ্যাহ্নিক প্রভৃতি করিতে স্থান বা অবসরাভাব, এই সব নানা কারণে শ্রীগুরুদেবকে যেন মন হইতে একটু তফাৎ করিয়া ফেলিলাম বলিয়া ধারণা হইল। ডিসেম্বর মাসে উত্তীর্ণ হইয়া অন্তিম পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হইলাম। পরে ভাগলপুর ট্রেনিং স্কুল হইতে আমার মানভূম জেলায় পোষ্ট হইল। ভাগলপুর হইতে যাইবার সময় তাঁহার সঙ্গে গুঙ্করায় দেখা করিলাম, পরে মানভূম জেলাতে জয়পুর পুলীস ষ্টেসনের চার্জ গ্রহণ করিলাম। এই স্থানটি ঝালদা হইতে বেশী দূরবর্ত্তী নহে। সেই সময় আমার যে সারকেল ইন্সপেক্টর ছিলেন, তিনি মাতাল ও বেশ্যাসক্ত ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে থাকিতে থাকিতে ক্রমশঃ সন্ধ্যাহ্নিক প্রভৃতিতে আমারও কেমন একটা শিথিলতা হইয়াছিল— এমন কি মাঝে মাঝে দুই পাঁচদিন কেবল মাত্র আঠার বার গায়ত্রী জপ করিয়াই দিনাতিপাত করিতাম। এইরূপে দিন চলিতে লাগিল। যে বংশে কেহ কোনও দিন মদ স্পর্শ করেন নাই, সেই বংশের কুপুত্র আমি মাঝে মাঝে এক আধ দিন ইন্সপেক্টর বাবুর সঙ্গে, বা তদ্রূপ কোনও সুসঙ্গী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জুটিয়া গেলে তাঁহার সঙ্গে, তুই এক ডোজ চালাইতেও আরম্ভ করিলাম। ভগবান্ শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে চিঠিপত্র লেখা ক্রমশঃ কমিয়া যাইতে লাগিল এবং অবশেষে একেবারে বন্ধ করিয়া ফেলিলাম। তাঁহার যে সকল ব্যবহারে এক সময় বর্দ্ধমানে থাকা কালে মহানন্দে দিনাতিপাত করিতাম ক্রমশঃ পূর্ব্বভাব দূর হইয়া সে সকলে এক প্রকার অবিশ্বাস আসিতে লাগিল।

যাহা হউক, ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের পূজার পর আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ৺অন্নদা প্রসাদের সঙ্গে আমার অগ্রজ ৺রাধিকা প্রসাদ রায় চৌধুরী আমার স্ত্রীকে ও আমার কন্যাদ্বয়কে আমার বাসায় পাঠাইয়া দিলেন। আমার অগ্রজ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা উভয়ে একবার আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিয়া পুলিশ বিভাগের চরিত্র-হীনতা ইত্যাদির গল্প শুনিয়া একাকী থাকিলে আমার চরিত্ররক্ষা ঠিক ঠিক হইবে কি না সে সম্বন্ধে ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন। আমার স্ত্রীর পৌঁছাইবার পর তাহার ভয়ে কোনও দিন মদ্যপান করিতাম না বটে, তবে স্থানান্তরে ইন্সপেক্টরের সঙ্গে এক আধ দিন খাইতাম। কিন্তু তাহাকে উহা জানিতে দিতাম না। তবে ক্রমশঃ তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িল। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ৺অন্নদা পরাধীন চাকরী করা কঠিন মনে করিয়া ডাক্তারী পড়িবার জন্য আমাকে অনুরোধ করায় আমি তাহাকে ডাক্তারী পড়িতে সাহায্য করিব বলিয়া প্রতিশ্রুত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হই। সে আমার নিকট হইতে বাড়ী গিয়া বাড়ী হইতে গুস্করাতে যায়। সেখানে শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তথা হইতে কলিকাতায় যায় এবং কলিকাতা হইতে আমাকে একটী পোষ্টকার্ড লেখে। তাহাতে তাহার পৌঁছান সংবাদসহ নিম্নলিখিত বিষয়টি লেখা ছিল। সেই পত্র আমার স্ত্রীর হাতে পড়ায় সে তাহা পড়িয়াছিল। পত্রের মর্ম্মার্থ এইরূপ—"মধ্যম দাদা, আমি গুস্করায় তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিয়া আসিলাম, তাঁহার সঙ্গে আলাপে যতদূর বুঝিলাম তাহাতে মদ্যপান বা তদ্রূপ কোনও গুরুতর অন্যায় কার্য্য আপনার দ্বারা করা হইয়াছে বা হইতেছে বা শীঘ্রই হইবে বলিয়া আমার মনে সন্দেহ হইল। মধ্যমদাদা, সাবধান, বিশেষ সাবধান—আমার পিতৃদেবের বংশে এরূপ কুকার্য্য করিলে বংশ থাকা বড়ই কঠিন। এমন কি গুরুতর বিপদে পড়িতে হইবে।" এই পত্রখানি পড়িয়া আমার স্ত্রীর মনে গুরুতর সন্দেহ হওয়া সত্ত্বেও সে ভয়ে আমাকে বিশেষ কিছু না বলিয়া কেবল বলিল, "ঠাকুরপোর পত্রখানা পড়িয়া আমার বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। একটু সাবধান থাকিবে। নইলে আমার শ্বশুর বড়-শ্বশুর যেরূপ ছিলেন, তাঁহারা তোমার ঔরসজাত পুত্রের হাতে পিণ্ড খাইবার ভয়েই তোমার পুত্র হইতে দিবেন না। দু-দুটো মেয়ে হয়েছে, সাবধান থেকো, ইত্যাদি।" কাঁদ-কাঁদ ভাবে বলা সত্ত্বেও আমার সাবধানতা আসিল না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার ছোট ভাই ৺অন্নদাপ্রসাদ রায় চৌধুরী সম্বন্ধে আমাদের সংসারের প্রত্যেকেরই খুব উচ্চ ধারণা ছিল বলিয়াই আমার স্ত্রীর মনে বেশী দুঃখ হওয়াতে সে আমার সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে নজর রাখিতে আরম্ভ করে। শ্রীগুরুকৃপায় একদিন আমার ঘোড়ার সহিশের নিকট হইতে প্রকাশ পাইল যে আমি সেই দিন সকালে ইন্সপেক্টরের সঙ্গে মদ্যপান করিয়াছি। তৎশ্রবণে সে আমাকে জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু আমি প্রথমতঃ অস্বীকার করি। পরে তাহার মাথায় হাত দিয়া কহিতে বলায়, আমি স্বীকার করিতে বাধ্য হই। তখন সে আমাকে প্রতিজ্ঞা করাইল যে আমি যেন আর মদ্য-স্পর্শ না করি। আমিও অগত্যা মদ ছাড়িলাম। কিন্তু মনে মনে নানা কুপ্রবৃত্তি আসিতে লাগিল। আমার স্ত্রী প্রসব জন্য বাড়ী যাওয়ায় সে সময় মদ খাইলাম না বটে, কিন্তু মনে মনে বিভিন্ন প্রকার কুপ্রবৃত্তি প্রবল হইতে লাগিল। নানাভয়ে কায়িক পাপ না ঘটিলেও মানসিক দুশ্চিন্তায় শারীরিক প্রফুল্লতা যেন ক্রমশঃ হীন হইতে লাগিল। এই সময় ভগবান্ শ্রীগুরুদেবের প্রতি আমার ঘোরতর অবিশ্বাস উপস্থিত হইতে লাগিল। হঠাৎ একদিন প্রাতে ঘুম হইতে উঠিয়া দেখি যে শ্রীগুরুদেবের একটী ফটো যাহা আমার মাথার উপর থাকিত তাহা রাত্রি মধ্যে উইপোকায় খাইয়া দিয়াছে। এই ঘটনা আমি কাহাকেও বলি নাই, কিন্তু তথাপি আমার দাদা ৺রাধিকাপ্রসাদ রায় চৌধুরী ঘটনার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুই তিন দিন কি পাঁচ ছয় দিন পরে আমাকে একটী পত্রে লিখিলেন, "আমি গুষ্করায় গিয়াছিলাম। তথায় শ্রীগুরুজীর সহিত সাক্ষাতে ও কথাবার্ত্তাতে বুঝিলাম যে এখন তোমার তাঁর প্রতি ঘোর অবিশ্বাস আসিয়াছে। তজ্জন্য তিনি একদিন রাত্রে ইচ্ছা করিয়া উইপোকা দ্বারা তোমার নিকটে রক্ষিত তাঁর ফটোখানি ধ্বংস করিয়া দিয়া আসিয়াছেন'। যাহা হউক, আমি শীঘ্রই তোমার উদ্বোধন জন্য তাঁহার আদেশমত মেজো বৌমাকে পাঠাইতেছি। সাবধান।" ইত্যাদি।—

ভগবান্ শ্রীগুরুদেবের এইরূপ বারংবার উদ্বোধন সত্ত্বেও, আমাকে উদ্ধার করিবার জন্য এইরূপ তাঁহার অপার দয়া সত্ত্বেও, আমি ক্রমশঃ ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু কোনও মতে চেষ্টা কৃতকার্য্য হইতেছিল না। তাহাতে তখন মনে হইল যে পিতৃসত্তা ভাল আছে বলিয়া আমার রক্ষা হইতেছে। কিন্তু পরে বুঝিলাম ও জানিলাম যে উক্ত পিতৃসত্তা রক্ষার জন্য ভগবান্ শ্রীগুরুদেব অলক্ষিত ভাবে লক্ষ বার সাহায্য করিয়াছেন ও করিতেছেন।

সেই সময় একদিন একটী মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিতে পুরুলিয়া গিয়া দেখিলাম যে বাবু উপেন্দ্র নাথ চৌধুরী কিছু দিন আগে তথায় ইনস্পেক্টর পদে প্রমোশন পাইয়া বৰ্দ্ধমান হইতে বদলী হইয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে কোর্ট আপীসের বারাণ্ডায় দেখা হওয়ায় তিনি বলিলেন,—"কি হে, বেশ দারোগা হয়েছ দেখছি। কিন্তু অসৎ-সংসর্গে তোমার অবস্থা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বড়ই মলিন হয়েছে। যাক, এখানে আর কথায় কাজ নাই। সন্ধ্যার পর বাসায় যাইও।" আমি সন্ধ্যার পর আমার শ্রীগুরুদেবের প্রিয়-শিষ্য কর্ম্মবীর উপেন্দ্র দাদার বাসায় গেলাম। উপেন্দ্র দাদা আমাকে জল খাইতে দিলেন। আমার জল খাওয়ার পর তিনি তামাক খাইতে খাইতে বলিলেন, "কি হে, তোমার চক্ষু দেখিয়া যেন মাতাল ও লুচ্চার মত মনে হইতেছে। তোমার সে ব্রহ্মজ্যোতি, যেটী বর্দ্ধমানে দেখিয়াছিলাম, সেটী যেন লয় পাইয়াছে, তুমি ত্রিসন্ধ্যা শিবপূজা, বটুক ভৈরবের স্তবপাঠ প্রভৃতি যাহা বর্দ্ধমানে করিতে তাহা বন্ধ করিলে কেন? গায়ত্রী জপ পর্য্যন্ত বন্ধ করেছ নাকি?" আমি বলিলাম "আজ্ঞে, কেবল গায়ত্রী জপই করছি। তাও মনের সহিত নয়—অমনি ভয়ে ভয়ে দোষ খালাস রকম। আমি ও সব বন্ধ করেছি, তা আপনি জানলেন কেমন করে?"

উপেন্দ্র দাদা বলিলেন, "আমি যেমন করেই জেনেছি জানি, কিন্তু অমন বাপের ছেলে হয়ে তোমার এ দুর্ম্মতি কেন? সহ্য হবে কি করে? কার্য্যে পরিণত হয় নাই, তাও মঙ্গল। মানসিক পাপও পাপ।" এই বলতে বলতে আমার বহুজন্মের সুহৃদ্ উপেন্দ্র দাদা ঘরের ভিতর হইতে আমার ভবকর্ণধার কল্পতরু শ্রীগুরুদেবের একখানি ফটো লইয়া আসিয়া আমাকে দেখাইলেই দেখিবামাত্র আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম ও বলিলাম, "আমার কি হবে, দাদা?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপেন্দ্রদাদা—ভয় কি আছে, ভাই? বাবা আমাদের পতিত-পাবন পাতকি-তারণ। আমিও মদ খেয়েছি, আমিও ভদ্রলোক ছিলাম না—বাবার কৃপায় এখন ভদ্র হয়েছি। তুমি এক কাজ কর। আজ রাত্রি ১টার ট্রেনে গুষ্করা গিয়ে বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর চরণ দর্শন করে এসো, দেখবে অনেকটা উপকার হয়েছে।

আমি—কি করে যাব? কাল পুলিশ সাহেব আমার বাসায় পরিদর্শনের জন্য আসবেন।

উপেন্দ্রদাদা—আরে, পুলিশ সাহেব ফুলিশ সাহেব ইত্যাদির ভয় করো না। যাও, তোমার কিছু হবে না। ভয় নাই, যাও। তাঁর খেলা তিনি খেলবেন।

আমি—তবে সে ভয় নাই। আচ্ছা, আজ রাত্রে আমি যাইতেছি।

পরদিন পুলিশ সাহেব আমার থানায় অর্থাৎ জয়পুর থানায় গিয়া আমার রাইটারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "Where is your sub-inspector?" সে বলিল, "হুজুর, পুরুলিয়া গবাই দেনে কো গিয়া।" তিনি ইহা শুনিয়া বলিলেন, "I am going to Jhalda P. S. Sadar. I will come later on for inspection." এই বলিয়াই তিনি ঝালদা চলিয়া যান—আমাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসাও করেন নাই। আমি ভগবান্ শ্রীগুরুদেবের সুশীতল পদছায়া তলে বিশ্রাম করিবার জন্য পরদিন প্রাতে যেমন গুষ্করা কাছারীতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাইয়া উপস্থিত, অমনি দেখিলাম যে ভগবান্ নিজের প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া দুয়ার খুলিয়া বাহির হইলেন। আমি প্রণাম করিয়া পদধূলি মস্তকে ধারণ করিলাম।

শ্রীগুরুদেব—কিগো, কেমন আছ ?

আমি—ভাল আছি, বাবা।

শ্রীগুরুদেব—ভাল ত দেখছি না। চেহারাখানা যেন মাতালের মত হয়েছে, চোখ দুটো যেন লুচ্চার মত দেখাচ্ছে। আমার নিকট দারোগাগিরি চাহিয়াছিলে, আমি দারোগা-গিরি দিয়াছিলাম, তাহার সারমর্ম্মটী কি বুঝিয়াছ বা পাইয়াছ আমাকে বল।

আমি—সার ত কিছুই পাই নাই, বা বুঝি নাই, দয়াময়।

শ্রীগুরুদেব—এরূপ হয়েছ কেন ?

আমি—কি করব ? আমি আপনার নিকট দারোগাগিরি চাহিয়াছিলাম বটে, কিন্তু আমাকে এইরূপ দুই তিন শত মাইল তফাতে না ফেলিয়া যদি এ জেলায় রাখতেন তাহলে বোধ হয় আমার এ দুর্দ্দশা ঘটতো না।

শ্রীগুরুদেব—দূরে কোথায় ? নিকটেই ত।

আমি—দুই তিন শত মাইল তফাৎ, কি করে নিকটে হলো ?

শ্রীগুরুদেব—নিশ্চয়ই নিকটে। তোমার সাধ্য কি যে আমার নিকট হইতে দূরে থাক, বরাবর আমার চোখে চোখেই আছ। কেন, অন্নদার পত্রে, রাধিকার পত্রে, কি তার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আভাস পাও নাই? তুমি একদিন জঙ্গল মধ্যে ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছিলে, তখন একটী সুন্দরী স্ত্রীলোককে দেখিয়া পথ জানা সত্ত্বেও তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিবার অছিলায় তাহাকে পথ জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলে, এমন সময় জঙ্গলে একটী সুন্দর গন্ধ পাইয়া তোমার ৺পিতৃদেবের একটী কথা তোমার মনে পড়িল। তুমি ভাবিলে, বাবা বলিতেন যে হঠাৎ কোনও স্থানে সুন্দর সুগন্ধ পাইলে বুঝিতে হয় যে দেবলোক, পিতৃলোক বা তদ্রূপ ঊর্দ্ধলোকস্থ কোন মহাপুরুষ তথায় আসিয়াছেন; আর কোনও দুর্গন্ধ পাইলে বুঝিতে হয় যে পিশাচ গুহ্যকাদি নীচলোকস্থিত কেহ তথায় আসিয়াছে।

তোমার ৺পিতার এই উপদেশ মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমার কথা তোমার মনে পড়ে এবং তুমি ভাব, "তাইত, আমি তাঁর শিষ্য হবার চেষ্টা করছি, আবার আমার এই দুর্ম্মতি হচ্ছে!" এই মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তুমি ঘোড়াকে চাবুক মার—ঘোড়া বায়ুবেগে এক মাইল দূরে যে গ্রামে তোমার বিশ্রাম করিবার কথা ছিল তথায় গিয়া উপস্থিত হয়। এমন কি, পথে তোমার মাথার হ্যাট উড়িয়া যায়, সেই হ্যাট পরে তুমি চৌকীদার পাঠাইয়া কুড়াইয়া তোমার আবাস স্থানে লইয়া যাও। দেখ, সত্য বটে কিনা? সেটা কেমন গন্ধ?

আমি—(কাঁদ-কাঁদ ভাবে) বাবা! সে এক অপূর্ব্ব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গন্ধ—যেন নানা গন্ধ মিলিত হইয়া সেটী নির্ম্মিত হইয়াছে। তাতে গুগ্‌গুল্‌ বাসযুক্ত ধূপাদি সব যেন আছে।

শ্রীগুরুদেব—(নিজের হস্ত আমাকে শুঁকিতে দিয়া) দেখ দেখি, এই গন্ধ কিনা ?

আমি—হাঁ, বাবা (চক্ষে জল আসিল)।

শ্রীগুরুদেব—আমি দেখিলাম যে স্ত্রীলোকটী এরূপ খারাপ যে তুমি কথা কহিলেই সে দিন তোমার পতন অনিবার্য্য ছিল, তাই তাড়াতাড়ি তোমাকে রক্ষা করিতে গিয়াছিলাম। এমন একদিন নয়, দুই দিন নয়, বহুদিন বহু স্থলে, আমি তোমাকে দেখিয়া আসিয়াছি। এমন কি, ২৪ ঘণ্টাই তোমাকে দেখি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, জানিও। একদিন তোমার থানার জানালার নিকটে তুমি এইরূপ গন্ধ পাইয়াছিলে, একদিন রাত্রে হঠাৎ তোমার বাসার সদর দরজা হড়াম করিয়া খুলিয়া যায়। বৌমা জিজ্ঞাসা করায় তুমি তাহাকে বল, "আমি নিজে দুয়ার বন্ধ করিয়া খিল লাগাইয়া দিয়াছিলাম। তবে এমন হলো কেন ? বোধ হয় বাতাসে খুলে গেল।" একদিন সন্ধ্যার সময় গায়ত্রী জপ করা কালে একটী স্ত্রীমূর্ত্তি তোমার মনের সামনে ফুটিয়া উঠে ও সেই মুহূর্ত্তেই তোমাকে মশাতে কামড়ায় ও তুমি মশাটাকে চাপড় মারিতে যাও। মশাটা উড়িয়া যায়—সঙ্গে সঙ্গে সেই স্ত্রীমূর্ত্তিটীও তোমার মনের আড়াল হইয়া পড়ে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই মূর্ত্তি তুমি দেবী-ভাবে লইতে পারিতে না বলিয়া এই অভিনয় করিয়া দেওয়া গেল। কারণ তাহা একটী সামান্যা রমণী মূর্ত্তির মত তুমি ভাবিতে আরম্ভ করিতে না করিতেই আমি এইরূপ করি। এখনও কি তুমি বলিতে চাও যে তুমি আমার নিকট হইতে দূরে আছ ?

আমি—তা আর কি করে বলি, বাবা ? আপনি সর্ব্বত্র ব্যাপক।

শ্রীগুরুদেব—না, আমিও মানুষ। ক্রিয়ার দ্বারা তোমারও এই অবস্থা হইতে পারে। তবে পরিশ্রম সাপেক্ষ, প্রাণকে পণে পরিণত করিতে না পারিলে সাধনা হয় না।

তৎপরে ভগবান্ শ্রীগুরুদেব আমাকে এইরূপ আরও কতিপয় উদাহরণ বলিয়া এইরূপ কতকগুলি লোকের নাম গ্রহণ করিলেন, যাহাদিগকে আমি বর্দ্ধমান জেলায় থাকার সময় কদাচারী ভাবিতাম, এবং জানাইলেন যে তাঁহারা সকলেই তাঁহার নিকট দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

আমি—(একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া) হাঁ, সকলেই হলো।

শ্রীগুরুদেব—তার আর দুঃখ কি ? তুমিও হবে।

আমি—কৈ, আমার ত এখন পর্য্যন্ত অনুমতি আসিল না।

শ্রীগুরুদেব—এসে যাবে, আবার পশ্চিমে লিখব। সাবধানে থেকো।

আমি—আপনি মালিক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীগুরুদেব—তুই ও মালিকরে, বাপু।

আমি—আজ্ঞে।

সেদিন এই ভাবে শ্রীগুরুদেবের নিকট কাটাইয়া তাঁর নিকট হইতে বিদায় লইয়া বৈকালের ট্রেনে রওনা হইলাম। পরদিন প্রাতে পুরুলিয়া পোঁছিয়া উপেন দাদাকে সমস্ত জানাইলাম।

গুষ্করা হইতে ফেরত আসিয়া কিছুদিন বেশ ভালই ছিলাম। কিন্তু কিছুদিন পরে পুনরায় নানা প্রকার কুচিন্তা কুপ্রবৃত্তি প্রভৃতি আমার মনে উদিত হইতে লাগিল। তবে কার্য্যতঃ তাঁহার ভয়ে কোনও রূপ পাপে ব্রতী হই নাই।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ৭ই জুন তারিখে বেলা আন্দাজ ১১।১২ টার সময় আমি মফঃস্বল হইতে ফেরত আসিয়া থানার বারাণ্ডায় চেয়ারে বসিয়া সরকারী পোষাক খুলিতেছিলাম। পাতলুনখানি খুলিব, এমন সময় দেখি যে শ্রীগুরুদেবসহ আমার অগ্রজ ৺রাধিকাপ্রসাদ রায় চৌধুরী আসিতেছেন। তাঁহাদিগকে আসিতে দেখিয়া আমি আমার অঙ্গনের বাহিরে সরকারী রাস্তার উপরে গিয়া তাঁহাদের উভয়কে প্রণাম করিলাম এবং দাদাকে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিলাম, "দাদা, গুরুদেব কি রকমে এলেন?"

দাদা—তোমার ও বৌমার কল্য প্রাতে দীক্ষার দিন।

শ্রীগুরুদেব—দাদা-গুরুদেব পত্র দিয়েছেন যে শীঘ্র গিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দক্ষিণাকে দীক্ষা দিয়ে দাও, নতুবা সে পতিত হবে, আর তাকে রক্ষা করা কঠিন হবে।

আমি—আপনার দয়া।

শ্রীগুরুদেব—রাধিকা ত ভাবিয়া অস্থির যে দক্ষিণা ডাকাতি মোকর্দ্দমার তদন্তে মফঃস্বলে গাছে, তাহাকে একটী টেলিগ্রাম করিয়া যাওয়াই ভাল।

এই সময় আমার থানার এবং কতিপয় পার্শ্ববর্ত্তী থানার কয়েকটি ডাকাতি মোকর্দ্দমা হয়। সেই সকল মোকর্দ্দমার তদন্ত সূত্রে আমি প্রায়ই মফঃস্বলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম বলিয়া দাদা জানিতেন, কারণ সে বিষয়ে আমার নিকট হইতে সংবাদ পাইয়াছিলেন। যখন শ্রীগুরুদেব দাদার নিকট প্রস্তাব করিলেন, "সর্পীতে তোমাকে ও বড় বৌমাকে দীক্ষা দিয়া সর্পী হইতে জয়পুর গিয়া তথায় দক্ষিণাকে ও মেজো বৌমাকে ৮ই জুন (১৯০৮) তারিখ দীক্ষা দিব এবং সেখান হইতে পুরুলিয়াতে ফিরিয়া উপেন্দ্রের বাসায় একদিন থাকিয়া ফেরত আসিব," সেই সময় দাদা তাঁহাকে বলেন, "দক্ষিণা যদি তথায় না থাকে, যদি ডাকাতি মোকদ্দমার তদন্তে মফঃস্বলে থাকে, তাহা হইলে একটু অসুবিধায় পড়িতে হইবে। তজ্জন্য তাহাকে তারিখ জানাইয়া একটী টেলিগ্রাম করিয়া দিলে হয়।" তদুত্তরে শ্রীগুরুদেব দাদাকে বলেন, কিছু মাত্র দরকার নাই। সমগ্র জগতের মধ্যে সে যেখানেই থাকুক সেদিন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাকে থানায় টানিয়া আনা যাইবে, তার আর কি?” ডাকাতি মোকদ্দমার ঘটনাস্থল হইতে হঠাৎ আমার উক্ত রোজ অর্থাৎ ৭ই জুন তারিখ বেলা ১১টায় থানায় আসার কারণ এই যে তার আগের দিন অর্থাৎ ৬ই তারিখ রাত্রি আন্দাজ ১০।১১ টার সময় পুলিশ সাহেবের নিকট হইতে একটী তার প্রাপ্ত হই যে জয়পুর জমিদার ও B. N. R. কোম্পানীর মধ্যে একটী ব্যালাষ্ট পাথরের খাদ লইয়া বিবাদের সম্ভাবনা আছে। তিনি লিখিয়াছিলেন, “See to it personally at once” ইত্যাদি। তজ্জন্য আমি ৭ই তারিখ শ্রীগুরুদেবের আসার অব্যবহিত পূর্ব্বে থানায় আসিয়া উপস্থিত হই। এমন কি, পোষাক সম্পূর্ণ রূপে ছাড়িবার পূর্ব্বেই শ্রীগুরুদেব দাদাকে সঙ্গে লইয়া তথায় উপনীত হন।

দাদা জিজ্ঞাসা করিলেন, “শ্রীগুরুদেবের থাকিবার জায়গা কোন্ স্থানে করিবে?” আমি বলিলাম, “ইন্সপেকসন রুমটীই ভাল। তবে ১৫।২০ দিন পূর্ব্বে একটী কনষ্টেবল কলেরা হইয়া উক্ত ঘরে কয়েক ঘণ্টা পড়িয়াছিল। তারপর তাহাকে হাসপাতালে পাঠাইয়া ঐ স্থান গোবরাদি দিয়া লিপিয়াছি বটে, কিন্তু ফেনাইল ইত্যাদি দিয়া ধোয়াই নাই।” দাদা বলিলেন, “তুই এতদিন পরে এই বুঝলি?” শ্রীগুরুদেব কিছু উত্তর না দিয়া বলিলেন, “এক গাড়ু জল আন ত, বাপু।” আমি বাসা হইতে এক গাড়ু জল আনিয়া দিলাম এবং আমাদের সমক্ষে তিনি সেই জলভরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গাড়ুটির দিকে দৃষ্টি করিয়া দেওয়া মাত্রেই সেটী ফেনাইল-মিশ্র জল হইয়া গেল। সাদা রং ও গন্ধ সবই হইল। তখন তিনি বলিলেন, "ইনস্পেকশন ঘরে ছড়াইয়া দাও ও তোমার বাসাতেও ছড়াইয়া দাও। বাসার পায়খানাটা, বাপু, বড় কদর্য্য, সেটাতে ভাল করে দিবে।" বলা বাহুল্য, ইতঃপূর্ব্বে তিনি আমার বাসায় কখনও আসেন নাই বা পায়খানা দেখেন নাই, কিন্তু সেই সর্ব্বদ্রষ্টা সর্ব্বসাক্ষী ব্রহ্মাণ্ডবিহারীর নিকট না দেখা বা না জানা আর কি আছে?

পরদিন ৮ই তারিখ প্রাতে আমার পাপ-জীবনের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ আরম্ভ হইল। অজ্ঞান-তিমির-নাশী ভবরোগহারী বৈদ্য আমার ভবব্যাধির চিকিৎসক হইলেন। তখন আমার স্ত্রীর তিনমাস অন্তঃসত্ত্বাবস্থা, সেও সেই অবস্থাতে আশ্রয় পাইল। সেই গর্ভে শ্রীমান্ গুরুগতি রায় চৌধুরীর জন্ম হয়। সেও এখন তাঁহার পদাশ্রিত শিষ্য। উভয়ের দীক্ষা কার্য্য সমাধা হইয়া গেল এবং সেই তারিখ বৈকালেই ট্রেন-যোগে শ্রীগুরুদেব জয়পুর হইতে পুরুলিয়া গেলেন। আমিও তাঁহার সঙ্গে গেলাম।

জয়পুর থানা হইতে জয়পুর ষ্টেশনে যাওয়া কালীন পথি মধ্যে তিনিই সর্ব্বাগ্রে যাইতেছিলেন। এমন সময় হঠাৎ এক মিনিটের জন্য তাঁহাকে দেখা গেল না, আবার দেখা গেল। তিনি বলিলেন, "পুরুলিয়াতে উপেন্দ্র ও তার স্ত্রী তুমুল ঝগড়া করছে। তাই একটু দেখে এলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার উপস্থিতিতেই সেটা থেমে গেল।" পুরুলিয়াতে আসিয়া দেখি যে ষ্টেশনে উপেন্দ্র বাবু আমাদিগকে নিতে আসিয়াছেন। বাবাজী উপেন্দ্র বাবুকে দেখিয়াই বলিলেন, "কি গো, রাগ-রাগ ভাবটা দেখা যাচ্ছে যে।" উপেন্দ্র বাবু বলিলেন, "আজ্ঞে।" পরে আর কোন কথা নাই। আমরা সকলে তাঁহার বাসায় পৌঁছিলাম। কথা-প্রসঙ্গে আমি উপেন্দ্র দাদার নিকট জানিলাম যে তিনি তাঁহার স্ত্রীর সহিত সেদিন একটু রাগারাগি করিয়াছিলেন।

শিষ্য হওয়ার পর হইতে দুই স্ত্রী-পুরুষে বেশ বুঝিতেছিলাম যেন একটি অনির্ব্বচনীয় পরমা শক্তি আমাদের দেহে প্রবেশ করিয়াছেন, এবং যদি সেই তেজ, সেইভাব, সেই নির্ভীকতাদি দৈবগুণ আজ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ভাবে রাখিতে পারিতাম, তাহা হইলে আর কোনও ভয়ের কারণ থাকিত না, আর হা-হতাশ থাকিত না,—আজ কি যে একটা হইতাম তাহার সীমা করা যায় না। যাহা হউক, নিজের দোষে সে অবস্থা আসতে দিলাম না। শিষ্য হওয়ার পর ছয় মাস বা আট মাস কাল পর্য্যন্ত পদে পদে দেখিয়াছিলাম যেন প্রত্যেক দোষ বা গুণের ফল সঙ্গে সঙ্গে পাইতেছি, সংশোধন যেন সঙ্গে সঙ্গে হইতেছে। কিন্তু ক্রমশঃ কাল-স্রোতে নিজেকে আবার মলিন করিতে লাগিলাম।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল বা মে মাসে আমার বলরামপুর থানায় পোষ্ট হইল। তথায় থাকা কালীন একদিন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খাইতে বসিয়াছি, সেই সময় আমার স্ত্রী আমার সঙ্গে সাংসারিক কথাবার্ত্তা বলিতে আমার হঠাৎ অত্যন্ত রাগ হয়, আমি তাহাকে বলি, "খাবার সময় এ সকল কথার কি দরকার?" এই বলিয়াই আমি ভাতের থালাটী বারাণ্ডা হইতে আঙ্গিনাতে ছুড়িয়া দিয়া উঠিয়া গাড়ু লইয়া আঙ্গিনায় হাত ধুইয়া ফিরিয়া আসি। এমন সময় আমার স্ত্রী বলিল, "ভাত লক্ষ্মী, এরূপ কি করে? চিরকাল কি ছেলে মানুষ থাকতে হয়?" এই কথা শুনিয়া আমার ক্রোধের উপশম না হইয়া আরও বৃদ্ধি হইল। আমি গাড়ুটী যেমন উপরে তুলিলাম এবং পরক্ষণেই ছুড়িব এরূপ মনে করিতেছি, এমন সময় গাড়ুটী আমার হাত হইতে পাথরে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল। আমার স্ত্রীর নজরে পড়িল যে গাড়ুটী আমার মাথার পশ্চাদ্দিকে থাকা কালীন একটী হাত যেন তাহা ধরিয়া পাথরে ফেলিয়া দিল। আমি কিন্তু সেই হাতটী দেখিলাম না। এ ঘটনা ভগবান্ শ্রীগুরুদেবকে লেখা হয় নাই বা বলা হয় নাই, কিন্তু তিনি পুরুলিয়াতে থাকা কালীন তথায় সেই তারিখ ও সেই সময় একটী গুরুভাইকে বলেন, "আজ দক্ষিণার হাতে গাড়ুটী আমি কাড়িয়া ফেলিয়া না দিলে, সেটী বৌমার মাথার উপর পড়িত, কারণ দক্ষিণা রাগিয়া গাড়ুটা ছুড়িতে গিয়াছিল।"

আর একদিন বলরামপুর থানায় আমি সন্ধ্যাকালে আহ্নিক করিতেছিলাম, আমার স্ত্রী ছেলে মেয়েদিগকে বারাণ্ডায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শাসন করিতেছিল। আমার মনে ভয়ানক বিরক্তভাব হইল, আমি উঠিয়া আমার স্ত্রীকে রাগিয়া বলিলাম, "তোমার আহ্নিকের সময় কোনও গোলমাল করিলে তুমি বিরক্ত হও, আর আজ আমার আহ্নিকের সময় তুমি কেমন ছেলে মেয়েদিগকে শাসন করিতেছিলে? তোমার একটু আত্মাভিমান হইয়াছে যে তুমি খুব ভাল আহ্নিক কর আর মনে ভাব আমি কিছুই করি না, তাই তুমি আমার আহ্নিকের সময় এইরূপ অগ্রাহ্য করিলে। ইহা দ্বারা তোমার সমস্ত ক্রিয়া ধ্বংস করিলে।" এই সময় ভগবান্ শ্রীগুরুদেব বর্দ্ধমানে। পরদিন তিনি আমার একটী গুরুভাইকে (নরেন্দ্র নাথ মুখুর্জ্যে, সাং তেলিবেড়িয়া, জেলা বাঁকুড়া) বলেন, "বৌমা বেশ ক্রিয়া করিতেছিল ও উন্নতি করিতেছিল, কিন্তু দক্ষিণা স্বামী হইয়া তাহাকে অভিশাপ দেওয়ায় তাহার সমস্ত স্থগিত হইয়া গেল। আমি কি করিব? স্বামীর স্বামিত্ব কে নষ্ট করিবে?" ইত্যাদি।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে নরেন্দ্র দাদা একদিন বলরামপুরে থানার বাসায় আসিয়া আমাকে ও আমার স্ত্রীকে এই কথা বর্ণনা করেন। আমার স্ত্রী কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাকে বলে, "আমি বাবাকে একথা লিখি নাই বা আমি ইচ্ছা করিয়া কিছু করি নাই। তিনি স্বামী হইয়া বলিলেন, আমি কি করিব। আমার ছেলেকে আমি যদি দুধ দিতে গিয়া গলা টিপিয়া দিই, ছেলেটী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কি করিতে পারে? আমার স্বামীও আমার গলা টিপিয়া দিলেন। দাদা, আমি কি করিব?"

বলরামপুর থানায় একদিন রাত্রে আমি আহ্নিক করিতে বসিয়া নানা বিষয়ের চিন্তায় মগ্ন হইয়া নিজের প্রকৃত কার্য্যে ভুল করিয়া আসনে বসিয়া আছি, এমন সময় হঠাৎ একটী চড় আমার গালে পড়িল বলিয়া মনে হইল। পরদিন প্রাতেই ভগবান্ শ্রীগুরুদেব বর্দ্ধমানে গুরুভাইদের নিকট বলেন, "কাল দক্ষিণার আহ্নিকের সময় তাকে একটী চড় মারিয়া দিয়াছি, কারণ সে বিশেষ অন্যমনস্ক হইয়াছিল।" আমি এ কথা কাহাকেও বলি নাই, বা লিখি নাই। কিছু দিন পরে বর্দ্ধমান গিয়া নরেন্দ্র প্রভৃতি সকলের মুখে ইহা শুনিলাম।

বলরামপুর থানায় থাকার সময় ভগবান্ শ্রীগুরুদেব একবার আমার বাসায় শুভাগমন করিয়াছিলেন। রাত্রে তাঁহাকে যে ঘরে শুইতে দেওয়া হইয়াছিল সে ঘরে তাঁহার শয়নের পূর্ব্বে পূজার জন্য ফুল ও অন্যান্য দ্রব্য সমস্ত দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু ভ্রমবশতঃ আতপ তণ্ডুল দেওয়া হয় নাই। তাঁহাকে যে ঘরে শুইতে দেওয়া হইয়াছিল তাহার পার্শ্বের ঘরে আমি, আমার স্ত্রী পুত্র ও কন্যাগণ এবং আমাদের একটী গুরুভাই শয়ন করিয়াছিলাম। রাত্রি আন্দাজ ২টার সময় আমার স্ত্রী আমাকে ও আমার গুরুভাইটীকে জানাইল যে শ্রীগুরুদেবের ঘরে আতপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চাউল নৈবেদ্যের জন্য দেওয়া হয় নাই, ভুল হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সে সময় শ্রীগুরুদেবের ক্রিয়ার সময় বলিয়া ভরসা করিয়া কেহই আর তাঁহার নিকট গিয়া তাঁহাকে উঠাইতে বা চাউল দিতে ভরসা করিলাম না। অগত্যা আমাদের ঘরের দুয়ার বন্ধ করিয়া ভিতর হইতে খিল লাগাইয়া আমরা সকলে শুইলাম। প্রাতে শ্রীশ্রীগুরুদেব যেমন তাঁহার ঘরের দুয়ার খুলিয়া বাহিরে আসিলেন, অমনি আমরা সকলে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া করজোড়ে জ্ঞাপন করিলাম যে ভ্রমবশতঃ রাত্রে নৈবেদ্যের জন্য আতপ তণ্ডুল দেওয়া হয় নাই। শ্রীগুরুদেব তদুত্তরে বলিলেন যে তিনি আমাদেরই ঘরের আতপ তণ্ডুলে নৈবেদ্য প্রস্তুত করিয়া পূজাদি সম্পন্ন করিয়াছেন। আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলাম যে আতপ তণ্ডুল আমাদের ঘরের ভিতরে হাঁড়িতে ছিল এবং আমাদের ঘর ভিতর হইতে বন্ধ ছিল। তিনি কি প্রকারে উক্ত তণ্ডুল পাইলেন এবং কি প্রকারেই বা ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। তিনি তদুত্তরে বলিলেন, "একবার তণ্ডুলের পাত্রটা দেখ না? তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে।" আমরা সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া আতপ চাউলের পাত্র দেখিয়া বুঝিলাম যে আমাদেরই ঘরের আতপ চাউল গুলি তিনি নৈবেদ্যের জন্য ব্যবহার করিয়াছেন। শ্রীশ্রীগুরুদেব আমাদের ঘরের মধ্যে যে পাত্র হইতে আতপ চাউল লইয়াছিলেন তাহাও আমাদিগকে দেখাইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিলেন। এই অমানুষিক কার্য্য দর্শনে আমরা সকলেই স্তব্ধ হইয়া বলিলাম, "সকলই আপনার কৃপা।" তদুত্তরে তিনি বলিলেন, "আমি উক্ত চাউল না লইয়াও পূজা করিতে পারিতাম, কিন্তু তাহাতে তোমাদের মনঃকষ্ট হইত। তাই উক্ত ঘর হইতে চাউল লইয়া আসিয়াছি। সাধারণ দরজা, কপাট, দেওয়াল প্রভৃতিতে আমার গতিরোধ করিতে পারে না।"

১৯১২ সালে আমার চিরকুণ্ডা থানায় বদলী হইল। সেখানে থাকা কালীন কুমারডুবি পটারি ওয়ার্কস এর নরেন্দ্র নাথ মিত্র, অনাথ নাথ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির সঙ্গে আমার আলাপ ও ক্রমশঃ বন্ধুত্ব হয়। কথা-প্রসঙ্গে তাঁহাদের সহিত ভগবান্ শ্রীগুরুদেব সম্বন্ধে আলাপ হয়। একদিন অনাথ-নাথ কালাচাঁদ প্রভৃতি আমার বাসায় বেড়াইতে আসেন। অনাথনাথ বলেন, "তোমার গুরুদেব সম্বন্ধে কতকগুলি নিন্দাবাদ লোকমুখে শুনিয়াছি। যদি রাগ না কর তাহা হইলে সেই সন্দেহ গুলি বলিয়া দূর করিতে চাই।" এই কথা শুনিয়াই আমার মনে সেই দয়াল গুরুদেবের স্মৃতি জাগিল এবং আমি তাঁহার শিষ্য বলে একটু আত্মাভিমান-যুক্ত নির্ভরতা আসিয়া হঠাৎ আমার মুখ হইতে বাহির হ'ল "ভাই অনাথ, তুমি ভগবান্ শ্রীগুরুদেবের যাহা কিছু নিন্দা শুনিয়াছ, বলিয়া যাও, আমি যদি প্রত্যেকটীই তাঁহার প্রশংসায় পরিণত করিতে না পারি তবে তাঁহার শিষ্যত্ব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে নিজেকে বর্জ্জিত বলিয়া মনে করিব।" এই বলিয়া আমি মনে মনে আমার হৃদয়-নাথকে স্মরণ করিয়া হৃদয়াভ্যন্তর হইতে "জয় গুরু, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক" মনে মনে বলিয়া আমার প্রিয়বন্ধু অনাথনাথের মুখে আমাদের অনাথনাথের নিন্দাবাদ শুনিতে লাগিলাম এবং জানিনা কি প্রকারে সেই প্রত্যেক নিন্দাবাদটীকে প্রশংসায় পরিণত করিতে লাগিলাম। এই প্রকারে ৬টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত আমাদের অনাথনাথের সম্বন্ধে কতই আলাপ হইল। সেই কথা-প্রসঙ্গে ভগবান্ শ্রীশ্রীভৃগুদেব পরমহংসদেবের সম্বন্ধেও দুই চার কথা আলোচিত হইল। ১১টার পর তাঁহারা সকলেই আমার বাসা হইতে নিজেদের বাসাতে চলিয়া গেলেন।

এই ঘটনার কয়েক দিন পরে নরেন্দ্রনাথ তাঁহার একটী বিশেষ কার্য্য বশতঃ তাঁহাদের সাহেবের নিকট ছুটী চান। কিন্তু ছুটী না পাইয়া চাকরিতে ইস্তফা দিয়া চলিয়া যান। নরেন্দ্রনাথ, অনাথনাথের বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। নরেন্দ্রনাথকে হারাইয়া অনাথনাথ অত্যন্ত কাতর হন, ও যাহাতে নরেন্দ্রনাথ পুনরায় কুমারডুবি কারখানাতে চাকরী প্রাপ্ত হন এই প্রার্থনায় ভগবান্ শ্রীশ্রীভৃগুরাম পরমহংসদেবের নাম উক্ত রাত্রে যথাশক্তি জপ করেন। উদ্দেশ্য পরীক্ষা। রাত্রি প্রভাতে অনাথনাথ নিজ কার্য্যের জন্য আফিসে যথারীতি যাইয়া কিছুক্ষণ পরে সাহেব কর্ত্তৃক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আহুত হন এবং সাহেব তাঁহাকে বলেন, "Send an intimation to Naren that his pay is increased by Rs. 5 and that he must join on expiry of his leave." অনাথনাথ এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া একটু স্তম্ভিত হইয়া ভগবান্ শ্রীগুরুদেবের প্রতি একটু আকৃষ্ট হন। যাহা হউক, সে আকর্ষণ কিন্তু তৎকালে সাময়িক ছিল, গাঢ়তর হয় নাই। তৎপরে একদিন আমি ও আমার স্ত্রী বর্দ্ধমানে শ্রীগুরুদেবকে দর্শন করিতে যাই, অনাথনাথও আমাদের সঙ্গে তথায় যান। আমরা বর্দ্ধমান বিশুদ্ধাশ্রমে বেলা প্রায় ১॥০ টার সময় পৌঁছিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তথায় শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে অনেক আলাপ করি। যথা সময়ে সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই ভগবান্ শ্রীগুরুদেব আহ্নিক করিতে গমন করেন। সেই সময় আমি অনাথকে জিজ্ঞাসা করি, "কি ভাই, কি রকম দেখলে বা বুঝলে ?" অনাথনাথ বলিলেন, "ভাই, আমার মনে ভক্তি হইল না। কারণ আমি যতদূর দেখলাম ও বুঝলাম তাহাতে এই দেখলাম যে শিষ্যগণ তাঁহাকে একটী বড় রকমের বাবু সাজাইয়া রাখিয়াছে—আমার এখানে শিষ্য হওয়া হইল না বা হইবে না।" অনাথনাথ আমার একটী প্রিয় বন্ধু অথচ তিনি যে আমার গুরুভাই হইয়া সেই বন্ধুত্ব-সূত্রটী আরও গাঢ়তর বাঁধনে বাঁধিলেন না, তাই প্রাণে একটী ভয়ানক অনির্ব্বচনীয় দুঃখ আসিল, কিন্তু তাহা আর বাক্যে প্রকাশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিলাম না, আর যে দীর্ঘনিশ্বাস আসিতেছিল তাহাও চাপিয়া দিলাম এবং মনে মনে বলিলাম, "ইচ্ছাময়, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।" কিছুক্ষণ পরে ভগবান্ শ্রীগুরুদেব আহ্নিক সমাপন করিয়া বাহির হইয়া আসিলেন এবং আশ্রমের নীচের তালায় তাঁহার বসিবার তক্তাখানিতে বসিয়া আলাপ করিতে লাগিলেন। সেই আলাপের মধ্যে অনাথনাথকেও দুই চার কথা বলিলেন। অর্দ্ধঘণ্টা যাবৎ এইরূপ আলাপের পর তিনি পুনরায় উপর তালায় তাঁহার শুইবার ঘরে চলিয়া গেলেন। তাঁহার চলিয়া যাওয়ার পর অনাথনাথ বলিলেন, "ইনিই যে আমার গুরু ও কর্ণধার তাহা নিশ্চয়। আমি নিশ্চয়ই ইঁহার নিকট শিষ্য হইব; আমার আত্মীয় স্বজন স্ত্রী আদি কেহই তাহা রোধ করিতে পারিবে না।" জানিনা কোন্ অতীন্দ্রিয় কারণে অনাথ-নাথের হঠাৎ এই পরিবর্ত্তন হইল। আমি অনাথনাথকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "হঠাৎ তোমার এই পরিবর্ত্তনের কারণ কি?" কিন্তু অনাথনাথ অত্যন্ত চাপা বলিয়া আমাকে সেটী বলিলেন না। ক্রমশঃ অনাথনাথ ও নরেন্দ্রনাথ সস্ত্রীক ভগবান্ শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রয়ে পরিতৃপ্ত হইলেন।

একদিন বর্দ্ধমানে আমি, গিরিন দাদা (গিরীন্দ্র চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, তখন পেনসন-প্রাপ্ত পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট), আমার অগ্রজদেব (৺রাধিকাপ্রসাদ রায় চৌধুরী—হেড মাষ্টার, উখরা হাই স্কুল) ও আরও একজন গুরুভাই বসিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আছি, আর ভগবান্ শ্রীগুরুদেব একটু তফাতে শুইয়া আছেন। তাঁহার একটু তন্দ্রাভাব আসিয়াছে। এমন সময় চারিদিকে টুপটাপ করিয়া আঙ্গুর পড়িতে লাগিল। আমরা সকলেই দুই একটি করিয়া সেই আঙ্গুর গুলি কুড়াইয়া কুড়াইয়া খাইতেছি, এমন সময় ভগবান্ শ্রীগুরুদেব তন্দ্রা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন যে একটু তন্দ্রা আসায় তিনি তন্দ্রামধ্যে দেখিতেছিলেন যে, আঙ্গুর পাড়িতেছেন। যে আঙ্গুর গুলি পড়িয়াছিল তাহার দুই একটী তখনও ছিল। আমরা তাঁহাকে বলিলাম যে আমরা কয়েকটী আঙ্গুর খাইয়াছি এবং এইগুলি এখনও রহিয়াছে। আমরা প্রত্যেকেই স্তম্ভিত হইলাম। আমরা সকলেই বুঝিলাম যে স্বপ্নেও কোনও ইচ্ছা শ্রীগুরুদেবের মনে উদিত হইলে তাহাও কার্য্যে পরিণত হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ১৯০৪ সালের ডিসেম্বর মাসে আমার অগ্রজ মৃত্যু-চিন্তায় অত্যন্ত কাতর হইয়া কাঁদিয়াছিলেন এবং পরে ১৯০৮ সালে জুন মাসে ভগবান্ শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া তদবধি তাঁহার সঙ্গে নানা স্থানে ঘুরিয়াছিলেন। প্রায় প্রত্যেক ছুটীতেই তিনি শ্রীগুরুদেবের নিকটেই থাকিতেন ও তাঁহার সঙ্গে তীর্থ-পর্য্যটনও করিতেন। ১৯১৮ সালের শেষ ভাগে তাঁহার মৃত্যু হয়। শ্রীগুরুদেবের কৃপায় সে সময় তিনি মৃত্যুর জন্য এরূপ প্রস্তুত হইয়াছিলেন যে মৃত্যু-চিন্তায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর কাতর হন নাই। মৃত্যুর প্রায় ৮ মাস পূর্ব্বে তিনি আমাকে একদিন বলিয়াছিলেন, "আমার দৃঢ় ধারণা হইতেছে যে আমার মৃত্যুকাল নিকটস্থ। অতএব আমার এক্ষণে যথাসম্ভব ত্যাগ দরকার, বিশেষতঃ মায়াত্যাগ বড়ই দরকার হইয়াছে।" ৺অগ্রজ দেবের উপর আমি অত্যন্ত নির্ভর করিতাম বলিয়া তিনি আমাকে সংসার-সম্বন্ধে কতকগুলি কথা বলিলেন এবং যাহাতে আমি তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার পুত্রগণ কর্ত্তৃক অপব্যবহৃত না হই তজ্জন্য তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ রামগতি রায় চৌধুরীর সমক্ষে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ শ্যামাগতি রায় চৌধুরীকে আমার প্রতি তাঁহার অবর্ত্তমানে সে কি প্রকার ব্যবহার করিবে তদ্বিষয়ে কয়েকটী প্রতিশ্রুতি করাইলেন। সে সময় শ্যামাগতি অগ্রজ-দেবের পদসেবা করিতেছিল। তাই দাদা শ্যামাকে বলিলেন, "সাবধানে কথা বলিবি, তুই আমার পা ছুঁইয়া আছিস।" শ্যামাও তদুত্তরে বলিল, "হ্যাঁ, আমি পদস্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলাম" ইত্যাদি।

মৃত্যুর দশদিন পূর্ব্বে অগ্রজদেব আমাকে পুনরায় কথাচ্ছলে তাঁহার অতিসন্নিকটবর্ত্তী মৃত্যুর কথা এবং ৺কাশীধামে তাঁহার নামে ৺শিবস্থাপনাদির কথা এবং আরও অনেক কথা অকাতরে বলিয়া গেলেন। কিন্তু তৎকালে বুঝিতে পারি নাই যে, দাদা এত শীঘ্র চলিয়া যাইবেন। এই কতিপয় বৎসর শ্রীশ্রীগুরুদেবের সঙ্গে নানা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তীর্থ পরিভ্রমণ এবং তাঁহার সহিত একত্রে প্রত্যেক ছুটীর সময় কিছুকাল বাস করিতে করিতে অগ্রজদেব এতটা আত্মোন্নতি লাভ করিয়াছিলেন যে আর তিনি মৃত্যুভয়ে কাঁদেন নাই। ১৯০৪ সালে যেরূপ কাঁদিয়াছিলেন পরে আর সে কান্না ছিল না—তৎপরিবর্ত্তে পূর্ণ নির্ভরতা সহকারে মৃত্যুকালে "গুরু নারায়ণ ব্রহ্ম" বলিয়া জীবন ত্যাগ করেন। আমার জামাতা শ্রীমান্ বলরাম মুখোপাধ্যায় (সাং আকন্দাড়া পোঃ গোপালপুর, জেলা বর্দ্ধমান) আমার অগ্রজদেবের মৃত্যু কালে তথায় উপস্থিত ছিল, আর কেহ উপস্থিত ছিলেন না। উক্ত বলরাম বাবাজীবনের মুখে অবগত হইলাম যে দাদার মুখ হইতে "গুরু নারায়ণ ব্রহ্ম" শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই দাদার চক্ষের সামনে দেওয়ালটী বৈত্যুতিক জ্যোতিবৎ তীব্র অথচ মধুর জ্যোতিতে পূর্ণ হইয়া গেল এবং দাদাও সেই সঙ্গে সঙ্গে ইহ জগতের খেলা শেষ করিলেন।

১৯০৪ সালে যিনি মৃত্যুভয়ে কাতর হইয়া বালকবৎ কাঁদিয়াছিলেন, ১৯১৮ সালে তিনি মৃত্যুর জন্য নিজেকে এতটা প্রস্তুত করিয়াছিলেন যে আর মৃত্যু-ভয়ে তাঁহার হৃদয় পূর্ব্ববৎ কম্পিত হয় নাই, বরং মৃত্যুর ৮।৯ মাস পূর্ব্ব হইতেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। চতুর্দ্দশ বর্ষ মধ্যে এইরূপ ভাবে আত্ম-সংশোধনের মূল কারণ ভগবান্ শ্রীগুরুদেবের সম্পর্ক ও কৃপা। দয়াময় শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরমহংসদেবের বিশুদ্ধ আনন্দ রসে দাদার হৃদয় এতই আপ্লুত থাকিত যে তিনি যেন প্রত্যেক কার্য্য মধ্যেই দয়াল গুরুর কৃপা উপলব্ধি করিতেন এবং আমাদিগকেও তদ্বিষয়ে প্রায়ই উদ্বোধন করিতেন। দয়াময় শ্রীগুরুও দাদার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া অনেক সময়েই অনেক অত্যাশ্চর্য্য বিভূতি তাঁহাকে দেখাইতেন। যিনি লীলা দেখিবার অধিকারী তিনিই দেখিতে পান, সকলে তাহা পান না। বর্ত্তমান কালেও আমাদের মধ্যে কতিপয় ভাগ্যবান্ কর্ম্মী গুরুভাই বাবার নাভিপদ্ম বিকাশ প্রভৃতি যোগতত্ত্বের গুহ্য গুহ্য বিভূতি দর্শন করিয়াছেন, কিন্তু মাদৃশ পাতকী জনের কপালে তাহা ঘটিল না।

অগ্রজদেবের নিকট হইতে ভগবান্ শ্রীগুরুদেবের শত শত বিভূতির কথা বহুবার শ্রবণ করিয়াছি। সে সমস্ত লিখিতে হইলে বহু সময় আবশ্যক, কিন্তু নানা কারণে তত সময় নাই বলিয়া কয়েকটী মাত্র নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি :—

১। একদা আমার অগ্রজ আমার ও আমার স্ত্রীর কোষ্ঠী দুই খণ্ড লইয়া গুষ্করা মোকামে শ্রীগুরুদেবের নিকট গিয়াছেন। তাঁহার মনোগত উদ্দেশ্য তাঁহাকে আমাদের কোষ্ঠী দেখাইয়া যাহাতে আমার একটী পুত্র হয় তদ্বিষয়ে গণনা করান ও প্রার্থনা। দাদা তথায় গিয়া পোঁছিবা মাত্রই, শ্রীগুরুদেবকে কোষ্ঠীর বিষয় কিছু উল্লেখ না করা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্ত্বেও বা তাঁহার মনোগত উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিবার পূর্ব্বেই, শ্রীগুরুদেব তাঁহাকে বলিলেন, "কি রে, বাপু, দক্ষিণার পুত্রের জন্য এত চিন্তা কেন? কোষ্ঠীটা ভুল আছে। দেখিবার দরকার নাই, একটী পুত্র হবে।" তিনি আর কোষ্ঠী দেখেন নাই এবং পর বৎসরই আমার পুত্র শ্রীমান্ গুরুগতির জন্ম হয়।

২। অনেক গুলি শিষ্য সহ একবার শ্রীগুরুদেব ৺হরিদ্বার ধামে গিয়াছিলেন—দাদাও সেই সঙ্গে ছিলেন। রাত্রের বেলায় ট্রেণ হইতে নামিবার পর কোথায় যাওয়া হইবে তদ্বিষয়ে আলোচনা হইতেছে, এমন সময় একটী পুরুষ তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ করিয়া পথ-প্রদর্শক ভাবে তাঁহাদিগকে লইয়া গিয়া একটী স্থানে বাসার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া চলিয়া যান। উক্ত লোকটীকে আর কেহই ফিরিয়া আসিতে দেখেন নাই। সাধারণতঃ পাণ্ডাগণ বা তাঁহাদের কর্ম্মচারী বা চাপরাসীগণ বিদেশী লোকের পশ্চাতে জোঁকের ন্যায় লাগিয়া যায়, কিন্তু উক্ত পথ-প্রদর্শকটীকে পুনরায় ফিরিয়া আসিতে না দেখিয়া দাদা শ্রীগুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করেন, "বাবা, সেই রাত্রে যে পাণ্ডাটী আমাদিগকে পথ দেখাইয়া বাড়ী ঠিক করিয়া দিয়া যান তিনি আর ফিরিলেন না কেন?" গুরুদেব তদুত্তরে দাদাকে একটী পত্র দেখাইয়া বলিলেন, "দাদা গুরুদেবের (অর্থাৎ পরমারাধ্য ভৃগুরাম পরমহংসদেবের)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই পত্র পড়িলে বুঝিতে পারিবে যে তিনি স্বয়ং আসিয়া আমাদের পথ প্রদর্শক ভাবে বাসাদি স্থির করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন, অথচ আমরা কেহই তাঁহাকে চিনিতে পারি নাই। তিনি আত্মগোপনের ইচ্ছা করিলে কাহারও সাধ্য নাই যে তাঁহাকে চিনিতে পারে। বহুপূর্ব্বে দাদা গুরুদেব একবার গুষ্করা আসিয়া আমাকে ঔষধ দিয়া আরোগ্য করিয়া দিয়া যান, অথচ আমিও তাঁহাকে চিনিতে পারি নাই।" পরমারাধ্য ভৃগুরাম পরমহংসদেবের এই অমানুষিক ব্যাপার সম্বন্ধে আমার অগ্রজ একটী কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহা খুঁজিয়া না পাওয়ায় দিতে পারিলাম না। তবে উক্ত কবিতার কয়েক ছত্র যাহা আমার এখনও স্মৃতিতে আছে তাহা নিম্নে লিখিলাম :—

তুমি এসেছ ভাই হেথা—
হরিদ্বারে শিষ্য সহ আসিয়াছ দেখি
পাণ্ডা বেশে সাথে সাথে ঘুরিলাম কত,
কেহ কিন্তু চিনিল না মোরে—

৩। একদা বর্দ্ধমান রাণীগঞ্জ বাসায় শ্রীগুরুদেব হঠাৎ জ্বরাক্রান্ত হন। অতি ভয়ানক জ্বর এবং ক্রমশঃই তাহা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। যথা সময়ে জ্বরাবস্থাতেই তিনি আহ্নিক করিতে যান। আহ্নিক করিবার পর বাহিরে আসিয়াই তৎকালে উক্ত বাসায় অবস্থিত শিষ্যগণকে আদেশ করেন, "একটী ঘোড়াগাড়ী লইয়া আইস, আমাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বণ্ডুল যাইতে হইবে।” অবিলম্বে শিষ্যগণ একটী ঘোড়াগাড়ী লইয়া আসেন। তিনি আমার অগ্রজকে আদেশ করেন, “রাধিকা, তুমি আমার সঙ্গে চল।” দাদাকে এই কথা বলায় তিনি নিরাপত্তিতে তাঁহার সঙ্গে গমন করেন। পথিমধ্যে যাইবার সময় শ্রীগুরুদেব তাঁহার নিকট হইতে একটী বাণ-লিঙ্গ মহাদেব বাহির করিয়া দেখাইয়া বলেন, “এই শিবটী লইয়া ইঁহার সঙ্গে ক্রিয়া করিয়া আমার জ্বরটী নষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু জ্বরটা এত দূষিত ও বিযাক্ত যে এই বাণেশ্বরের উক্ত জ্বর সহ্য করিবার শক্তি না থাকায় তিনি দ্বিধা বিভক্ত হইয়া গিয়াছেন। একমাত্র বণ্ডুল আশ্রমস্থ দাদা-গুরুদেবের আদেশে প্রতিষ্ঠিত ৺বাণেশ্বর ব্যতীত অন্য কেহ এই বিষাক্ত জ্বরের তাপ আকর্ষণ করিতে পারিবেন না। তাই বণ্ডুলে চলিলাম। উক্ত মহাদেবের কৃপায় ও আশ্রয়ে ১০৮ জন সাধু সিদ্ধ হওয়ার পর শ্রীশ্রীদাদা গুরুদেবের (পরমারাধ্য ভৃগুরাম পরমহংসদেবের) আদেশ মত সাধারণের মঙ্গলের জন্য তাঁহাকে তথায় স্থাপন করা হইয়াছে। একমাত্র তিনিই সমস্ত তাপ আকর্ষণে সমর্থ। এই বিষাক্ত জ্বরে আমার সন্তপ্ত হইবার কারণ এই যে আমার একটী শিষ্যার একমাত্র পুত্র কয়েকদিন যাবৎ জ্বরাক্রান্ত হইয়া ক্রমাগত জীর্ণ শীর্ণ হইয়া অদ্য অত্যন্ত সাংঘাতিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। শিষ্যাটী অল্প বয়সে স্বামি-হীনা এবং এই বালক পুত্রটীই তার একমাত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্নেহের বস্তু। উক্ত পুত্রকে অদ্য মৃত্যু-শয্যায় শায়িত দেখিয়া এবং তাহার জীবনের কোনও আশা নাই বুঝিয়া শিষ্যাটী কাতরা হইয়া আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হয়। সে রজ্জু লাগাইয়া 'জয়গুরু' বলিয়া আত্মহত্যা করিতে যাইবে, এমন সময় সহসা আমি উক্ত বালকের শয্যায় উপস্থিত হইয়া বালকের গাত্রে হাত বুলাইয়া তাহার সমস্ত জ্বর ও গ্লানি আকর্ষণ করিয়া লইয়া বালককে বলিলাম, 'তোর মাকে ডাকিয়া শীঘ্র বল যে আমি আসিয়া তোর জ্বর ভাল করিলাম, তোর মায়ের এত ভাবনা কেন?' বালক তৎক্ষণাৎ উঠিয়া 'মা গো মা! গুরুদেব এসেছেন, আমার জ্বর ভাল করেছেন, তুই শীঘ্র আয়' বলিয়া ডাক দেয় এবং তাহার মা তথায় আসিয়া দেখে যে বালকের শরীরে আর জ্বর নাই এবং বালক সুস্থভাবে শয্যায় বসিয়া আছে। সেই তীব্র-তাপযুক্ত জ্বরটী আকর্ষণ করিয়া আমার এই অবস্থা। যেরূপ তীব্রতাপযুক্ত জ্বর, তাহার প্রতিকারও সেইরূপ তীব্র দরকার। তাই বণ্ডুলে চলিলাম।" আমার অগ্রজ শ্রীগুরুদেবের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া এ বিষয়ে নানা প্রকার ভাবিতে থাকেন। বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মধ্যবর্ত্তী যদি কোনও অবস্থা কেহ অনুমান করিয়া থাকেন, দাদা বলেন যে তাঁহার মনের অবস্থা তখন ঠিক তদ্রূপ। এই অবস্থায় তিনি দুই দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তৃতীয় দবস

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ডাকে একখণ্ড পত্র ভগবান্ শ্রীগুরুদেবের নিকটে আসিল। পত্রখানি দাদার সামনেই পিয়ন বণ্ডুল আশ্রমে শ্রীগুরুদেবকে দেয়। তিনি পত্রখানি পাঠ করিয়া উহা দাদার দিকে নিক্ষেপ করিয়া দেওয়ায় দাদা উহা আত্মোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিলেন যে ঐ পত্রখানির লেখয়িত্রী উক্ত শিষ্যাটী। তিনি কাতর হৃদয়ে আমূল সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে নিবেদন করিয়া নিজকৃত কার্য্য দ্বারা তাঁহাকে কষ্ট প্রদান করার জন্য নানা প্রকারে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। দাদা পত্রখানি পাঠ করিয়া সাশ্রুনয়নে শ্রীগুরুদেবকে বলিলেন, "ক্ষমা করুন, ক্ষমাময়, এখনও বিশ্বাস দৃঢ় করিতে পারি নাই।" এই শিষ্যাটীর স্বামীর যখন মৃত্যু হয় তখনও ভগবান্ শ্রীগুরুদেব সশরীরে তাঁহার সমক্ষে উদয় হইয়া তাঁহাকে দেখা দিয়াছিলেন এবং আবার তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিলেন, ইহাও আমার দাদার মুখে শুনিয়াছি।

৪। একবার শ্রীশ্রীগুরুদেবের সঙ্গে দাদা ও আরও কয়েকজন শিষ্য কামাখ্যা, চন্দ্রনাথ প্রভৃতি তীর্থ ভ্রমণে গমন করিয়াছিলেন। পথিমধ্যে ট্রেণে যাইবার সময় অসংখ্য পদ্ম-পুষ্প-সুশোভিত একটী পুষ্করিণী দর্শন করিয়া শ্রীগুরুদেব বলিলেন, "এইরূপ পদ্মফুল যদি কামাখ্যায় পাওয়া যাইত, তাহা হইলে মনের সুখে মায়ের পূজা করা যাইত।" তাঁহারা পৌঁছিবার পর তথায় প্রকৃতই একজন কামাখ্যায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লোক পদ্মফুল বিক্রয় করিতে আসিয়া পড়ায় প্রচুর পরিমাণে পদ্মফুল ক্রীত হইল এবং সেই পদ্মফুল সকল লইয়া সশিষ্য শ্রীগুরুদেব মায়ের মন্দিরে গমন করিলেন। কিন্তু তখন মন্দিরের দ্বার বন্ধ থাকায় পূজার জন্য ভিতরে যাইতে একটু দেরী হইতে লাগিল। মায়ের মন্দিরের বহির্দ্বারের নিকটে শ্রীগুরুদেব, এবং দাদা ঠিক তাঁহার সন্নিকটে, অপরাপর শিষ্যগণের কেহ বা নিকটে কেহ বা কিয়দ্দূরে। তখন একটী কৃষ্ণবর্ণা বালিকা—বয়স সপ্তম হইতে নবম বর্ষ—আসিয়া শ্রীগুরুদেবের হস্তদ্বয় ধারণ করিয়া বলিয়া উঠিল, "তুমি যাও, খাও গে, তোমাকে আর পূজা করতে হবে না। আমি তোমার দেওয়া পদ্মফুল পেয়েছি, তুমি যাও।" শ্রীগুরুদেব কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিবার পর একটু দূরে আসিয়া আবার যেমন দণ্ডায়মান হইলেন, অমনি বালিকাটী পুনরায় আসিয়া বলিল, "তুমি যাও না, খাও গে, ফুল ত দেওয়া হয়েছে।" দাদা তখনও শ্রীগুরুদেবের ঠিক পশ্চাতে দণ্ডায়মান। শ্রীগুরুদেব দাদার দিকে মুখ ফিরাইয়া তাঁহার সেই স্বভাব-স্মিত মুখ-কমলে ঈষৎ হাসি হাসিয়া বলিলেন, "কি রে বাপু, রাধিকা, আমি তবে চল্লাম, তোরা সব মায়ের পূজা করে আয়, বুঝলি তো।" দাদা আমার গুরুদেবকে দেখলেই কেঁদে আকুল হতেন—তদুপরি এই দৃশ্যে ত তাঁর কান্নার কথাই নাই।

৫। দাদার স্ত্রী ৺বালিকা সুন্দরী দেবী তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে কয়েক মাস যাবৎ শয্যাগতা ছিলেন। এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শয্যাগতাবস্থায় শেষ কয়েকদিন তিনি কাহারও সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেন না। আমার স্ত্রী মনে মনে ভয় করিলেন, "হয়ত দিদি আমার উপর রাগ করিয়াছেন।" তাই আমার স্ত্রী কাতর ভাবে তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্ব দিনে তাঁহাকে বলিলেন, "দিদি, আমি কোন দোষ করিয়াছি কি? কথা বলিতেছ না কেন, ভাই?" তিনি তদুত্তরে বলেন, "দেখ, তোমাকে আমার জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় বলিয়া মনে হইতেছে, তোমার মত এত ভাল কাহাকেও লাগিতেছে না, তাই আমার বাবার বাসা ছাড়িয়া তোমার সঙ্গে চলিয়া আসিয়াছি। আর আমার সময় নাই বোন্‌টী, পথের সম্বল করিতেছি।" মৃত্যুর সময় তিনি খল খল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া "ঐ গুরুদেব" বলিয়া হাত দুটী উপর দিকে উত্তোলন করেন এবং সেই বলা ও হাত তোলার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার প্রাণ-পাখী দেহ-পিঞ্জর ছাড়িয়া উড়িয়া যায়। তাঁহার মৃত্যুর ঘটনা কেহই শ্রীগুরুদেবকে জানান নাই এবং মৃত্যুর পরই দাদা শ্রীগুরুদেবের নিকট অতি কাতর ভাবে আসিয়া তাঁহাকে মৃত্যু সম্বন্ধে কোনও কথা বলিবার পূর্ব্বেই শ্রীগুরুদেব বলিয়া উঠেন, "রাধিকা! বৌমার যেরূপ মৃত্যু, এরূপ মৃত্যু কয়টা লোকের কপালে হয়, বল দেখি বাপু? হাসিতে হাসিতে গুরুর কোলে আরোহণ—ইহারই নাম মুক্তি।"

৬। বর্দ্ধমান জেলার ফরিদপুর থানার অন্তর্গত কুঁচভি গ্রাম নিবাসী শ্রীদুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় একদিন শ্রীগুরুদেবের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিকট বসিয়া আছেন, এমন সময় শ্রীগুরুদেব তাঁহাকে বলিলেন, "দাদা গুরুদেব (পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীভৃগুরাম পরমহংসদেব) পত্র দিয়েছেন যে অন্নদার মৃত্যু অনিবার্য্য, কোনও প্রকারে তাহার রোধ হইবে না।" যে প্রকারে, যে কারণে ও যে ভাবে মৃত্যু হইবে তাহা সমস্তই দুর্গাদাস বাবুর নিকটে বলিয়া বলিলেন, "রাধিকা বা দক্ষিণাকে আপাততঃ কোনও কথা বলিও না। তবে অন্নদার মৃত্যুর পর যখন তাহাদের মনে সন্দিগ্ধ ভাব আসিবে তখন বলিবে। তজ্জন্য তোমাকে অগ্রিম বলিয়া রাখিলাম। অন্নদার মৃত্যুর পূর্ব্বে কদাপি তাহাদিগকে বলিও না।" এই অন্নদা-প্রসাদ আমাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

৭। যে দিন যে সময় ৺অন্নদার মৃত্যু হয় সেই দিন সেই মুহূর্ত্তেই শ্রীগুরুদেব উক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকটী শিষ্যের নিকট বলিলেন, "ওগো, অন্নদা এই ক্ষণেই এইরূপে মারা গেল।" পঞ্চাশ ষাট মাইল ব্যবধান হইতে তন্মুহূর্ত্তেই সেই মৃত্যু তিনি দেখিলেন। এই সর্ব্বদ্রষ্টা সর্ব্বদা সাক্ষিভূত শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে আমরা কি কখনও কিছু গোপন করিয়া রাখিতে পারি?

৮। একদিন ভগবান্ শ্রীগুরুদেব একখানি গো-গাড়ীতে এবং আমার অগ্রজ ৺রাধিকাপ্রসাদ ও অপর একটী গুরুভাই, আর একখানি গো-গাড়ীতে বর্দ্ধমান হইতে বণ্ডুল আশ্রমে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছিল। চতুর্দ্দিকে বৃষ্টি, অথচ এই দুইখানি গো-গাড়ীতে এক ফোঁটা মাত্র বৃষ্টি নাই। তাঁহারা উভয়ে দেখিতেছিলেন যে শ্রীগুরুদেবের গাড়ীর ভিতর হইতে হু-হু শব্দে ধূম বাহির হইতেছে। তাঁহারা শ্রীগুরুদেবের গাড়ীর ভিতরে অবলোকন করিয়া দেখিলেন যে শ্রীগুরুদেব মুখ হইতে ফুঁ-ফুঁ করিয়া ধূম উদ্গিরণ করিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলেন যে এই দুই খানি গাড়ীতে যে পরিমাণ বৃষ্টি পড়িতেছিল তাহাকে তিনি বাষ্পাকারে পরিণত করিয়া আকাশে উড়াইয়া দিতেছিলেন। দেখিয়া তাঁহারা উভয়ে স্তম্ভিত হইলেন।

৯। একদিন বগুল আশ্রমে রাত্রি ১টার সময় হঠাৎ ৺শিবঠাকুরের মন্দির খোলার শব্দ হয় এবং খড়ম পরিয়া কেহ যেন উক্ত মন্দিরে প্রবেশ করিলেন এইরূপ জানা যায়। পরে অবগত হওয়া যায় যে তিনি পরমারাধ্য শ্রীশ্রীভৃগুরাম পরমহংসদেব।

১০। ৺কাশীধামের আশ্রমে ৺শিবঠাকুরের মন্দিরে শ্রীশ্রীভৃগুরাম পরমহংস দেবের অনেক সময়ে শুভাগমন বৃত্তান্ত আমাদের অপেক্ষা ৺কাশীধামের গুরুভাইগণ অনেক বেশী অবগত আছেন বলিয়া তাহা আর উল্লেখ করিলাম না।

১১। একদা একটী গুরুভাই (শ্রীযুক্ত জগদানন্দ গোস্বামী সাং সর্পী, পোষ্ট উখরা, জেলা বর্দ্ধমান) তাঁহার শিষ্য বাড়ীতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গিয়া রাত্রি বেলায় একটী গাড়ু লইয়া মলত্যাগের জন্য নিকটস্থ একটী স্থানে গমন করেন। পরে দেখিলেন একটী ব্যাঘ্র তাঁহার সম্মুখে কতিপয় হস্ত দূরে থাবা পাতিয়া বসিয়া আছে। ব্যাঘ্র কোনও জন্তুকে আক্রমণের পূর্ব্বে যে ভাবে বসিয়া থাকে সেই ভাবেই ছিল। তাহাকে উপবিষ্ট দেখিয়া জগদানন্দের মনে তখন সেই অপবিত্রাবস্থাতেই ভগবান্ শ্রীগুরুদেবকে মনে পড়িয়া পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ-ভাব আসিয়া উদয় হইল। জগদানন্দ একদৃষ্টে সেই ব্যাঘ্রটীর চক্ষুর উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া থাকার পর ব্যাঘ্র তথা হইতে উঠিয়া পলায়ন করিল। এই ঘটনায় জগদানন্দের মনে শ্রীগুরুদেবের প্রতি বিশ্বাস বাড়িল এবং তৎসহ নিজেরও একটী শক্তি আসিয়াছে বলিয়া ধারণা হইল। জগদানন্দ নিজ শিষ্য বাড়ী হইতে গ্রামে ফেরত আসিয়া আমাকে ও আমার অগ্রজ ৺রাধিকাপ্রসাদ রায় চৌধুরীকে এই বৃত্তান্ত আমূল বর্ণনা করিলেন। তৎপরে জগদানন্দসহ দাদা ও আমি বর্দ্ধমান আশ্রমে আসিলাম। আশ্রমে আসিয়া পৌঁছাইবার কিছুক্ষণ পরে ভগবান্ শ্রীগুরুদেব জগদানন্দের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "কিরে বাপু, বাঘটা দেখে বড় ভয় হয়েছিল, না?" জগদানন্দ তদুত্তরে নম্রভাবে প্রেমাশ্রু-নয়নে বলিলেন, "হাঁ বাবা, আপনি মালিক।" শ্রীগুরুদেব তদুত্তরে বলিলেন, "হাঁরে বাপু, তা ত নিশ্চয়। তবে বাপু, তোর চোখের ভিতর দিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার তেজ এখান থেকে যোগ না দিলে বাঘটা সেদিন তোকে ধরিত। একা তোর তেজে বাঘটা পলায় নাই।” কথাটী শুনিয়া জগদানন্দ কাঁদিয়া উঠিয়া বলিলেন, “বাবা আপনিই মালিক। কিন্তু ব্যাঘ্র চলিয়া যাওয়ার পর আমার মনে একটু অহঙ্কারও আসিয়াছিল। এক্ষণে বুঝিলাম যে আপনিই পাতা, আমার কোনও ক্ষমতা বা কৃতিত্ব নাই।”

১২। কোনও একটী ব্যাপারে বিপদ্ আশঙ্কা করিয়া আমার স্ত্রী একদিন ভগবান্ শ্রীগুরুদেবকে স্মরণ করিয়া বাসায় তাঁহার ফটোটীর সম্মুখে গল-লগ্নীকৃতবস্ত্রে কৃতাঞ্জলি-পুটে কতই কাঁদিল, কিন্তু আমি তাহা জানিতাম না। বিপদের কাণ্ডারী সাক্ষাৎ শ্রীহরি শ্রীগুরুদের কৃপায় বিপদ্ কোথায় উড়িয়া গেল। কতকদিন পরে দুই স্ত্রী-পুরুষে বর্দ্ধমান রাণীগঞ্জ বাসায় আসিয়া শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করিবা মাত্রই শ্রীগুরুদেব বলিয়া উঠিলেন, “কিগো, বড় কাঁদিয়াছিলে, না?” আমার স্ত্রী বলিল, আজ্ঞে হাঁ, বাবা।” এই উত্তর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীগুরুদেব একখণ্ড পত্র আমার হস্তে দিয়া বলিলেন, “দেখ, দাদা গুরুদেব তোমার বিষয় কি লিখিয়াছেন।” পত্রের ভাষা যতদূর মনে আছে তাহাতে আমার একটী বিপদের সূচনা হইবে অথচ বিপদ্ হইবে না ইত্যাদি বিষয় তাহাতে লিখিত ছিল, এবং বিপৎকাল অতীত না হইয়া গেলে উক্ত পত্রের মর্ম্ম আমাকে অবগত না করাইবার জন্য শ্রীগুরুদেবের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতি পরমারাধ্য শ্রীশ্রীমদ্ ভৃগুরাম পরমহংস দেবের আদেশ ছিল। উক্ত পত্রে অন্যান্য গুরুভাইদের বিষয়ও ছিল এবং আমি তন্মধ্যে অর্দ্ধছত্র মাত্র পড়িতে না পড়িতে শ্রীগুরুদেব আমার হস্ত হইতে পত্রখানি টানিয়া লইয়া বলিলেন, "তোমার নিজের বিষয় ছাড়া অন্যের বিষয় যদি কিছু পড়িয়া থাক তাহা যেন আপাততঃ তাহাকে বলিও না।" আমি বলিলাম, "ক্ষমা করুন, বাবা—অমুক দাদার সম্বন্ধে একটু পড়িয়া ফেলিয়াছি।"

১৩। একদিন দেখি ভগবান্ শ্রীগুরুদেব একটী এক তালার ছাত হইতে ঠিক একটী সিঁড়ি হইতে অপর একটী সিঁড়িতে নামিবার ন্যায় শূন্যমার্গে নামিলেন—আমি ত দেখিয়া অবাক্। বিস্তৃত বিবরণ দিলাম না, তাহার বিশেষ কারণ আছে।

হে দয়াল গুরু, তোমার বিবরণ কলমে লিখিয়া শেষ করিতে পারে এরূপ অসীম কলমধারী এ জগতে কে আছে জানি না। তোমার তুলনা তুমি, তোমার তুলনা তুমি হে। ভক্ত যে অবস্থাতেই তোমাকে 'জয় গুরু' ব'লে ডাকে তুমি সেই অবস্থাতেই উপস্থিত হও। তোমায় চিনলাম না—চিন্তামণি চিনবার শক্তিও নাই। তুমি পাতকি-তারণ পতিত-পাবন, এই আমার ভরসা। ইতি—

শ্রীদক্ষিণাপ্রসাদ রায় চৌধুরী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীজগদীশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

ষ্টেশন মাষ্টার, বরাকর (ই, আই, আর)

১৩১৬ সালের প্রাক্‌কালে পরমারাধ্য গুরুদেবের শিষ্যদের মধ্যে পুলিশের সংখ্যাই অধিক ছিল—ব্যবহারা-জীবীদের সংখ্যাও প্রায় পুলিশের সমতুল্য, রেলের কর্ম্মচারীর সংখ্যা মাত্র দু-চার জন।

এই সময়ে ধানবাদে থাকা কালীন আমাদের কয়েকজন রেলওয়ে কর্ম্মচারীর মনে (লেখক স্বয়ং, শ্রীবিপিন বিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসুবোধ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীজানকী প্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি) ধর্ম্মভাব জাগিয়া উঠিল ও আমরা কোনও সাধু পুরুষের নিকট দীক্ষা লইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িলাম। শ্রদ্ধেয় ঠাকুর হরনাথ তখন ধানবাদের মুন্‌সেফ বিজয় বাবুর বাসায় শুভাগমন করিয়াছিলেন। আমরা ব্যাকুল চিত্তে কয়েকদিন তাঁহার সেবা করিলাম ও তাঁহার শ্রীমুখে কৃষ্ণ কথা শুনিয়া মুগ্ধ হইলাম—কিন্তু আমাদের ন্যায় রেলের পাপীর পাপ রাশি আকর্ষণ করিতে হইলে হয়ত আরও উচ্চাঙ্গের সাধকের প্রয়োজন বিচার করিয়া তিনি আমাদের প্রতি বিশেষ কৃপা করিলেন না। শ্রীলক্ষ্মীকান্ত ভট্টাচার্য্য নামে আরও একজন সাধু পুরুষের সেবা আমরা করিয়াছিলাম—কিন্তু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার নিকটেও আমাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইল না। ছোট বড় অনেক সাধুরই সাক্ষাৎকার আমরা সে সময় পাইয়াছিলাম—কিন্তু আমাদের প্রাণের পিপাসা কাহারও নিকট মিটিল না।

অগ্রজ সদৃশ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ চৌধুরী সে সময়ে ধানবাদে পুলিশ ইনস্পেক্টর। একদিন কথা-প্রসঙ্গে গুষ্করায় এক সাধুর কথা তাঁহার মুখে শুনিয়া সেই মহাপুরুষকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলাম। তখন তিনি মধ্যে মধ্যে গুষ্করা হইতে বর্দ্ধমানে আসিতেন। একবার বর্দ্ধমানে আসিয়াছেন সংবাদ পাইয়াই আমি, শ্রীযোগেন্দ্র নাথ সিংহ (ডেপুটী কমিশনারের সেরেস্তাদার) ও ডেপুটী কমিশনারের পেস্কার (নাম মনে নাই) বর্দ্ধমান যাত্রা করিলাম। সাড়ে সাতটার সময় বর্দ্ধমান রাণীগঞ্জ আশ্রমে সেই মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পাইলাম। তাঁহাকে প্রণাম করিতেই তিনি আমাকে বলিলেন, "কি গো, জগদীশ, ভাল আছ ত?" আমাকে কোন কালে দেখেন নাই, আমি তাঁহার সম্পূর্ণ অপরিচিত—অথচ আমার নাম ধরিয়া এরূপ স্নেহের সহিত আহ্বান করাতে আমি একেবারে বিস্মিত হইলাম। তাঁহার গাত্র-নিঃসৃত পদ্ম-গন্ধে সেই স্থান যেন দেবলোক বলিয়া মনে হইতে লাগিল। আমার সহযাত্রী দুইজনকে তিনি 'আপনি' বলিয়া সম্বোধন করিলেন ও বিশেষ সম্মান দেখাইলেন। আমার পরদিন দীক্ষা হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহাদের হইল না, কারণ তাঁহারা কৌতুহলী হইয়া তাঁহার অলৌকিক শক্তি দেখিতে গিয়াছিলেন।

আমার দীক্ষা হওয়ায় আমার সাথীরা পরমারাধ্য গুরুদেবের ভিতর পাপী উদ্ধারের বিশেষ শক্তি আছে বুঝিতে পারিয়া সকলে তাঁহার চরণ প্রান্তে উপনীত হইল ও যথাসময়ে সকলেরই দীক্ষা হইল।

তাহার পর পরমারাধ্য গুরুদেব প্রতি বৎসরই একবার করিয়া ধানবাদে আমাদের আবাসে পদধূলি প্রদান করিতেন। সুবোধ দাদা সেই সময় গোমোতে একখানি বাংলা নির্ম্মাণ করান ও তথায় বাবাকে লইয়া যান। আমরাও তাঁহার সঙ্গে তথায় গিয়াছিলাম। সুবোধ দাদার বাংলার পাশেই শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একটী সুবৃহৎ গোলাপ ফুলের বাগান ছিল—তিনি সেখান হইতে প্রত্যহই গোলাপ ফুল কলিকাতায় চালান দিতেন। তিনি বাবাকে প্রত্যহই তাঁহার বাগানে যাইবার জন্য অনুরোধ করিতেন। বাবা যাইতেন না ও বলিতেন, "তোমার বাগানে গেলে তোমার একটী গোলাপফুলেও গন্ধ থাকিবে না—তাহার সমস্ত গন্ধই আমার দেহে আকৃষ্ট হইবে। তবুও নিবারণ বাবু ছাড়িলেন না।" এক দিন বৈকালে বাবা আমাদিগকে লইয়া নিবারণ বাবুর বাগানে গেলেন। তাহার পর ফুল লইয়া দেখা গেল যে একটী গোলাপেও গন্ধ নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধানবাদে থাকা কালে একদিন তাঁহাকে একটী সাদা ফুলকে গোলাপফুলে পরিণত করিতে দেখিয়াছিলাম। ধানবাদে আমাদের বাড়ীর পার্শ্বে ছোট ছোট সাদা পাথর পাওয়া যাইত। আমাদের ছেলেরা তাহা কুড়াইয়া আনিয়া বাবার কাছে লইয়া যাইত—তিনি সেই পাথরগুলি মিছরী করিয়া দিতেন ও ছেলেরা তাহা আনন্দে খাইত।

ইতিমধ্যে আমি বরাকরে বদলী হইয়া আসি। তখনও বাবা প্রতি বৎসরই ধানবাদে যাইতেন। আমি একদিন যাইয়া দেখি পাতা-ঢাকা কি যেন রৌদ্রে শুখাইতেছে। পরে দেখিলাম যে আমাদের ছেলেদের অনুরোধে তিনি সূর্য্য-বিজ্ঞানে চম্ চম্ করিলেন ও তাহা ছেলেদিগকে খাওয়াইতে লাগিলেন।

ধানবাদে যখন তিনি শুভাগমন করিতেন তখন প্রবোধ দাদাই তাঁহার সেবার সমস্ত বন্দোবস্ত করিতেন। একদিন দেখি বাবা একটী ফুলকে হাতে লইয়া স্ফটিকে পরিণত করিয়া প্রবোধ দাদাকে দিয়া বলিলেন, 'এটী ধারণ করিও—তোমার সময় খারাপ।' ইহা এখন প্রবোধ দাদার নিকটে আছে।

একবার বাবার সহিত আমরা কয়েকজন শিষ্য হরিদ্বার যাই। বাবা সাধারণতঃ স্নান করিতেন না। সমস্ত বৎসর মধ্যে মাত্র দুই একবার স্নান করিতেন। হরিদ্বারে গঙ্গায় অবগাহন স্নান করিলেন ও স্নানান্তে অঞ্জলি পূর্ণ গঙ্গাজল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লইয়া গঙ্গা-গর্ভে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। দেখিলাম প্রতি অঞ্জলিতে একটী করিয়া পদ্মফুল নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। অথচ তিনি পদ্মফুল লইয়াও আসেন নাই, আর সেখানে পদ্মফুল ছিলও না। আমরা সকলেই দেখিয়া বিস্মিত হইলাম।

পলাশডাঙ্গা নিবাসী শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আমার ছোট মাসিমার কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ অনিলেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবাহের সম্বন্ধ লইয়া আমার ভগিনী (জ্যোতিষ বাবুর স্ত্রী) বরাকরে আমার বাসায় আসে। আমি বিবাহ দিতে সম্মত হই ও বিবাহ এক রকম স্থিরই হইয়া যায়। বাবা ঐ সময় ধানবাদে আসেন—আমার স্ত্রী ধানবাদে যাইয়া এ বিবাহ সম্বন্ধে বাবার শ্রীপাদপদ্মে নিবেদন করে। বাবা বলিলেন যে তিনি এক্ষণে যোগ-জ্যোতিষের গণনা করেন না, তবে ছেলে ও মেয়ে একত্রে দেখিলে বলিতে পারিবেন যে বিবাহ শুভ হইবে কি না। আমার তখন বিবাহ দিবার জন্য বিশেষ জিদ চাপিয়াছে। আমি সঙ্গে সঙ্গেই জ্যোতিষ বাবুকে তাঁহার কন্যাকে লইয়া আসিবার জন্য টেলিগ্রাম করিলাম। বাবা ইতিমধ্যে বরাকরে আসিলেন। টেলিগ্রামের উত্তর আসিল যে মেয়ের অত্যন্ত জ্বর—উত্থানশক্তি রহিত। আমার স্ত্রী বাবার নিকট পুনরায় বিবাহের কথা উত্থাপন করিল, তখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাবা বলিলেন, "মেয়ের এমন একটী দোষ আছে যাহা বলিলে মেয়ের বিবাহ হইবে না।" তাহার পর সে মেয়েটীর অন্যত্র বিবাহ হইল, আমার পুত্রেরও ধাত্রী গ্রামে বিবাহ হইল। বিবাহের দুই তিন বৎসরের মধ্যেই সেই মেয়েটী বিধবা হইয়াছিল (এখনও জীবিত)। পরমারাধ্য গুরুদেবের শ্রীচরণে সেই মেয়েটীর বিধবা হওয়ার কথা বলায় তিনি বলিলেন, "ঐ জন্যই আমি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নিষেধ করিয়াছিলাম—বৈধব্য-বার্ত্তা প্রথমে বলিলে কে সে মেয়েকে বিবাহ করিত?"

বাবা একবার পুরীতে ছিলেন। আমি ও যোগেশ দাদা (শ্রীযোগেশচন্দ্র বসু, ভবানীপুর) পুরী গিয়াছিলাম। একদিন সন্ধ্যার সময় বাবা আহ্নিক করিতে গেলে আমি ও যোগেশ দাদা সমুদ্রের ধারে বেড়াইতে গেলাম। ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, বাবা আহ্নিক সারিয়া বাহিরে বসিয়া আছেন। আমরা প্রণাম করিতেই বাবা বলিলেন, "আমি মনে করিয়াছিলাম তোমরা শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দিরে যাইয়া আহ্নিক করিতেছ।" আমরা লজ্জিত হইয়া পরদিন উভয়েই একত্রে সন্ধ্যার সময় মন্দির-প্রাঙ্গণে (শ্রীবিমলা দেবীর মন্দিরের সম্মুখে) আহ্নিক করিতে বসিলাম। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে বাবার গায়ের পদ্মগন্ধ পাইয়া চাহিয়া দেখি সত্যই বাবা সম্মুখে দাঁড়াইয়া হাসিতেছেন। যোগেশ দাদাও আমার মত চাহিয়া দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিমেষের মধ্যে বাবা অন্তর্ধান করিলেন। আশ্রমে আসিয়া বাবাকে প্রণাম করিতেই তিনি হাসিয়া বলিলেন, "কিগো, আজ তোমরা মন্দিরে গিয়াছিলে ?" আমরা তাঁহার গমন-বার্ত্তা নিবেদন করিতেই হাসিতে লাগিলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু বসন্ত কুমার ঘোষ যখন ধানবাদে ই, আই, রেলের ডিষ্ট্রীক্ট ট্রাফিক ম্যানেজার (কোন একজন উচ্চ পদস্থ রেলওয়ে অফিসর) তখন পরমারাধ্য গুরুদেব বৎসরে একবার করিয়া বরাকর অঞ্চলে আসিতেন। বসন্ত বাবুও পরমারাধ্য গুরুদেবের একজন অনুরক্ত ভক্ত। পরমারাধ্য গুরুদেব আমাদের ওখানে শুভাগমন করিলেই বসন্ত বাবু তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিতে আসিতেন। বসন্ত বাবুর পদ-মর্য্যাদা অনুসারে ই, আই, রেলের কোল ম্যানেজার প্রভৃতি উচ্চপদস্থ সাহেবরা ধানবাদে আসিলেই বসন্ত বাবুর আতিথ্য গ্রহণ করিতেন। সেইজন্য বসন্ত বাবুকে সাহেবদের ঠাট বজায় রাখিয়া তদুপযোগী পানভোজনাদি করিতে হইত। ইতিমধ্যে বসন্ত বাবুর মনে পরমারাধ্য গুরুদেবের নিকট দীক্ষা লইবার ইচ্ছা বলবতী হইল। কিন্তু সাহেবী খানা প্রভৃতি বজায় রাখিয়া তাঁহার নিকট দীক্ষা লইবার উপায় নাই। বসন্ত বাবু নিজ মুখে আমার কাছে বর্ণনা করিয়াছেন যে একদিন তিনি রাত্রে যখন শুইয়া দীক্ষার কথা ভাবিতেছেন তখন প্রত্যক্ষ দেখিলেন যে পরমারাধ্য গুরুদেব তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ডাকিয়া লইয়া পার্শ্ববর্ত্তী হলে যাইয়া সাহেবী খানার ব্যবস্থা দেখাইয়া বলিলেন, "এ সব থাকিতে তোমার বাপু দীক্ষা হইতে পারে না। আমি বলিলে তুমি এ সব ত্যাগ করিতে পার বটে, কিন্তু তাহাতে তোমার কর্ত্তব্যের ত্রুটী হইবে। আমি তোমাকে এই সকল ছাড়িতে বলিতে পারি না। কারণ তোমার ইহাতে সম্পূর্ণ আসক্তি আছে, তাহাতে প্রত্যবায় হইবে।" এই বলিয়া পরমারাধ্য গুরুদেব অন্তর্হিত হইলেন। বসন্ত বাবু ইহা স্বপ্ন কিনা ভাবিতে লাগিলেন—তখন পরমারাধ্য গুরুদেব পুনরায় আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন যে ইহা স্বপ্ন নহে। এই ভাবে তিনি পরমারাধ্য গুরুদেবকে তিন দিন তাঁহার বাংলাতে দেখিয়াছিলেন। তিনি আমাকে নিজ মুখে বলিয়াছেন যে ইহা প্রত্যক্ষ—তিনি জাগ্রৎ অবস্থায় ইহা অনুভূতি করিয়াছেন।

শ্রীজগদীশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্যামাপতি রায় চৌধুরী

মেডিক্যাল অফিসর, লোদনা কলিয়ারী,
পোঃ ঝরিয়া, জিলা মানভূম।

পরমারাধ্য পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীগুরুদেবের পুণ্যময় পবিত্র জীবনের বিভিন্ন প্রকার ঐশী শক্তির নিদর্শন স্বরূপ অপূর্ব্ব ও অত্যাশ্চর্য্য ঘটনাবলী হইতে আমি নিজের জীবনের মধ্যে পূর্ণ ভাবে প্রকটিত তদীয় লীলাতত্ত্ব যতটা উপলব্ধি করিয়াছি, তন্মধ্যে কিছু পরিমাণ, অনিচ্ছা সত্ত্বেও, লিপিবদ্ধ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

১। ১৯১৮ সালের শীতকালে একবার ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রকোপ বড় বেশী হয়। তৎকালে আমি কলিকাতায় ডাক্তারি পড়ি। হঠাৎ একদিন প্রাতে আমার মানসিক অবস্থা অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠে; তজ্জন্য বাড়ী আসিবার জন্য অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠি। অনুসন্ধানে জ্ঞাত হইলাম যে, তখন হাওড়া ষ্টেশনে এমন কোনও ট্রেণ নাই যাহাতে আমি অণ্ডাল (Ondal) পর্য্যন্ত আসিয়া অণ্ডাল-সিঁথিয়া শাখা লাইনে কোনও গাড়ী ধরিতে পারি। তবে মাত্র এক খানা প্যাসেঞ্জার ট্রেণ ছিল। তাহাতে অণ্ডাল পর্য্যন্ত আসা যাইত। যাহা হউক, মানসিক উৎকণ্ঠা বশতঃ কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া মনের আবেগে তক্তাপোষের উপরে উপবিষ্ট আছি, এমন সময়ে কে যেন আমার কর্ণকুহরে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিল—"রাধিকার অসুখ" (৺রাধিকা প্রসাদ রায় চৌধুরী আমার পিতা)। তাহাতে আমার মানসিক চাঞ্চল্য আরও দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। আমি উক্ত প্যাসেঞ্জার ট্রেণে হাওড়াতে চড়িয়া রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় অণ্ডাল ষ্টেশনে নামিলাম। বহু চিন্তার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, পদব্রজে অণ্ডাল হইতে আমার বাড়ী সর্পীগ্রাম রওনা হইব এবং কার্য্যেও তাহাই পরিণত করিলাম। অণ্ডাল ষ্টেশন হইতে সর্পীগ্রাম প্রায় নয় মাইল। প্রায় ১॥০ বা ২ মাইল অগ্রসর হওয়ার পর দীঘনালা গ্রামের সন্নিকটে আসিয়া একজন লোকের পদশব্দ শ্রুত হইল; তাহাতে আমার মনে অত্যন্ত ভয়ের সঞ্চার হইল। সভয়ে পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলাম যে একজন বলিষ্ঠ খর্ব্বকায় লোক আমার পশ্চাদনুসরণ করিতেছে—তদীয় আকার-প্রকার দেখিয়া মনে হইল যে, সে কোনও দুষ্ট-প্রকৃতির লোক ব্যতীত অপর কেহই নহে। তখন উপায়ান্তর-বিহীন হইয়া এবং কে-ই বা আমাকে সেই গভীর নিশীথে উন্মুক্ত ময়দানে সাহায্য করিবে চিন্তা করিয়া, চক্ষের জলে নিজ বক্ষঃস্থল আপ্লুত করিতে করিতে "জয় গুরু, শ্রীগুরু, নিত্যানন্দ প্রভু, দয়াল প্রভু, দয়াল ঠাকুর" বলিয়া ডাকিতে লাগিলাম। অনতি-বিলম্বে যেন কোন্ অজানা দেশ হইতে অস্পষ্টস্বরে কে বলিল, "ভয় নাই রে, বাপ।" এই আশ্বাসবাক্য আমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবা মাত্রই আমি দ্বিগুণ উৎসাহে সাহসের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপর ভর করিয়া ক্রমাগত চলিতে লাগিলাম। বলা বাহুল্য, সেই চোর তখনও আমার পশ্চাদনুসরণ ত্যাগ করে নাই,—এমন কি উখরা ষ্টেশন পর্য্যন্ত আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়াছিল। তথাপি আমার কোনও অনিষ্ট সাধন করিতে পারে নাই। পরিশেষে এই বলিতে বলিতে চলিয়া গেল, "যাক্, আজ খুব বেঁচে গেলি।"

তৎপরে সূর্য্যোদয়ের বহু পূর্ব্বেই গৃহে পৌঁছিয়াই দেখিলাম, বাস্তবিকই আমার পিতৃদেব রোগ-শয্যায় শায়িত। আমার তথায় উপনীত হইবার পরদিনই রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় তিনি ইহজগৎ পরিত্যাগ করিয়া পরম শান্তিময় নিত্যধামে গমন করিলেন।

এই প্রসঙ্গ-ক্রমে তদীয় মৃত্যু বিষয়ে যে কিছু অলৌকিক ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়াছি তাহা বিবৃত করা যুক্তিযুক্ত মনে করিয়া লিপিবদ্ধ করিলাম। পিতৃদেবের মৃত্যুর প্রায় ১৫ মিনিটকাল পূর্ব্বে তিনি হঠাৎ শয্যা হইতে উঠিয়া অর্দ্ধ-শায়িত ভাবে তাকিয়াতে হেলান দিয়া হাত জোড় করিয়া নিজ মনে ভগবান্ শ্রীগুরুদেবের উদ্দেশ্যে বলিতে লাগিলেন, "প্রভো, হে ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু দয়াল ঠাকুর, এই ত আমার অন্তিমকাল উপস্থিত। তুমি বহুবার প্রতিশ্রুত হইয়াছিলে যে, আমার অন্তিম সময়ে নিজের পূর্ণ আবির্ভাব বিকশিত করিয়া আমাকে শেষ মুহূর্ত্তে সেই অসীম অনন্ত শান্তিময় রাজ্যে লইয়া যাইবে।" তাঁহার মুখ হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই কয়েকটী কথা নিঃসৃত হইবা মাত্রই দেখা গেল যে, গৃহমধ্যে এক অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় দিব্যজ্যোতি উদ্ভাসিত হইয়া সমস্ত গৃহটী এরূপ উজ্জ্বল ভাবে আলোকিত করিল যেন একাধারে অগণিত 'ইলেক্ট্রিক্' বাতি ঝক্ ঝক্ করিতেছে। সেই মুহূর্ত্তেই পিতৃদেব মহাশয়ের প্রাণ-বায়ু বহির্গত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই দিব্যজ্যোতি শূন্যমার্গে উঠিয়া বিলীন হইয়া গেল।

পূর্ব্বোক্ত রাস্তার ঘটনা হইতে বেশ প্রতীয়মান হয় যে, শ্রীগুরুদেব আমার দুঃখে কাতর হইয়া তাঁহার দেহ-নিঃসৃত মধুময় পদ্মগন্ধে স্বকীয় সূক্ষ্মদেহে আমার নিকট তদীয় আবির্ভাব জ্ঞাত করাইয়া আমাকে সমস্ত পথ ধরিয়া রক্ষা না করিলে সেই রজনীতে ঐ দস্যুর হাতে আমার নিশ্চয়ই প্রাণ সংহার হইত।

২। প্রায় আট বৎসর আগে বাবা একবার আমার গুরুভ্রাতা বরাকরের ষ্টেশন মাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু জগদীশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ধানবাদস্থিত বাড়ীতে শুভাগমন করেন। তৎকালে একদিন প্রাতে বেলা প্রায় ৯টার সময় আমি একাকী বাবার কাছে বসিয়া আছি, এমন সময় বাবা আমাকে আমার ক্রিয়াদির দোষ গুণের কথা বলিতে-ছিলেন। আমি বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাবা! আমার ক্রিয়াকালে যে এই প্রকার দোষ আসে তাহা আপনি কেমন করিয়া জানিলেন।" তদুত্তরে বাবা বলিলেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"বৎস ! আমি প্রত্যহ তোমাদের ক্রিয়াকালে তথায় গিয়া থাকি, এবং প্রতিনিয়তই তোমাদের সন্নিধানে থাকিয়া তোমাদের ক্রিয়া কলাপের প্রতি লক্ষ্য রাখি। তোমরা সকল সময় তাহা উপলব্ধি করিতে পার না বা সে প্রকার বোধ-শক্তি তোমাদের এখনও হয় নাই। ঠিক মত ক্রিয়া করিলে কত কি যে দেখা যায় এবং অপরকেও দেখান যায় তাহার ইয়ত্তা নাই।"

৩। আমার মধ্যম পুত্র শ্রীমান্ ধর্ম্মদাস বাবাজীবনের বর্ত্তমান বয়ঃক্রম ৭ বৎসর ৯ মাস। ভূমিষ্ঠ হইবার ৬ষ্ঠ দিবস হইতে তাহার আমাশয় রোগ দেখা যায়। মলে রক্ত ও আম ছিল। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ন্যূনকল্পে ৩০।৪০ বার মল নির্গত হইত। এই প্রকারে প্রায় তের মাস পর্য্যন্ত সে এই রোগে কষ্ট পায়। এই দীর্ঘ ১৩ মাসের মধ্যে আমি আমার বন্ধু ডাক্তার শ্রীযুক্ত নলিনী চন্দ্র বসুর সহায়তায় কিছুদিন চিকিৎসা করার পর কোনও প্রকার আশাপ্রদ ফললাভ হইল না দেখিয়া ঝরিয়ার খ্যাতনামা ডাক্তার কাপ্তেন এন, এল, ঘোষ, আই, এম, এস, (পেন্সন-প্রাপ্ত) মহাশয়ের চিকিৎসাধীনে লইয়া যাই। তদীয় চিকিৎসাতেও আশানুরূপ উপকার না পাইয়া আমি আমার ভগিনী-পতি ও গুরুভ্রাতা সিজুয়া কলিয়ারির ভূতপূর্ব্ব ডাক্তার শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উপদেশ-ক্রমে তথাকার চীফ মেডিকাল অফিসর পরলোকগত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুবিখ্যাত ডাক্তার জি, সি, ঘোষ, এল্, আর, সি, পি, এণ্ড এস, এম, আর, সি, পি, (লণ্ডন) মহাশয়ের চিকিৎসাধীনে রাখিয়া সুফল লাভ করিবার আশায় তথায় লইয়া যাই। বিধিমত তাঁহার আদেশানুযায়ী অনেক দিন রাখিয়াও কোনও সুফল হইল না দেখিয়া তিনি স্বয়ং আমার ভগিনী-পতি মহাশয়কে বলেন, "শ্রীশ, খোকাকে শ্যামের কাছে পাঠিয়ে দাও, অনেক চেষ্টা ত করিলাম, বাপু। কি করি, উপায় নাই, এখন রাখে হরি মারে কে?" শ্রীযুক্ত শ্রীশ বাবু আমাকে টেলিফোনে এই সংবাদ করিলে আমি শিশু ও তাহার মাতাকে ফেরত লইয়া আসি। অবশেষে বিরক্ত হইয়া একমাস কাল কোনও ঔষধ পত্রাদি ব্যবহার করাইলাম না; কিন্তু তাহাতেও পূর্ব্বাবস্থার কোনও প্রকার বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না। এখন বিধি-লিপি খণ্ডন করিতে পারে এমন শক্তি কাহার আছে? যাঁহার আছে তাঁহারই আছে। যিনি সেই শক্তিতে শক্তিমান্ বা স্বত্ববান্, যিনি সেই অসীম শক্তির নিগূঢ় রহস্য নিজ বোধ-পথে আনিয়াছেন বা নিজে সেই শক্তি লইয়া খেলিতে শিক্ষা করিয়াছেন তিনিই তাহা করিতে সক্ষম। তিনি আবশ্যকমত, বা শিশুর মত খেয়াল বশতঃ, কখনও কখনও সেই শক্তির বিরুদ্ধভাবের কার্য্য অবলম্বন করিয়া থাকেন। অবশ্য তাহা ভক্তের সর্ব্বাঙ্গীন হিতের জন্য। পরে শুভ মাঘ মাস সমাগত হইল পূজ্যপাদ শ্রীগুরুদেব ধানবাদে শ্রীযুক্ত জগদীশ বাবুর বাড়ীতে শুভাগমন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিলেন। এই শুভ সংবাদ শ্রবণ করিয়া মহানন্দে উৎসাহিত হইয়া সপরিবারে তদীয় চরণ দর্শন লালসায় একদিন মধ্যাহ্নে আমি তথায় উপস্থিত হইলাম। আমি বাহিরের ঘরে গিয়া বসিলাম এবং ছেলে মেয়েরা ভিতরের দিকে গেল। আমি বাবাকে প্রণাম করার পর তিনি বলিলেন, "বসো গো, বৌমারা এয়েছে, প্রণাম করিবে, আস্‌ছি।" আমার স্ত্রীর প্রণাম গ্রহণের পরেই তিনি আমার সেই শিশুর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "কি হে দাদু, এখনও কি পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার ভুলিতে পার নাই?" এবং শিশুর চিবুকে অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "এবার ভাল হ'য়ে যাবে, কোনও চিন্তা নাই।" কি আশ্চর্য্য! যে শিশু তের মাস যাবৎ আমাশয় রোগে ভুগিতেছিল এবং কত প্রকার সুচিকিৎসা সত্ত্বেও এক দিনের জন্যও কোনও সুফল লাভ করে নাই, আজ সেই শিশুর সেই উৎকট ব্যাধি সেই দিন সেই মুহূর্ত্ত হইতে একবার মাত্র তদীয় করস্পর্শে কোথায় অন্তর্হিত হইল তাহা বলিবার বা অন্যকে বুঝাইবার ভাষা আমার নাই। এই সকল ঘটনাবলীর মধ্যে যে জনসাধারণের বোধাতীত কত প্রকার গুহ্য রহস্য এবং এই মহাপুরুষের বিভিন্ন প্রকারের ঐশী শক্তি নিহিত থাকে তাহা যাঁহারা তাঁহাকে সুদীর্ঘকাল অহোরাত্র কায়মনোবাক্যে পূজা করিয়া আসিতেছেন তাঁহাদেরই বিন্দু পরিমাণও বোধগম্য হয় নাই, সুতরাং সাধারণ লোকের ত কথাই নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪। বিগত ১৩৩৪ সালের ফাল্গুন মাসে আমি একবার বসন্ত রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ি। তখন আমি আমার লোদনার বাসাবাটীতে একা ছিলাম। পরিবারবর্গ দেশে ছিল। রোগাক্রান্ত হওয়ার দশম দিবসে রোগের প্রকোপ বশতঃ দৈহিক যন্ত্রণা আমাকে এতটা ধৈর্য্যহীন করিয়া দেয়, যে রাত্রি ১০টার সময় রোগ যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া তাহা হইতে অব্যাহতি লাভের আশায় কাতর প্রাণে বাবাকে ডাকিতে লাগিলাম এবং বিছানায় শুইয়া তাঁহার চরণ চিন্তা করিতে করিতে তন্দ্রার কোমল ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিলাম। তন্দ্রাবেশে আমি দেখিতেছি, কে যেন আমার সমস্ত ক্ষতস্থান গুলিতে তুলি দিয়া এক প্রকার তৈল লেপন করিয়া দিতেছে। ক্ষণকাল পরে তন্দ্রার ঘোর অন্তর্হিত হইলে দেখিলাম, বাস্তবিকই আমার সমস্ত দেহ তৈলাক্ত, দেহ হইতে তৈল বিন্দু বিন্দু ক্ষরিত হইতেছে এবং তাহা হইতে এক প্রকার স্নিগ্ধ গন্ধ নির্গত হইয়া প্রাণ জুড়াইয়া দিতেছে। তৎসঙ্গে গৃহটীও বাবার দেহ-নিঃসৃত পদ্ম-গন্ধে পরিপূরিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, অল্পকাল মধ্যে আমার সকল প্রকার রোগ যন্ত্রণা দূরীভূত হইয়া গেল এবং বোধ হইতে লাগিল যেন আমি সম্পূর্ণ রূপে রোগমুক্ত হইয়াছি। তৎকালে আমার কয়েকজন বন্ধু বারান্দায় শুইয়াছিলেন; আমি তাঁহাদিগকে আমার সেই তৈলাক্ত দেহ দেখাইয়াছিলাম, কেহ কেহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অঙ্গুলি স্পর্শ দ্বারা তাহার ঘ্রাণও লইয়াছিলেন। আমি অল্প দিন মধ্যে আরোগ্য লাভ করিলাম। সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভের পর দেখা গেল যে, আমার গায়ে বসন্তের দাগ একটী মাত্রও বিদ্যমান নাই।

৫। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বাবা একবার গোমোতে আমার গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত বাবু প্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে শুভাগমন করেন। তৎকালে আমি তাঁহার চরণ দর্শনে যাইব এই কথা শুনিয়া আমার দুইটী বন্ধু পূজ্যপাদ গুরুদেবের অলৌকিক কার্য্যকলাপ জ্ঞাত হইয়া আমার সহযাত্রী হন। আমরা অতি প্রত্যূষে সেখানে পৌঁছিলাম। তথায় গিয়া দেখিলাম, মাত্র ৫।৭ জন গুরুভ্রাতা সেখানে উপস্থিত আছেন। বেলা ১০টা পর্য্যন্ত অন্য কোনও লোকের সমাগম দেখা গেল না। কিন্তু বেলা ১০ ঘটিকার পর হইতে ১১টা পর্য্যন্ত ন্যূনতঃ ৬০।৭০ জন ভদ্রলোকের সমাবেশ হইয়া গেল। অযাচিত ভাবে এত লোকের সমাগম দেখিয়া আমার বন্ধুদ্বয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডাক্তার বাবু, এত লোকের জন্য কি পুনরায় রান্না হবে, কিংবা উঁহারা অন্যত্র কোথাও আহার করিবেন?" তদুত্তরে আমি বলিলাম, "দেখিতে পাইবে যে কয়জনের আহার্য্য প্রস্তুত হইয়াছে তাহাতেই এই সমস্ত লোকের অপরিমিত ভোজন হইয়া যাইবে। আর নূতন করিয়া রান্না করিতে হইবে না।" ইহার পর বাবা প্রবোধ দাদাকে ডাকিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিলেন, "প্রবোধ, আহারের জন্য সব জায়গা ক'রে দাও। সব ঠিক মত সঙ্কুলান হ'য়ে যাবে ত?" প্রবোধ দাদা কিছু বলিলেন না। যথাক্রমে বাবার আদেশানুযায়ী একত্রে সকলের আহারে বসিবার জায়গা হইয়া গেল। সকলেই আহারে বসিয়া পোলাও, ৫।৭ প্রকারের ব্যঞ্জন, ক্ষীর, মিষ্টান্ন ইত্যাদি অপরিমেয় ভোজন করিলেন। কোনও দ্রব্যেরই অনটন ঘটিল না। আহারান্তে আমার বন্ধু দুইটী বলিয়া উঠিলেন, "অতীব আশ্চর্য্যের বিষয়, সামান্য কয়েক জন লোকের পরিমিত আহার্য্য প্রস্তুত হইয়া, কি প্রকারে এত লোকের পর্য্যাপ্ত আহার হইল? ইহা নিশ্চয়ই এই মহাপুরুষের মাহাত্ম্য ব্যতীত আর কিছুই নহে।" আহারান্তে তাম্বূল গ্রহণের পর বাবা একখণ্ড সাধারণ প্রস্তর হইতে সূর্য্য-বিজ্ঞান প্রভাবে একখণ্ড মিছরি প্রস্তুত করিয়া তাঁহাদিগের উভয়কে খাওইয়াছিলেন।

৬। আমি বহুবার বাবাকে বিজ্ঞানপ্রভাবে গোলাপ ফুল, রক্তজবা, স্ফটিক, বহুমূল্য হীরক, মক্ষিকা, নানা প্রকার এসেন্স, উৎকৃষ্ট আচার, সুমিষ্ট সন্দেশ প্রস্তুত করিতে দেখিয়াছি। ইচ্ছামত কোনও শক্ত পদার্থ তদীয় দেহাভ্যন্তরে অবলীলাক্রমে প্রবেশ করাইয়া দিতে এবং পুনরায় তাহা বাহির করিতে দেখিয়াছি। বিগত শীতকালে আমি এবং আমার কতিপয় গুরুভ্রাতা বাবার কাছে উপবিষ্ট ছিলাম। তখন বেলা প্রায় ৪ ঘটিকা। তৎকালে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূজ্যপাদ গুরুদেব 'একমাত্র যোগীই যোগ প্রভাবে বিধির বিধান খণ্ডন করিয়া কত প্রকার অঘটন ঘটনার সম্ভব করিতে পারেন তাহার ইয়ত্তা নাই'—এই কথা আমাদিগকে সবিশেষ বুঝাইবার জন্য কথা-প্রসঙ্গে আমাকে বলিলেন, "শ্যামা, একটু কচি কলা পাতা নিয়ে আয়।" আমি উহা আনিয়া যেমন তাঁহার হাতে দিলাম অমনি তিনি সেই কচি কলা পাতার উপরে কয়েকবার মাত্র নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। তৎক্ষণাৎ তাহার উপরে এক প্রকার স্নেহময় পদার্থ আমাদের সকলের দৃষ্টি-গোচর হইল। অনতি-বিলম্বেই এক অভিনব মনোমোহন সুগন্ধে সেই স্থানটী পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। আমরা সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাবা, এটী কি পদার্থ? এই সুগন্ধ কিসের?" তদুত্তরে তিনি কহিলেন, "এইটি বিশুদ্ধ মনের সুগন্ধ। বিশুদ্ধ মন এমনই অপরূপ জিনিস। ইহা সকল মানুষেরই দেহে সূক্ষ্ম ভাবে অবস্থান করিতেছে, তবে কায়মনোবাক্যে গুরুর উপদেশ মত পরিশ্রম করিয়া ক্রিয়ার দ্বারা ইহাকে পরিস্ফুট করিয়া লইতে হয়।"

৭। জীবন বীমার প্রতি বরাবরই আমার একটা আন্তরিক বিতৃষ্ণা ছিল। তথাপি ইংরেজি ১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান্ রামগতি রায় চৌধুরী প্রাণাধিকের এই বিষয়ে সবিশেষ আগ্রহাতিশয্য নিবন্ধন আমি Great Eastern Life Assurance Co. তে ইনসিউর করিতে বাধ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইলাম। উক্ত কোম্পানীতে আইন অনুসারে ডাক্তারি পরীক্ষা করাইবার জন্য ঝরিয়াতে উক্ত কোম্পানীর নিযুক্ত ডাক্তার কাপ্তেন এন, এন, ঘোষের নিকট যাই। তাঁহার দ্বারা পরীক্ষিত হইয়া একখানা ভাড়াটে এক্কা গাড়ী করিয়া ঝরিয়া হইতে গৃহাভিমুখে আসিতেছিলাম ; কতক দূর আসার পর গাড়ীখানা হঠাৎ উল্টাইয়া গেল। গাড়োয়ান ঘোড়াসহ প্রায় ৩০ হাত দূরে নিক্ষিপ্ত হইল। আমিও গাড়ী হইতে কিছু দূরে ভূ-পতিত হইলাম বটে, কিন্তু ভূ-নিক্ষিপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে আমি স্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারিলাম, যেন বাবা তদীয় দুই হাত দিয়া আমাকে ভূমি হইতে উত্তোলিত করিয়া ধীরে ধীরে বসাইয়া দিলেন। গাড়োয়ান ও ঘোড়া বিশেষরূপ আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু সৌভাগ্য বশতঃ গুরুদেবের কৃপা-বলে আমি বিন্দুমাত্র আহত হই নাই।

৮। প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে আমার সম্বন্ধী শ্রীযুক্ত বাবু রামপদ সরকার মহাশয়ের ঘাড়ের উপর একটী ভয়াবহ কারবাঙ্কল হইয়াছিল। এই রামপদ সরকার মহাশয় আমার একজন গুরুভাই। উক্ত ব্যারামের সূত্রপাত দেশেই দেখা দেয়। তথায় ৮।১০ দিন রোগ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া তিনি আমার শ্বশ্রূমাতা ঠাকুরাণীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চিকিৎসার জন্য আমার লোদনার বাসায় উপস্থিত হন। যখন তাঁহারা আমার কাছে আসিয়া পৌছিলেন তখন বেলা প্রায় ২ ঘটিকা। আমি এবম্প্রকার ভীষণাকার কারবাঙ্কল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust, Funding by MoE-IKS

দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলাম এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম যে, এ প্রকার কারবাঙ্কল হইতে তিনি কি উপায়ে এ যাত্রা পরিত্রাণ পাইবেন। সমস্ত বৈকাল এবং সমস্ত রাত্রি ধরিয়া তাঁহার ঐ প্রকার মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা দেখিয়া আমি ও আমার স্ত্রী উভয়েই কাতর প্রাণে তাঁহাকে বলিলাম, "বাবাকে ডাকুন, তিনি যদি রক্ষা করেন তবেই ; নচেৎ উপায় নাই।" তিনিও আমাদের উপদেশ মত প্রাণ ভয়ে পুনঃ পুনঃ বাবাকে ডাকিতে লাগিলেন। তাঁহাদের আসিবার দ্বিতীয় দিবস অপরাহ্ন সময়ে তাঁহার তন্দ্রা আসিল। ১০।১১ দিনের মধ্যে তাঁহার নিদ্রার লেশ মাত্র ছিল না। তন্দ্রাবশে তিনি হঠাৎ চমকিত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাহা শুনিয়া আমি ও আমার স্ত্রী তাঁহার শয্যাপার্শ্বে সভয়ে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে এ প্রকার চীৎকারের কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "এই মাত্র বাবা শুভাগমন করিয়াছিলেন। আমার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, 'শীঘ্রই ভাল হইয়া যাইবে, শ্যামাগতিকে বলিও যেন কল্যই অস্ত্রোপচার করে'।" তদনুসারে তৎপর দিবসেই অস্ত্রোপচার হইয়া গেল। বলা বাহুল্য, স্বপ্নাবেশে পূজ্যপাদ শ্রীগুরুদেবের আবির্ভাব হওয়ার পর মুহূর্ত্ত হইতেই, আমরা বিশেষ প্রকার লক্ষ্য করিয়াছিলাম, রোগী সেই উৎকট যন্ত্রণার হাত হইতে অব্যাহতি পাইতে আরম্ভ করিলেন এবং ক্রমশঃ উক্ত ব্যাধির করাল-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ্রাস হইতে মুক্তি লাভ করিয়া স্বল্পকাল মধ্যে সম্পূর্ণ নিরাময় হইলেন।

৯। বিগত ১৯২৯ সালের শীতকালে লোদনা কলিয়ারীর খ্যাতনামা কনট্রাক্টর শ্রীযুক্ত বাবু রামভজু উপাধ্যায় মহাশয়ের তৃতীয় ভ্রাতুষ্পুত্র পরলোক গত ব্রজেশ কুমার উপাধ্যায় টাইফো-নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হন এবং সেই উৎকট ব্যাধিতে প্রায় দুই মাস কাল ভুগিয়া মারা যান। মৃত্যুর পূর্ব্ব রাত্রে রোগীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন ছিল বলিয়া তদীয় খুল্লতাত মহাশয়ের বিশেষ অনুরোধে তাঁহারই গৃহে আমাকে রাত্রি যাপন করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল। পরে রাত্রি আনুমানিক ৪ ঘটিকার সময় রোগীর মুমূর্ষু অবস্থা দেখিয়া এবং এমত সময়ে রোগীর গৃহে চিকিৎসকের উপস্থিতি রীতি-বিরুদ্ধ মনে করিয়া আমি নিজের বাসায় আসিতে ইচ্ছা করি। তাঁহারা আমাকে তাঁহাদের মোটর গাড়ী করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহাদের বাসা হইতে আমার বাসায় আসিতে হইলে একটী রেলওয়ে লাইন অতিক্রম করিতে হয়। উক্ত লাইন পার হইবার উপক্রম কালে আমাদের উভয়ের (আমার ও ড্রাইভারের) অজ্ঞাতসারে ক্ষিপ্রগতিতে ধাবমান একখানা লাইট ইঞ্জীন আমাদের মোটর গাড়ী হইতে এক হাত দূরে হঠাৎ দাঁড়াইয়া গেল। তাহা দেখিয়া আমরা গাড়ী হইতে সভয়ে নামিয়া পড়িলাম। তদ্দর্শনে ইঞ্জীন চালক আমাদিগকে স্বতঃ-প্রবৃত্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া বলিয়া উঠিল, "আপনারা আজ খুব বাঁচিয়া গেলেন। আমি ত ব্রেক আঁটি নাই জানি না কোন দৈবশক্তিবলে গাড়ীখানা আপনা হইতেই থামিয়া গেল। ইহা আমার নিকট অত্যদ্ভুত বলিয়া মনে হইতেছে।" এবম্প্রকার কথোপকথন সময়ে আমি বেশ মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিলাম, সেই স্থানটী এমন কি আমাদের মোটর গাড়ীর ভিতর পর্য্যন্ত, পরমারাধ্য পূজ্যপাদ শ্রীগুরুদেবের দেহ-নিঃসৃত পদ্ম-গন্ধে আমোদিত হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে আমার প্রতীতি হইল যে, বাবা আমাদের এই আকস্মিক দুর্ঘটনার সময় স্বীয় ঐশী শক্তি দ্বারা উক্ত লাইট ইঞ্জীনের গতিরোধ না করিলে আমাদের গাড়ীখানি ত চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইত-ই, সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও যে ভবলীলা সাঙ্গ হইত তাহাতে আর অণুমাত্র সংশয় ছিল না। পুনরায় গাড়ীতে চড়িয়া ভক্তের প্রতি তদীয় অপার করুণার কথা চিন্তা করিতে করিতে গৃহে পৌঁছিলাম। হায় রে মূঢ় মন, তুমি প্রতি পলকে পলকে শ্রীগুরুদেবের এত দয়া, এত করুণা রাশি, এত অপরিমেয় সহায়তা, উপলব্ধি করিয়াও এ পর্য্যন্ত যাবতীয় কুসংস্কার বিধৌত করিয়া গুরু-প্রদত্ত সেই পরম শান্তিরস পান করিয়া বিভোর হইতে প্রয়াস পাইতেছ না!

শ্রীশ্যামাগতি রায় চৌধুরী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীনরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ সন ১৩৩৪ সালের প্রারম্ভে এক পুণ্যদিনে তাঁহারই কৃপাবলে আমি প্রথম দর্শন লাভ করিয়া বিমোহিত ও ধন্য হই। তাঁহার শ্রীচরণে প্রণাম করিয়া বসিবার পর তিনি আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "কিগো, এসো।" এই অমৃতবাণী শুনিয়া আমি মুগ্ধ হইলাম। তারপর আবার বলিলেন, "কিগো, কি বল।" আমি আরও অবাক্ হইয়া যাইলাম। আমাকে যেন আমার মনের ভাব—যাহা আমি বলি-বলি করিয়াও বলিতে পারিতেছিলাম না—বলিবার জন্য ইঙ্গিত ও উৎসাহ দান করিলেন। আমি উৎসাহ পাইয়া বলিলাম, "বাবা, শান্তি ও আনন্দ কি করিলে পাইব?" তিনি বলিলেন, "বৎস, জল দেখিলে জলের পিপাসা যায় না, জল পান করিতে হয়।"

এই বাণী শুনিয়া আমি স্থির ভাবে চিন্তা করিতে লাগিলাম। তাহা দেখিয়া তিনি বলিলেন, "চিন্তার কোন কারণ নাই, ঠিক উপদেশ মত সাধন-ক্রিয়া করিলে নিশ্চয়ই শান্তি ও আনন্দ লাভ করিবে।"

সেদিন বাটী ফিরিলাম। মনে সর্ব্বদাই সেই রূপ ও সেই স্নেহমাখা মধুর স্বর জাগিতে লাগিল এবং পুনঃ পুনঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দর্শন করিবার ইচ্ছা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। মাঝে মাঝে শ্রীচরণ-দর্শন পাইতাম ও নানারূপ উপদেশ শুনিতাম। এইরূপে ক্রমান্বয়ে তাঁহার শ্রীচরণে আশ্রয় লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা অধিকতর বলবতী হইতে লাগিল। কিন্তু আমি পূর্ব্বেই আমাদিগের কুলগুরুর নিকট দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। আমি আমার ভ্রাতাদিগের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ। এক দিকে শ্রীচরণে আশ্রয় লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা বাড়িতে লাগিল, অন্যদিকে দীক্ষাগ্রহণের প্রয়োজন আছে কিনা, এবং আমার পরম পূজনীয়া মাতা ঠাকুরাণী ও আমার পূজনীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা পুনরায় দীক্ষাগ্রহণে মত দিবেন কিনা এই সকল সংশয় মনের মধ্যে উপস্থিত হইতে লাগিল। আমার পরম পূজনীয় পিতাঠাকুর মহাশয় পূর্ব্বেই ৺স্বর্গলাভ করিয়াছিলেন। এইরূপ মনের অবস্থা লইয়া শ্রীশ্রীগুরুদেবের নিকট যাতায়াত করিতে লাগিলাম।

একদিন আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের ও অন্যান্য সকলের নিকট গুরুদেবের বিষয় সমস্ত বর্ণনা করিলাম। তাহার ফলে আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতারা ও বাড়ীর অন্যান্য সকলে তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিতে লাগিলেন—অতি শীঘ্রই সকলের শ্রীগুরুদেবের উপর প্রগাঢ় বিশ্বাস ও ভক্তি জন্মাইল। ইতিমধ্যে আমি একখানি ছবি বাটীতে আনিয়া রাখিয়াছিলাম। দেখিলাম সকলেই মধ্যে মধ্যে সেই ছবির সম্মুখে গিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া থাকে। এইরূপে শ্রীগুরুদেব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার মনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার সুবিধা করিয়া আনিলেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত আমি তাঁহার নিকট আশ্রয় লইবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়া বলি নাই। একদিন তাঁহার নিকটে বসিয়া বসিয়া মনে এই সকল ভাবের উদয় হইল। মনোভাব যথার্থরূপে কি করিয়া প্রকাশ করি, এইরূপ চিন্তা করিতেছি, এমন সময় অন্যান্য কথা-প্রসঙ্গে তিনি আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া গুরূপদিষ্ট নির্দ্দিষ্ট পথে সাধন-ক্রিয়া নিয়মিতরূপে করিতে না পারিলে কিছু হয় না।" আমি বিস্মিত হইলাম, তিনি বলিতে লাগিলেন—"যোগাভ্যাস না করিলে কখনও প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ হয় না,—যোগাভ্যাস ঠিক উপদেশ মত করিয়া যাইতে পারিলে আপনা আপনিই সংযম, রিপুদমন, অসৎচিন্তা ও অসৎকর্ম্মের প্রতি বিরাগ, সৎচিন্তা ও সৎকর্ম্মের প্রতি অনুরাগ উপস্থিত হইবে, এবং সকল দিকেই উন্নতি হইবে ও অসীম আনন্দ অনুভব করিবে। একমাত্র যোগাভ্যাসের দ্বারাই প্রত্যক্ষ-দর্শন লাভ হয়, তখন এই জগতের যাবতীয় বিষয়ই সাধকের ইচ্ছাধীন হইয়া যায়।"

এইরূপ ভাবে শ্রীশ্রীগুরুদেব আমার মনের সংশয় দূর করিয়া বলায় আমার সংকল্প আরও দৃঢ় হইল। আমি প্রথম দিন হইতেই তাঁহার অনির্ব্বচনীয় সুমধুর গন্ধ অনুভব করিতাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার বড়দাদা শ্রীযুক্ত জানকী নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তাঁহার শ্রীচরণে আশ্রয়-লাভের আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা ক্রমেই অধিক হইয়া উঠিল ও তিনি আমাদের মাতাঠাকুরাণী ও কুলগুরুর অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তাঁহারা অতি সন্তুষ্ট-চিত্তে অনুমতি দান করিলেন। বড়দাদা ১৩৩৫ সালের শুভ ৩২শে আষাঢ় শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে আশ্রয় প্রাপ্ত হইলেন। আমার সেজদাদা শ্রীযুক্ত রজনী কান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমি শুভ ১৩ই ভাদ্র তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করি। দীক্ষা প্রাপ্তির পূর্ব্বরাত্রে আমি এক স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম। দীক্ষার সময়ে, স্বপ্নে যেরূপ দেখিয়া-ছিলাম, ঠিক সেইরূপ ভাবের প্রত্যক্ষ-প্রকাশ দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত ও পুলকিত হইলাম। আমার দীক্ষার পর তিনি এই মর্ম্মের অভয়বাণী বলিলেন যে আমার সম্পর্কীয় সকলেই তাঁহার শ্রীচরণে আশ্রয় পাইবে। সত্যই তাহার পর তিনি কৃপা করিয়া বাটীর সকলকে ক্রমে ক্রমে দীক্ষা দান করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র সিংহ মহাশয় শ্রীশ্রীগুরুদেবের পূর্ব্বতন শিষ্য। সুরেশ দাদা আমার প্রতি কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ প্রকাশ করিয়া সর্ব্বপ্রথমে আমাকে তাঁহার সন্ধান দেখাইয়া দেন।

গুরুদেব শিষ্য ও শিষ্যাগণের সমক্ষে মধ্যে মধ্যে প্রয়োজনানুসারে নানারূপ অলৌকিক ঘটনা দেখাইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকেন। আমার মনে হয় যে আমাদের সাধন-ক্রিয়ায় যত্ন ও আগ্রহ বর্দ্ধিত করিবার এবং বিশ্বাস দৃঢ় রাখিবার জন্যই ঐরূপ ঘটনাগুলি আমাদের অনুরোধে, বা কখনও কখনও স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়াও, দেখাইয়া থাকেন। এইরূপ বহু ঘটনা আমি বহুবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

১৩৩৬ সালের শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের রথযাত্রা উপলক্ষে তাঁহার সহিত আমরা ৺পুরীধামের আশ্রমে যাই। ৺পুরীধামে আমরা যেদিন গিয়া পৌঁছাই, সেদিন দেখি যে একেবারে হাওয়া গায়ে লাগিতেছে না। অত্যন্ত গরম বোধ হইতেছিল দেখিয়া শ্রীশ্রীগুরুদেব আশ্রমের ত্রিতলের ঘরে গিয়া কিছুক্ষণ পরেই দ্বিতলের বারাণ্ডায় আমাদের নিকট আসিয়া কতক গুলি সরু তারের টুকরা দেখাইলেন এবং বলিলেন, "কি গো, বিজ্ঞানে এই তার দিয়া হাওয়া আনিলাম, কিন্তু তারগুলি পুরাতন হওয়ার দরুণ ভাঙ্গিয়া যাইল। হাওয়া হইয়াছে, দেখি কতক্ষণ হাওয়া থাকে, বন্ধ হইলে আবার হাওয়া আনিবার ব্যবস্থা করিব। ৺পুরীর হাওয়াটাই ভাল, যদি এখানে আসিয়া হাওয়া পাওয়া না যায়, তাহা হইলে কি হইল। কিন্তু এ হাওয়া অধিকক্ষণ থাকিবে না, পুনরায় ব্যবস্থা করিতে হইবে।" আমরা দেখিলাম সেই হাওয়া প্রায় তিন চারি ঘণ্টা কাল পর্য্যন্ত রহিল, পরে বন্ধ হইয়া যাইল, আবার গুরুদেব উপরে ত্রিতলের ঘরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গিয়া কিছুক্ষণ পরে আমাদের নিকট দ্বিতলের বারাণ্ডায় আসিয়া বলিলেন, "এইবার হাওয়া আনিবার যে ব্যবস্থা করিলাম তাহা আর শীঘ্র বন্ধ হইবে না, কিছুদিন চলিবে।" আমরা তাহার পর হইতে খুব জোর বাতাস পাইতে লাগিলাম এবং আমরা যে কয়দিন ৺পুরীধামে ছিলাম সেই কয়দিনই এইরূপ জোর বাতাস পাইলাম।

একদিন এই দ্বিতলের বারাণ্ডায় আমার এবং অন্যান্য গুরুভ্রাতাদিগের সহিত নানারূপ কথা-প্রসঙ্গে গুরুদেব আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "নরেন্দ্রের চুলগুলি পাকিয়া গিয়াছে, সেই জন্য উহার বয়স যাহা দেখায় তাহা নহে।" এই বলিয়া আমার সেইদিন পর্য্যন্ত যাহা প্রকৃত বয়স তাহা উল্লেখ করিলেন।

সে বারে পূজনীয় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ দাদা, শোভারাম দাদা ও তাঁহার স্ত্রী, শ্রীযুক্ত কেদার নাথ ভৌমিক দাদা ও তাঁহার স্ত্রী, বড় দাদা, সেজ দাদা ও আরও কয়েকজন গুরুভ্রাতা ও ভগিনীগণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

এই বৎসর ভাদ্র মাসে একদিন প্রাতঃকালে কলিকাতার রূপনারায়ণ নন্দন লেনস্থ আশ্রমে আমরা কয়েকজন গুরুভ্রাতা উপস্থিত রহিয়াছি, এমন সময়ে শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী দাদা গুরুদেবের নিকট কোন অলৌকিক ঘটনা দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অবশেষে সকলেই একমতে নাভিপদ্ম দেখিবার প্রবল ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহা শুনিয়া গুরুদেব একবার আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "আজ আকাশে একটু মেঘ রহিয়াছে, খুব প্রখর সূর্য্য-কিরণ থাকিলেই ভাল হইত। আচ্ছা, তোমাদের যখন ইচ্ছা হইয়াছে তখন দেখ, একটু গঙ্গাজল লইয়া এস।" আদেশ মত গঙ্গাজল আনা হইল। সেই গঙ্গাজল একটু লইয়া নাভিতে স্পর্শ করাইলেন, এবং ক্রমে ক্রমে নিজ দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীর সমস্ত অংশ নাভি মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। সেই সময় গৃহ-মধ্যে অতি তীব্র মনোহর পদ্ম-গন্ধ বাহির হইতে লাগিল। পরে তর্জ্জনীটী বাহির করিয়া লইলেন, এবং আমরা নাভির ছিদ্রটি বৃহৎ দেখিতে পাইলাম ও ক্রমে নাভির ভিতর প্রাতঃকালীন সূর্য্যের ন্যায় লাল রঙ্গের পদ্ম দেখিতে পাইলাম। পরে সেই পদ্ম-গন্ধ আরও তীব্র হইল। আমি ইহা দেখিয়া পুলকে, আনন্দে, বিস্ময়ে, গৌরবে, উৎসাহে ও আগ্রহে মুগ্ধ হইলাম। তারপর গুরুদেব নাভি পূর্ব্ববৎ সাধারণ অবস্থায় আনিলেন এবং আমাদিগকে ষট্‌চক্রের বিষয় বুঝাইয়া দিলেন। ইহার পূর্ব্বে একদিন তিনি গোপীনাথ দাদা ও যতীশ দাদাকে এই নাভিপদ্ম দয়া করিয়া দেখাইয়াছিলেন। তাহা শুনিয়া অবধি আমি প্রত্যক্ষ করিবার বাসনা মনে মনে পোষণ করিতেছিলাম। আজ আমার সেই বাসনা তাঁহার কৃপায় পূর্ণ হইল। সেইদিন সেই সময় নৃপেন্দ্র দাদা, দুর্গাকান্ত দাদা, কেদার দাদা, মহেশ্বর দাদা, ইন্দুভূষণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দাদা, বড় দাদা, সেজ দাদা এবং আরও দু'একজন গুরুভ্রাতা উপস্থিত ছিলেন।

একদিন আশ্বিন মাসে গুরুদেব শাস্ত্রে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-গন্ধ প্রস্তুত করিলেন। দুইটি খালি শিশি কলিকাতার আশ্রমের দ্বিতলে বারাণ্ডায় সূর্য্য-কিরণে স্থাপিত হইল। পরে তিনি একখানি ছোট লেন্স রৌদ্রে ধরিলেন। সেই লেন্সের ভিতর দিয়া সূর্য্যরশ্মি শিশির উপর পড়িতেই দেখা গেল যে শিশি দুইটি এক লাল-আভা-যুক্ত অতি সুগন্ধময় জলীয় পদার্থে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং সেই স্থানটিও সেই সুগন্ধে ভরিয়া উঠিয়াছে। এ এক অভিনব, মনোহর, আশ্চর্য্য-রকম গন্ধ। এইরূপে লেন্সের দ্বারা শিশির উপর সূর্য্য-কিরণ ফেলিবার সময় আমরা ক্রমান্বয়ে কর্পূর, মৃগনাভি প্রভৃতির গন্ধ অনুভব করিয়াছিলাম। পরে আমরা—শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র বসু, অতুল চন্দ্র বসু, অরুণ চন্দ্র বসু, যতীশ, প্রকাশ চন্দ্র ঘোষ, বঙ্কিম, কেদার দাদা, বড়দাদা, সেজদাদা ও আমি—সকলেই একেকটি ছোট শিশি করিয়া প্রত্যেকে গুরুদেবের আদেশ অনুযায়ী, ঐ জলীয় গন্ধ-পদার্থ ভাগ করিয়া লইলাম। আজ পর্য্যন্ত তাহা আমার নিকট রহিয়াছে।

একদিন প্রাতঃকালে কলিকাতার আশ্রমে গুরুদেব নানারূপ ব্যাপার বুঝাইতেছিলেন। এইরূপ বুঝাইতে বুঝাইতে শ্রীযুক্ত বিধূভূষণ চট্টোপাধ্যায় দাদার হাত হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটি হীরার আংটী চাহিয়া লইলেন; আংটীটি হাতে লইয়া হীরকটিকে, আকারে যাহা ছিল তাহার প্রায় দ্বিগুণেরও অধিক পরিবর্ত্তন করিলেন, এবং সোনার আংটীটিরও আকার পরিবর্ত্তন করিয়া পরিমাণও প্রায় দ্বিগুণের অধিক করিলেন। কিরূপে ইহা হইল, এবং কিরূপে ইহা করা যায়, তাহা আমাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন। পরে শ্রীযুক্ত বিধুদাদার ইচ্ছা-অনুযায়ী আংটীটি পূর্ব্ববৎ করিলেন।

আর একদিন প্রাতঃকালে কলিকাতার আশ্রমে তিনি নিজ দেহ হইতে একটি বাণলিঙ্গ শিলা বাহির করিয়া দেখান। দেখিলাম তাঁহার বাম হস্তের উপরিভাগে অর্থাৎ বগলের কিছু নিম্নভাগে একটি স্থান কিছু স্ফীত হইয়া রহিয়াছে। তিনি ঐ স্ফীত অংশটি দক্ষিণ হস্তের দ্বারা ধরিলেন এবং ক্রমে ক্রমে ঐ অংশটিকে সরাইয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন। পরে দেখা গেল যে দক্ষিণ হস্তের উপরিভাগে অর্থাৎ বগলের কিছু নিম্নে স্ফীতভাব রহিয়াছে। তখন ঐ স্ফীত অংশটিকে বাম হস্তের দ্বারা পুনরায় ধরিয়া বলিলেন, "এইবার সেই শিলাটিকে দেহের মধ্য হইতে বাহির করিব।" পরে বাম হস্তের দ্বারা টানিতেই শিলাটির অর্দ্ধাংশ বাহিরে দেখা গেল, বাকী অর্দ্ধাংশ দেহের মধ্যে রহিয়াছে। পুনরায় বহিষ্কৃত অংশটি ধরিয়া টানিতেই সমস্ত অংশটি বাহির হইয়া আসিল। গুরুদেবের দেহের অংশটি স্বাভাবিক মতই দেখিলাম। ঐ শিলাটি তাঁহার দেহের মধুর গন্ধে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুগন্ধযুক্ত হইয়া গিয়াছিল—তাহা আমরা আঘ্রাণ লইয়া অনুভব করিলাম।

এইরূপ ভাবে তিনি নিজ দেহের মধ্যে, হস্তের তালু বা অন্য স্থান দিয়া, অনেকবার স্ফটিক প্রবেশ করাইয়াছেন ও বাহির করিয়াছেন। ইহা আমি নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এইরূপ ভাবে অপরের দেহের মধ্যেও স্ফটিক প্রবেশ করাইতে আমি অনেকবার দেখিয়াছি।

আর একদিন কলিকাতার আশ্রমে একটি ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ড লইয়া, সেটিকে প্রস্তর খণ্ডে পরিবর্ত্তন করাইয়া দেখাইলেন, এবং এ জগতের প্রত্যেক দ্রব্যেই যে প্রত্যেক দ্রব্যের অংশ বিদ্যমান আছে তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়া দিলেন। এই ভাবে তাঁহাকে একটি জিনিষকে অন্য জিনিষে পরিবর্ত্তিত করিতে আমি বহুবার দেখিয়াছি। ফুলকে স্ফটিক বা অন্য কোন দ্রব্যে পরিবর্ত্তিত করিতে, ফুটন্ত পুষ্পকে কুঁড়ীতে এবং কুঁড়ীকে পুনরায় ফুটন্ত পুষ্পে ও একজাতীয় ফুলকে অন্য জাতীয় ফুলে পরিবর্ত্তিত করিতে, আমি বহুবার বিস্ময় ও আনন্দের সহিত প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

১৩৩৭ সালে বড়দিনের ছুটী উপলক্ষে ৺কাশীধামের আশ্রম হইতে তিনি আমাদের কয়েকজন গুরুভ্রাতা ও ভগিনীর সঙ্গে বিন্ধ্যাচলে গমন করেন। তিনি আমাদিগকে শ্রীশ্রী৺বিন্ধ্যবাসিনী দর্শন করাইয়া আনিলেন এবং বাসায় বসিয়া, শ্রীশ্রী৺বিন্ধ্যবাসিনী ও ৺অষ্টভুজা মাতার পরমাণু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশ্চর্য্য রকমে ধরিলেন। দুইটি শিশি রাখিয়া তাহার উপর একখানি ক্ষুদ্র লেন্স ধরিতেই দেখা গেল, শিশি দুইটির ভিতরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা আসিয়া জমিতেছে। শিশি দুইটি ছিপি-বন্ধ-করা ছিল। একটি শিশি ফাটিয়া যাইল, আমরা শিশিটি ফাটিয়া যাইবার জন্য একটু অস্থির হইলাম, কারণ সেখানে আর শিশি ছিল না। যে শিশিটি ফাটিয়া গিয়াছিল তিনি তাহার উপর পুনরায় লেন্সখানি ধরিতেই দেখা গেল যে শিশিটির ফাটা অংশটি জুড়িয়া পূর্ব্বের ন্যায় স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে। তাহার পর শিশি দুইটি ক্রমে ক্রমে জলীয় পদার্থে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

এইরূপ ভাবে খালি কৌটার মধ্যে সন্দেশ প্রস্তুত হইতে, পানের মশলা প্রস্তুত হইতে, আমি বহুবার দেখিয়াছি।

৩রা চৈত্র কলিকাতা বাবুঘাটে তাঁহার সহিত গঙ্গাস্নান করিতে যাই। তিনি একখানি ঘোর গেরুয়া-রঙ্গের কাপড় পরিধান করিয়া স্নান করিতে নামিলেন। দুই চারি মিনিট পরে স্নান করিয়া উঠিবার সময় দেখিলাম যে ঐ পরিধেয় কাপড়খানির রং সাদা হইয়া গিয়াছে। একটু সামান্য জায়গায় পূর্ব্ববৎ গেরুয়া রং বিদ্যমান ছিল। কোন গুরু-ভ্রাতা বলিলেন কাপড়ের রংটি বোধ হয় কাঁচা ছিল। শ্রীশ্রীগুরুদেব ঈষৎ হাস্য করিলেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ মজুমদার দাদা ঐ কাপড় খানি লইয়া পুনরায় গঙ্গাজলে গিয়া সেই রংটুকু উঠাইবার জন্য বহু চেষ্টা করিলেন, কিন্তু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিছুতেই উঠাইতে পারিলেন না। পরে গুরুদেব কেন আমাদের সম্মুখে এইরূপে রংটি সাদা করিলেন, তাহা বুঝাইয়া দিলেন। সেদিন বড়দাদা, সেজদাদা, ইন্দুদাদা, শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিজয় চন্দ্র বসু দাদা প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

গুরুদেবের গাত্র হইতে যে বিশেষরূপ সুগন্ধ নির্গত হয়, তাহা তাঁহার শ্রীচরণ সমীপে যিনি মাঝে মাঝে উপস্থিত হইয়াছেন, তিনিই অনুভব করিয়াছেন। একদিন সন্ধ্যার পর আমি কলিকাতা আশ্রমে, তাঁহার পদসেবা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায়, তিনি দয়া করিয়া অনুমতি দান করেন। আমি, শ্রীযুক্ত প্রবোধ দাদা, শ্রীযুক্ত ননীলাল দাদা ও শ্রীযুক্ত সুরেশ দাদা একত্রে পদসেবা করি। পদসেবার পর আমার হস্তে সেদিন সমস্ত রাত্রি সেই সুগন্ধ বিদ্যমান ছিল, এবং আমি পুলকে ও আনন্দে বিভোর ছিলাম।

একদিন কলিকাতার আশ্রমে গুরুদেব আসনে বসিয়া মুখ ধৌত করিতেছিলেন। আমি অতি সন্নিকটে বসিয়া ছিলাম এবং মুখ ধৌত করিবার জন্য তাঁহার হস্তে জল দিতেছিলাম। মুখ ধুইবার সময় জলকণা আমার শরীরে ও বস্ত্রে লাগিয়াছিল, আমি ইচ্ছা করিয়াও কতকটা লাগাইয়াছিলাম। পরে দেখিলাম, আমার সেই কাপড়ে বহুদিন যাবৎ সেই বিশেষরূপ সুগন্ধ বিদ্যমান ছিল। তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিকট উপস্থিতি কালে কখনও তীব্র, কখনও বা মৃদু গন্ধ পাইয়া থাকি, এবং তাঁহার নিকট হইতে অনুপস্থিতিকালে, বহুদূরে থাকিয়াও, রাস্তায়, রেলপথে, কর্ম্মস্থানে, বাটীতে বহুবার সেই বিশেষরূপ সুগন্ধ অনুভব করিয়া আসিতেছি।

১৩৩৮ সালের ১০ই আশ্বিন কলিকাতা আশ্রমে নানারূপ উপদেশ দ্বারা বুঝাইবার সময় একটি আধলা পয়সাকে সোনার গিনীতে পরিবর্ত্তিত করিয়া দেখাইলেন। পুনরায় সোনার গিনীটিকে পূর্ব্ববৎ আধলা পয়সাতে পরিবর্ত্তিত করিলেন। সেই সময় বড়দাদা, সেজদাদা, শ্রীযুত অপূর্ব্ব কৃষ্ণ ঘোষাল ও অন্যান্য কয়েকজন গুরুভ্রাতা উপস্থিত ছিলেন।

প্রতি বৎসর ২৯শে ফাল্গুন তাঁহার জন্মোৎসব হইয়া থাকে। আমার দীক্ষার পর সর্ব্বপ্রথম যে জন্মোৎসব হয়, তাহার কিছুদিন পূর্ব্বে হইতে আমার মনে সাধ হইয়াছিল যে আমি উৎসবের দিন শ্রীশ্রীচরণে পদ্মফুল দিয়া অঞ্জলি প্রদান করিব। আমাদিগের—বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ-শিষ্যদিগের— এই জন্মোৎসবের দিন ছাড়া অন্য কোন দিন পদস্পর্শ করিবার অনুমতি নাই। সেই জন্যই আমাকে এই সাধ পূর্ণ করিবার জন্য ঐ দিনের অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইয়াছিল। আমি কিন্তু পূর্ব্ব হইতে পদ্মফুল সংগ্রহ করিয়া রাখিতে ঐ দিন একেবারে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলাম। যখন একে একে অন্যান্য গুরুভ্রাতাগণ অঞ্জলি দান করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাইতেছিলেন তখন হঠাৎ আমার মনে পূর্ব্ব বাসনা জাগিয়া উঠিল এবং আমার নিকট পদ্মফুল নাই ভাবিয়া চিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু তখন আর পদ্মফুল সংগ্রহের কোন উপায় নাই ভাবিয়া জোর করিয়া মন স্থির করিতে চেষ্টা করিলাম। এমন সময় একজন গুরুভ্রাতা আমার নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন,—তাঁহার হাতে কয়েকটি পদ্মফুল ছিল। তিনি আমাকে সহাস্য বদনে বলিলেন,—"আপনি পদ্মফুল লইবেন ?" আমি তৎক্ষণাৎ চক্ষের জল সম্বরণ করিয়া—"হাঁ, নিশ্চয়ই লইব"—বলিয়া হাত পাতিয়া দুইটি পদ্মফুল গ্রহণ করিলাম এবং সেই ফুল দুইটি অন্যান্য ফুলের সহিত গুরুদেবের শ্রীচরণে অর্পণ করিলাম।

শ্রীশ্রীগুরুদেব আমাদিগকে পান প্রসাদ দিয়া থাকেন। আমি মধ্যে মধ্যে ঐ প্রসাদী পান বাটীর অন্যান্য সকলের জন্য আনিয়া থাকি। একদিন আমি বৈকালে যাইলাম, তখন তাঁহার নিকট পান অল্প থাকায় আমাকে একটি পান দিলেন। আমার সেদিন বাটীর সকলের জন্য প্রসাদী পান আনিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু একটি পান পাইয়া কি করিয়া লইয়া যাই এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে পানটি নিজেই খাইয়া ফেলিলাম। কিছুক্ষণ পরে শ্রীশ্রীগুরুদেব আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "পান দরকার থাকে ত' লইতে পার।" এই বলিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন। আমি পান লইলাম ও বাটীতে আনিয়া সকলকে প্রসাদ দিলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একদিন আহ্নিক করিতে বসিয়াছি, এমন সময় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। আমি যে স্থানে আহ্নিক করিতে বসিয়াছিলাম সেই ঘরে সেই স্থান হইতে কিছু দূরে পশ্চাদ্দিকে একটি জানালা খোলা ছিল, এবং সেই জানালার নিকটে কতকগুলি পুস্তক ছিল। এই দিনের পূর্ব্বদিনেও এইরূপ আহ্নিক করিবার সময় ঐ পুস্তকগুলি বৃষ্টির জলে ভিজিয়া গিয়াছিল। আজও এইরূপ বৃষ্টি আরম্ভ হইল বুঝিতে পারিয়া মনটি অতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং আহ্নিকের অতি অসুবিধা বোধ করিলাম। গুরুদেবের শ্রীচরণ চিন্তা করিতে লাগিলাম। এমন সময় হঠাৎ জানালাটি বন্ধ হইয়া যাইল। আমার মনের ঐ চঞ্চলতা ও অসুবিধা দূর হইল এবং আমি নিরুপদ্রবে আহ্নিক করিতে থাকিলাম।

শ্রীচরণ-তলে যেন রহিয়াছি এইরূপ কল্পনা করিয়া ও মনে মনে ছবি আঁকিয়া নিজে নিজে অনেক সময়ে আনন্দ অনুভব করি। বরাবর ইচ্ছা হয় যে এইরূপ যদি একখানি প্রকৃত ছবি হয় তাহা হইলে বড়ই আনন্দ হইবে। কিন্তু সে সুযোগ কি করিয়া হইতে পারে? মনে হইত, এ তীব্র বাসনা কি পূর্ণ হইবে না! কিন্তু বাঞ্ছা-কল্পতরু অন্তর্য্যামী শ্রীগুরুদেব এমন সুযোগ করিয়া দিলেন যে আমার অন্তরের সেই গোপন বাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে। গুরুদেবের যে ফটোগ্রাফ লওয়া হইয়াছিল তাহাতে আমাকে আমার সেই বাঞ্ছিত স্থানে দেখিয়া গুরুদেবের অশেষ কৃপা অনুভব করিলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীভগবানের অনন্ত মহিমা জগতের যাবতীয় ঘটনাবলীর মধ্যে নিত্য বিকশিত হইতেছে, তথাপি তিনি মানবের মঙ্গলের জন্য মানবের দ্বারাই তাঁহার মহিমা প্রকাশ করাইয়া থাকেন। সেই মহিমা প্রকাশের চেষ্টায় অতিশয় শান্তি ও আনন্দ আছে। শ্রীশ্রীগুরুদেবের শক্তি ও বিভূতি অনন্ত। আমি অতি ক্ষুদ্র; আমার শক্তিও অতি ক্ষুদ্র। আমি আমার ক্ষুদ্র শক্তি দ্বারা সেই অনন্ত শক্তির পরিচয় কি করিয়া বুঝিব? তবে তাঁহারই কৃপা বলে আমার ক্ষুদ্র দৃষ্টি-শক্তি দ্বারা যে যে বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং আমার ক্ষুদ্র বোধ-শক্তি দ্বারা যে যে বিষয় অনুভব করিয়াছি, এবং যাহার চিন্তায় আমি শান্তি ও আনন্দ পাইয়া থাকি এবং পাইবার ভরসা করি, আমার সাধ্যমত তাহার কিঞ্চিৎ অংশ প্রকাশ করিলাম। তিনি যে অনন্ত শক্তি ধরিয়া জগৎ সমক্ষে এরূপ গোপন ভাবে লীলা করিতেছেন ইহা কি শক্তির পরিচয়? তিনি আমাদের মধ্যে তাঁহার অসীম শক্তি ও কৃপা সর্ব্বদাই বিকাশ করিতেছেন। তিনি যেরূপ ভাবে সর্ব্বদাই নিকটে থাকিয়া কৃপা করিয়া আমাদিগকে চালাইয়া লইতেছেন, যেন চিরদিন সেইরূপ শ্রীচরণ-তলে রাখেন, এই প্রার্থনা ও ভিক্ষা !!

শ্রীনরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

LIBRARY
No.............
Shri Ma Anand...

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশরচ্চন্দ্র খাঁ

কোর্ট ইন্সপেক্টর, হাওড়া।

যতদূর স্মরণ হয় ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে একদিন পরমারাধ্য গুরুদেবের শ্রীচরণ দর্শন জন্য গুস্করায় যাই। তখনও আমি অদীক্ষিত। আমার অত্যন্ত পেটের পীড়া হইয়াছিল—ন্যূনাধিক ২০ বার জলের ন্যায় দাস্ত হইয়াছিল। বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন, "শরৎ, তোমার কি হইয়াছে?" আমি আমার পীড়ার অবস্থা জানাইলে তিনি একজনকে বলিলেন, "ভুট্টা খুব ধারক, শরৎকে কয়েকটা ভুট্টা পোড়াইয়া দাও।" যতদূর মনে হয় পূজ্যপাদ মুনীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় কয়েকটি ভুট্টা পোড়াইয়া আমাকে খাইতে দেন। তারপর একটু সুজির পায়স ও কলা খাই। আমি তাহাতেই আরোগ্য লাভ করিয়াছিলাম। এই সময় পরমারাধ্যদেবের অঙ্গের সৌরভে দিক্ সকল সুরভিত হইত, সর্ব্বদাই হয় পদ্ম-গন্ধ, না হয় উৎকৃষ্ট চন্দনের গন্ধ কিংবা খস্‌খস্ বা গোলাপের গন্ধ, বাবার দেহ হইতে প্রবাহিত হইয়া সকলের মন প্রাণ প্রফুল্লিত করিত।

ইহার কিছুদিন পর আমি বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী ফরিদপুর গ্রামে, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়া যাই। তথায় অবস্থানকালে পীড়িত হই ও অবসর লইয়া বর্দ্ধমানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসি। বৰ্দ্ধমানে চিকিৎসা করাইয়া আরোগ্য লাভ করি। ফরিদপুরে ব্যারামে যেরূপ কষ্ট পাইয়াছিলাম তাহাতে ফরিদপুরের নামোল্লেখও আমার পক্ষে ভীতিপ্রদ হইয়াছিল। আমি আরোগ্য লাভ করিলে আমাদের পুলিশ সাহেব মিঃ আর, জে, হার্ষ্ট আবার আমাকে ফরিদপুরে পাঠাইতে কৃতসংকল্প হন, এবং আমার আপত্তি ও ভয়ের কারণ সম্যক্ পরিজ্ঞাত হইয়াও তাঁহার আদেশ প্রত্যাহার করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া আমি ব্যাধি উপশমে কার্য্যক্ষম হইয়াছি কিনা পরীক্ষার্থে স্থানীয় সিভিল্ সার্জ্জনের নিকট আমাকে যাইতে আদেশ দেন। সিভিল্ সার্জ্জন সাহেব, তিনি কেবল শারীরিক অবস্থার পরিচয় প্রদানের অধিকারী। তখন বাবা আমাদের বাটীর সম্মুখে শ্রীযুক্ত নটবর ঘোষের বাটীতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমার কষ্টের কারণ জানিতে পারিয়া আমাকে বলিলেন, "ডাক্তার সাহেবকে বল যেন তিনি তোমাকে বৰ্দ্ধমানে রাখিতে লেখেন।" ডাক্তার সাহেব আমাকে দেখিয়া fit লিখিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "What place would suit you? Do you think Burdwan will suit you?" আমি "হাঁ" বলিলে তিনি আমাকে স্বাস্থ্যের অনুরোধে বৰ্দ্ধমানে রাখা উচিত লিখিয়া দেন, পুলিশ সাহেবও তদনুসারে কার্য্য করেন। ১৯০৯ সাল হইতে ১৯১০ সালের কিয়দংশ পর্য্যন্ত আমি রাঁচীতে D.I.G. আফিসে একজন Assistant

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এর কার্য্যে নিযুক্ত থাকি। পরে শ্বাস-যন্ত্রের পীড়া নিবন্ধন ছুটী লইতে বাধ্য হই। তাৎকালিক D.I.G. মিঃ টমাস্ সাহেব বিদায়ান্তে আবার আমাকে রাঁচী যাইতে বলেন। কিন্তু রাঁচী তখন আমার পক্ষে বিষবৎ। আমি অনুনয় বিনয় করিয়া বর্দ্ধমান জেলায় আমাকে নিযুক্ত করিবার আদেশ গ্রহণ করি। সাহেব বেশ একটু বিরক্ত হইলেন এবং বলিলেন—"Oh, evidently you want to avoid me." তাহার পর ১৯১১ সালে তিনি বর্দ্ধমান পরিদর্শন করিতে যান। তখন আমি বর্দ্ধমান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী। বিচার-বিমূঢ় মন ত অনেক রকমই কল্পনা করে—ছিন্ন কন্থায় শায়িত হইয়াও লক্ষ টাকার স্বপ্ন দেখে। আমারও একদিন মনে হইয়াছিল, বোধ হয় আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্ম-সমর্পণ আসিয়াছে। যেন এই ভ্রম-সংশোধন জন্যই বিভু-প্রণোদিত হইয়া টমাস্ সাহেব আমার থানা পরিদর্শনার্থে আগমন করেন। তিনি এই সংবাদ আমাকে দিবার জন্য পুলিশ সাহেবকে আদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু এই নির্ম্মম আদেশ ক্রম-পরম্পরায় আসিতে আসিতে কোনও এক স্তরে অবরুদ্ধ হইয়া যায়। আমি আর ইহার কিছুই জানিতে পারি নাই। সাধারণতঃ যেরূপ করিয়া থাকি আমি সেইরূপ কাপড়-জামা পরিয়াই আসি,—থানার কার্য্যও অন্যান্য দিনের ন্যায় চলিতেছিল। সাধারণতঃ অশৃঙ্খলাই ইহার শৃঙ্খলা। এই অবস্থায় পুলিশ সাহেব সমভিব্যাহারে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

D. I. G. আগমন করেন। তাঁহার পরিদর্শন কালে যে ভাব সর্ব্বত্র পরিস্ফুট হয়, তাহার অভাব দেখিয়া আমাকে বিস্তর অনুযোগ করেন। আমি তাঁহার আগমন বৃত্তান্তের সূচনাভাব হেতু প্রস্তুত হইতে পারি নাই জানাইলে, পুলিশ সাহেব বলেন, তিনি আমাকে সংবাদ দিয়াছিলেন। তাঁহার কথা বলবৎ থাকিতে বাধ্য। "আরম্ভসদৃশোদয়ঃ"—কলে জল পড়্ছে, কনেষ্টবল কল বন্ধ করে নাই, সাহেব অমনি বলিলেন, "Damned waste of public money. Give him a black mark for this ;" ঘরের কোণে সামান্য মাকড়সার জাল আছে, তাহার জন্যও black markএর ব্যবস্থা ; এই ভাবে ১১টী black mark লিখিত হইল। ৬টী black mark হইলে degraded ও ৯টী হইলে dismissed হইতে হয়। মরার উপর খাঁড়ার ঘা দরকার, সুতরাং আমার জন্য ১১টী black mark ব্যবস্থিত হইল। সাহেব চলিয়া গেলে আমি অত্যন্ত বিপন্ন ভাবে বাবার নিকট আসি। বাবা সমুদায় ব্যাপার শুনিয়াও হাসিতে থাকেন এবং বলেন, "দেখ, বেটার কেমন নির্ভরতা আসিয়াছে।" ভোজন বেলা অতিক্রম হইতে দেখিয়া এবং আমাকে অত্যন্ত কাতর দেখিয়া "ভয় নাই— ওরাই কি জগতের মালিক। যাও, খাওয়া দাওয়া করগে" ইত্যাদি প্রবোধ বাক্য বলিয়া আমাকে আশ্বাস দেন। তারপর যখন ইনস্পেকসন রিমার্কের নকল আসিল তখন দেখি, আমার চক্ষুর সম্মুখে যাহা কিছু লিখিত হইয়াছিল,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহার কোন অংশই ইহাতে নাই। সাহেব সর্ব্বত্রই "Everything is in good order" লিখিয়াছেন।

ইহার কিছুদিন পরে আমার স্ত্রীর আংটী বা কোন একটি অলঙ্কার হারাইয়া যায়। ক্ষতি-জনিত দুঃখ অপেক্ষা "সোনা হারাইয়াছে" বলিয়া ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কায় সকলে ব্যথিত হইয়া গুরুদেবকে কাতর ভাবে স্মরণ করিতে থাকে। ২।৩ দিন পরে যে জায়গা চাকরে অনেকবার ঝাঁট দিয়াছে ও জল দিয়া পরিষ্কার করিয়াছে বাড়ীর সেইরূপ অংশে, অর্থাৎ হয় ঘরের মেজেতে কিংবা বাইরের বারাণ্ডায়, সেই জিনিষটি পাওয়া যায়।

আমার প্রথম জাতা দুইটি কন্যা অকালে ভূমিষ্ঠ হইয়া স্ব-ধামে চলিয়া গেলে এবং কিছুকাল সন্তান হইবার কোন সম্ভাবনা না দেখিয়া আমার পূজ্যপাদ স্বর্গীয়া মাতাঠাকুরাণী অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন এবং অবশেষে বাবাকে তাঁহার মনোবেদনার কথা জানাইলেন। বাবা বলিলেন, "আমার শিষ্য কখনও নির্ব্বংশ হইবে না।" ইহার কিছুদিন পরে আমার অনুপস্থিতি কালে আমার স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া মা বাবাজীর শ্রীচরণ দর্শন করিতে যান, আমার সতীর্থ (গুরুভাই) শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ মুখোপাধ্যায় তখন আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিলেন,—"শরৎ-দার মায়ের বড় ইচ্ছা শরৎ-দার একটু কিছু হয়।" বাবা তদুত্তরে বলিলেন, "হাঁগো, শরতের একটী সন্তান হওয়া আবশ্যক।" তারপর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটী ঘোড়ার গাড়ী করিয়া লোকাভাব হেতু পরমারাধ্য বাবা স্বয়ং ইহাদিগকে লইয়া আমাদের বাসায় রাখিয়া যান। ইহারই চতুর্থ দিবসে গর্ভের সঞ্চার হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার স্ত্রীর অত্যন্ত জ্বর হয়। দস্তুর মত এ্যালোপ্যাথিক ঔষধ খাওয়াইয়া ফল না হওয়ায় একটী ডি, গুপ্ত কিনিয়া আনি। সকালে এই ডি, গুপ্তের আরকের শিশিটি খুলিতেছি, এমন সময় পরমারাধ্য বাবা আমাদের বাসায় পদার্পণ করিলেন এবং আমাকে ও স্বর্গীয়া মাতাঠাকুরাণীকে অনুযোগ করিয়া বলিলেন, "তোমরা অতি বোকা। বউমা যে অন্তঃ-সত্ত্বা।" পূর্ণ গর্ভাবস্থায় আমার স্ত্রী দোতালা হইতে একটি সিঁড়ি পার হইয়া চাতালে পড়িয়া যায়। তখনই বাবাকে সংবাদ দিয়া একটু স্নান জল আনি। তার পরদিনই আমার কন্যা শ্রীমতী ইন্দুবালা ভূমিষ্ঠ হয়।

এই সময়ের মধ্যে বাবার অঙ্গ-ঘ্রাণ এবং সেই গন্ধ অন্য ব্যক্তি বা বস্তুতে সঞ্চার ব্যতীত আরও অনেক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তাঁহার ইচ্ছায় অজস্র আঙ্গুর আসিয়াছে,— সকলে খাইয়াছি। দেখিয়াছি মুখের ভিতর হইতে ও শরীরের নানা স্থান হইতে আঙ্গুর বাহির হইয়াছে। কলা, সন্দেশ ও নানা দ্রব্য এই ভাবে খাইয়াছি। বিস্তর অলৌকিক ব্যাপার দেখিয়াছি। কিন্তু লিপিবদ্ধ করিয়া না রাখায় সকল কথা স্মরণ হইতেছে না। আমাদের গুরুভাই ৺নীরদ মোহন রায় চৌধুরীর দাদা শ্রীযুক্ত লালমোহন রায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চৌধুরী এখন হুগলীর রেকর্ড কিপার। ইঁহার দীক্ষার দিন ইনি সন্ধ্যা হইতে রাত্রি ১০।১১ টা পর্য্যন্ত আশ্রমে ছিলেন। তারপর একাকী নীরদ বাবুর বাসায় প্রত্যাগমন কালে পথ হারাইয়া অন্যত্র যাইয়া পড়েন ও উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে বিচরণ করিতে থাকেন। তখন এক অপরিচিত পুলিশ প্রহরী "দেওকীনন্দন" নামে আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়া অযাচিত ভাবে তাঁহাকে পথ দেখাইয়া বাসা পর্য্যন্ত আসে, কিন্তু পর দিবসে সে নামের বা আকৃতির কোন কনেষ্টবলের সন্ধান কোথাও পাওয়া যায় নাই। তারপর রাত্রি আন্দাজ ২টার সময় লালমোহন বাবুর কক্ষে বাবা গমন করিয়া তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করেন। তিনি উঠিয়া বসিবার আসন ও তামাক সাজিয়া দেন এবং পদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করেন। বাবা বলেন, "এত ঘুমাইলে চলিবে না, খুব ভোরে যাইবে।" তারপর লালমোহন বাবু, পার্শ্বস্থ কক্ষে শায়িত নীরদ বাবুর নিদ্রাভঙ্গ করেন। নীরদ বাবু বাহিরে আসিলে লালমোহন বাবু পশ্চাতে নিরীক্ষণ করিয়া দেখেন, বাবা নাই। অথচ পদ্ম-গন্ধে ঘরখানি আমোদিত। তারপর বিস্মিত ভাবে দেখেন যে প্রত্যেক দরজার খিল পূর্ব্ববৎ বন্ধই রহিয়াছে। পরদিন আশ্রমে জিজ্ঞাসা করিলে সকলেই একবাক্যে বলেন, "বাবা আশ্রম ছাড়িয়া রাত্রে কোন দিন কোথাও যান না, সে দিনও যান নাই।" পুনরায় সেই রাত্রির শেষ ভাগে আমাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরুভাই নেপাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লালমোহন বাবুর নিদ্রাভঙ্গ করেন এবং কিছুদূর তাঁহার সঙ্গে আসিয়া অন্য দিকে কার্য্যোপলক্ষে চলিয়া যান। আশ্রমে আসিয়া নেপাল বাবুকে ইঁহারা আশ্রমেই দেখিতে পান এবং তিনি ইহার বাসায় যাওয়া বা ডাকা অস্বীকার করেন।

তখন আমি খুলনার কোর্ট ইনস্পেক্টর। খুলনা হইতে সপরিবারে শ্রীশ্রী৺শিবরাত্রি উপলক্ষে বাটী আসিতেছিলাম, সঙ্গে একটি বৎসর দুই বয়সের কন্যা ছিল। সঙ্গে দুগ্ধ ছিল না। মেয়েটি অত্যন্ত কাঁদিতেছিল। লিলুয়া ষ্টেশনে গাড়ী থামিলে একজন গোয়ালা দুগ্ধের ভার সহ গাড়ীতে উঠে। উঠিবার সময় খুব আপত্তি করা হয়। সে বলিল, "মহাশয়, এখনই নেমে যাব, একটু দাঁড়িয়ে যাই।" অনিচ্ছাসত্ত্বে সকলে মত দিলেন। সে কিন্তু গাড়ীতে উঠিয়াই বলিল, "আধ সের খাঁটি দুধ আছে, বিক্রী হয় নাই। সঙ্গে ছোট মেয়ে দেখছি। আপনারা দুধটুকু ঢেলে নিন। দাম চাই না।" দুগ্ধ ঢালিয়া দিতে দিতে গাড়ী ষ্টেসনে আসিল, সে গাড়ী হইতে নামিয়া জনতায় মিশিয়া গেল, আর তাহাকে দেখিতে পাওয়া গেল না।

হরিদ্বার হ'তে একটী হিন্দুস্থানী সাধু কুম্ভক করিতে গিয়া পীড়িত হন। বুকের বেদনায় অস্থির হইয়া নানাস্থানে যান, কিন্তু কেহই ব্যাধির উপশম করিতে পারেন নাই। অনেক সন্ন্যাসীর নিকট যান। তাঁহাদের উপদেশে বাবার আশ্রয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চৌধুরী এখন হুগলীর রেকর্ড কিপার। ইঁহার দীক্ষার দিন ইনি সন্ধ্যা হইতে রাত্রি ১০।১১ টা পর্য্যন্ত আশ্রমে ছিলেন। তারপর একাকী নীরদ বাবুর বাসায় প্রত্যাগমন কালে পথ হারাইয়া অন্যত্র যাইয়া পড়েন ও উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে বিচরণ করিতে থাকেন। তখন এক অপরিচিত পুলিশ প্রহরী "দেওকীনন্দন" নামে আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়া অযাচিত ভাবে তাঁহাকে পথ দেখাইয়া বাসা পর্য্যন্ত আসে, কিন্তু পর দিবসে সে নামের বা আকৃতির কোন কনেষ্টবলের সন্ধান কোথাও পাওয়া যায় নাই। তারপর রাত্রি আন্দাজ ২টার সময় লালমোহন বাবুর কক্ষে বাবা গমন করিয়া তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করেন। তিনি উঠিয়া বসিবার আসন ও তামাক সাজিয়া দেন এবং পদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করেন। বাবা বলেন, "এত ঘুমাইলে চলিবে না, খুব ভোরে যাইবে।" তারপর লালমোহন বাবু, পার্শ্বস্থ কক্ষে শায়িত নীরদ বাবুর নিদ্রাভঙ্গ করেন। নীরদ বাবু বাহিরে আসিলে লালমোহন বাবু পশ্চাতে নিরীক্ষণ করিয়া দেখেন, বাবা নাই। অথচ পদ্ম-গন্ধে ঘরখানি আমোদিত। তারপর বিস্মিত ভাবে দেখেন যে প্রত্যেক দরজার খিল পূর্ব্ববৎ বন্ধই রহিয়াছে। পরদিন আশ্রমে জিজ্ঞাসা করিলে সকলেই একবাক্যে বলেন, "বাবা আশ্রম ছাড়িয়া রাত্রে কোন দিন কোথাও যান না, সে দিনও যান নাই।" পুনরায় সেই রাত্রির শেষ ভাগে আমাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরুভাই নেপাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লালমোহন বাবুর নিদ্রাভঙ্গ করেন এবং কিছুদূর তাঁহার সঙ্গে আসিয়া অন্য দিকে কার্য্যোপলক্ষে চলিয়া যান। আশ্রমে আসিয়া নেপাল বাবুকে ইঁহারা আশ্রমেই দেখিতে পান এবং তিনি ইঁহার বাসায় যাওয়া বা ডাকা অস্বীকার করেন।

তখন আমি খুলনার কোর্ট ইনস্পেক্টর। খুলনা হইতে সপরিবারে শ্রীশ্রী৺শিবরাত্রি উপলক্ষে বাটী আসিতেছিলাম, সঙ্গে একটি বৎসর দুই বয়সের কন্যা ছিল। সঙ্গে দুগ্ধ ছিল না। মেয়েটি অত্যন্ত কাঁদিতেছিল। লিলুয়া ষ্টেশনে গাড়ী থামিলে একজন গোয়ালা দুগ্ধের ভার সহ গাড়ীতে উঠে। উঠিবার সময় খুব আপত্তি করা হয়। সে বলিল, "মহাশয়, এখনই নেমে যাব, একটু দাঁড়িয়ে যাই।" অনিচ্ছাসত্ত্বে সকলে মত দিলেন। সে কিন্তু গাড়ীতে উঠিয়াই বলিল, "আধ সের খাঁটি দুধ আছে, বিক্রী হয় নাই। সঙ্গে ছোট মেয়ে দেখছি। আপনারা দুধটুকু ঢেলে নিন। দাম চাই না।" দুগ্ধ ঢালিয়া দিতে দিতে গাড়ী ষ্টেসনে আসিল, সে গাড়ী হইতে নামিয়া জনতায় মিশিয়া গেল, আর তাহাকে দেখিতে পাওয়া গেল না।

হরিদ্বার হ'তে একটী হিন্দুস্থানী সাধু কুম্ভক করিতে গিয়া পীড়িত হন। বুকের বেদনায় অস্থির হইয়া নানাস্থানে যান, কিন্তু কেহই ব্যাধির উপশম করিতে পারেন নাই। অনেক সন্ন্যাসীর নিকট যান। তাঁহাদের উপদেশে বাবার আশ্রয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ্রহণ করেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, বোধ হয় আরোগ্যের জন্য বাবা কোন ক্রিয়া দেবেন, কিন্তু বাবা তাহা দেন নাই। কিন্তু দুই দিনেই তিনি আরোগ্য লাভ করিয়া বিস্মিতভাবে বাবার স্তুতি করিতে করিতে চলিয়া যান।

আমাদের গুরুভাই বিনোদবিহারী ভট্টাচার্য্য আর একটি গুরুভ্রাতার পুত্রের বিবাহে বরানুগমন করেন। তাঁহার তথায় জ্বর হয়। বাবা তখন বর্দ্ধমানে। বাবা বলিলেন, "ওগো, বিনোদের জ্বর হয়েছে। আমোদ করতে গেল, জ্বর এলে সকলে ব্যতিব্যস্ত হবে, জ্বরটা টেনে নেওয়া যাক।" এই কথা বলার কিছু পরেই বাবার কম্প দিয়া জ্বর আসে। পরদিন আবার সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেন।

একবার শ্রীশ্রী৺শিবরাত্রিতে বণ্ডুল আশ্রমে আমার খুব জ্বর হয়। তারপর পারণের দিন প্রাতেও আন্দাজ ১০৩ ডিগ্রী জ্বর। উপস্থিত অনেক ডাক্তার গুরুভাই হাত দেখিয়াছিলেন। আমি কি খাইব, জিজ্ঞাসা করায় যাহা সকলে খাইবে আমিও তাহাই খাইব, এই আদেশ পাই। সুতরাং সরবত ফলমূল হইতে আরম্ভ করিয়া লুচি সন্দেশ প্রভৃতি সবই খাই। প্রসাদ পাওয়ার পরই জ্বর ছাড়িয়া যায়। শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ হয় এবং জ্বর-জনিত দুর্ব্বলতা আমাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। ইতি—

শ্রীশরচ্চন্দ্র খাঁ।*

---

* সম্প্রতি ইনি পরলোক গমন করিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকেদার নাথ ভৌমিক

উকিল, ১২৩/১, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সন ১৩৩৪ সালের চৈত্রমাসে গুড্‌ফ্রাইডের ছুটীতে যখন ডিহিরি-অন্‌-সোনে বেড়াইতে যাই, তথায় এক দিবস আমার ভায়রা-ভাই শ্রীযুক্ত ভূপতি ভূষণ ভট্টাচার্য্যের বাটীতে অবস্থান-কালে তাঁহার মাতুল শ্রীযুক্ত মাখন লাল ভট্টাচার্য্যের (ইনি এবং উক্ত ভূপতি চরণ ভট্টাচার্য্য উভয়েই উপস্থিত আমাদের গুরুভাই) নিকট শ্রীশ্রীগুরুদেবের চরিত কথা শ্রবণ করি এবং "শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ প্রসঙ্গ" প্রথম ভাগ ('চরিত-কথা') নামক একখানি পুস্তকে শ্রীশ্রীগুরুদেবের জীবনী পাঠ করিয়া পরমানন্দ উপভোগ করি। এই সময় হইতেই এই মহা-পুরুষের শ্রীচরণ দর্শন আকাঙ্ক্ষা মনে প্রবল ভাবে জাগিয়া উঠে। এই ঘটনার কয়েক মাস পরে একদিন আমাদের জোড়া বাগান কোর্টের লাইব্রেরীতে সম-ব্যবসায়ী শ্রীজানকী নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দাদার নিকট কথায় কথায় বলি, "যথার্থ কোন মহাপুরুষের শ্রীচরণ দর্শন লাভ হইলে বড় পরিতৃপ্ত হই।" কথা-প্রসঙ্গে উক্ত ভ্রাতা জানকী নাথ আমাকে কহেন, "তোমার যদি অন্তরের ইচ্ছা এই রূপই হয়, শীঘ্রই পাইবে।" আমি এই দিন পুনঃ পুনঃ এই মর্ম্মে কথা বলিলে জানকী দাদা আমাকে বিশেষ কোন কথা না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিয়া চুপ রহেন এবং আমিও বাটী চলিয়া যাই। এই ঘটনার ১।১ দিবস পরে পুনরায় এই লাইব্রেরীতে উভয়ে মিলিত হইয়া কথা কহিতে আরম্ভ করি এবং আমি কহি, "আমি এক মহাপুরুষ শ্রীযুক্ত বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস দেবের কথা কোন ভদ্রলোকের মুখে শুনিয়া এবং তাঁহার জীবনী পাঠ করিয়া বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। ইনি কোথায় থাকেন? জানকীদাদা, কিছু বলিতে পারেন কি?" ইত্যাদি। জানকীদাদা এই দিনও আমাকে বাবার বিষয় কিছু বলেন নাই। এই ঘটনার পর দিবস আমি বিশেষ আগ্রহ সহকারে ও কাতর ভাবে লাইব্রেরীতে জানকীদাদাকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করায় জানকীদাদা তাঁহার নিজের ভাবে আমাকে নানাবিধ প্রশ্ন করিয়া পরিশেষে আমার অশ্রুপাত দেখিয়া কেবল মাত্র কহিলেন, "২০।১, রূপনারায়ণ নন্দন লেনে বাবা আছেন।" কিন্তু তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে স্বীকার করিলেন না—বলিলেন, "তোমার ইচ্ছা হয় যাইয়া বাবার শ্রীচরণ দর্শন করিতে পার, ইহাতে আমার সমভিব্যাহারের আবশ্যকতা কি?" এই দিন সময়াভাবে যাইতে না পারায় তৎপরদিবস অপরাহ্নে আমি একাকীই যাইয়া আশ্রমের নিয়মানুসারে অনুমতি লইয়া উপরে উঠিয়া বাবার শ্রীচরণ দর্শন করিয়া প্রণাম করি ও কিছুকাল থাকিয়া কথাবার্ত্তা কহিয়া বাবার প্রদত্ত পান প্রসাদ গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্ত হই। শ্রীমুর্ত্তি দর্শন মাত্রই আমার বিশেষ ভাল লাগিল এবং আমার মন শ্রীচরণে নত হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পড়িল। কিন্তু আশ্রমের নিয়মানুসারে অধিকক্ষণ না থাকিয়া শ্রীচরণে প্রণাম করিয়া বাটী ফিরিয়া আসিলাম। ইহার পরদিন পুনরায় যাইয়া প্রণাম করিয়া দীক্ষা লাভের জন্য প্রার্থনা করিলাম। বাবা বলিলেন, "কুলপ্রথা অনুসারে তোমার একবার দীক্ষা হইয়াছে বুঝিতেছি।" আমিও ইহা স্বীকার করিয়া পুনরায় তাঁহার নিকট দীক্ষা-প্রার্থী হই। বাবা কহিলেন, "অনুমতি আসিলেই দীক্ষা হইবে।" এই দিন হইতে শ্রীচরণ দর্শন করিবার অনুমতি লইয়া প্রায় প্রত্যহই আশ্রমে যাইয়া শ্রীচরণে প্রণাম করিতাম। প্রায় একমাস পরে বাবা কহিলেন, "অনুমতি আসিয়াছে—আগামী ১০ই ভাদ্র (১৩৩৫ সাল) তোমার ও তোমার স্ত্রীর দীক্ষার দিন স্থির হইয়াছে।" বাবার মুখে এই সংবাদ শুনিয়া যারপর নাই আনন্দিত হইলাম এবং বাটী ফিরিয়া স্ত্রীকে বলিয়া পরমানন্দ ভোগ করিলাম।

১০ই ভাদ্র ১৩৩৫ সালে আমার ও আমার স্ত্রীর দীক্ষা সম্পন্ন হইল এবং আমরা উভয়েই এক অনির্ব্বচনীয় শান্তি অনুভব করিলাম।

দীক্ষার দিন হইতেই শ্রীগুরুদেবের যে সব অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতেছি তাহার কতকগুলি এখানে লিপিবদ্ধ করিলাম।

১। শ্রীগুরুদেব দীক্ষার সময় আমার স্ত্রীকে যে একটি মাহুলী ধারণ করিতে দেন তাহা আমার স্ত্রী দীক্ষার দিনই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া হারাইয়া ফেলে এবং এই ঘটনায় বিশেষ কাতর হইয়া পড়ে। সমস্ত দিন কান্নাকাটিতে কাটাইয়া রাত্রিকালে মর্ম্মাহত অবস্থায় শয়ন করিয়া থাকে। পর দিবস অতি প্রত্যূষে কাহাকেও কিছু না বলিয়া হঠাৎ বেগে শয্যাত্যাগ করিয়াই ঘরের বাহিরে যাইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে মাতুলীটি হাতে করিয়া ঘরে প্রবেশ করে ও আমাকে দেখাইয়া কহে— "স্বপ্নে বাবা আমাকে ছাদ হইতে মাতুলীটি আনিতে আদেশ করায় আমি ছাদে যাইয়াই এই মাতুলীটি পাইলাম।" পূর্ব্ব দিবস ঐ ছাদ ও অন্যান্য জায়গা তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও আমরা কেহ উহা পাই নাই।

২। সন ১৩৩৫ সালের ৺পূজার ছুটীতে আমি ও আমার স্ত্রী ৺কাশী আশ্রমে বাবার শ্রীচরণ প্রান্তে ছিলাম। ৺পূজার পরেই বাবার সহিত আমি, আমার স্ত্রী ও অন্যান্য গুরুভাই ভগিনী অনেকে নৈমিষারণ্যে তীর্থ-ভ্রমণে যাই। লক্ষ্ণৌ হইতে প্রাতে রওনা হইয়া আন্দাজ দুপুর বারটার সময় নৈমিষারণ্যে পৌঁছি। রাস্তায় অত্যন্ত ধুলা থাকায় বাবার শ্রীচরণে অধিক ধুলা লাগে। নৈমিষারণ্যে পৌঁছিয়াই বাবার শ্রীচরণ ধৌত করিয়া তাঁহার ব্যবহারের গামছা দ্বারা শ্রীচরণ পুছিয়া দেওয়া হয়। তৎপরে দেব দেবী মুনি ঋষিদের আশ্রম পরিদর্শনের পর একটি গাছের তলায় বাবার উপবেশনের আসন করিয়া দেওয়া হয়। পুনরায় শ্রীচরণ ধৌত করিয়া উক্ত গামছাখানির দ্বারা পুছাইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাইবার ইচ্ছায় গামছাখানির তল্লাস করিয়া পাওয়া না যাওয়ায় একখানি গাত্রবস্ত্র দ্বারা বাবার শ্রীচরণ পুছিয়া দেওয়া হয়। গামছাখানি অনেক অনুসন্ধানেও না পাওয়াতে আমরা সকলে বিশেষ ব্যস্ত ও ত্রস্ত হই। বাবার ভোগ-প্রসাদ পাইয়া সকলেই ঐ দিবস যাত্রা করিয়া পুনরায় লক্ষ্ণৌর বাসা বাড়ীতে উপনীত হই। সেখানে বাবার ঘর খুলিয়াই দেখি যে তাঁহার শ্রীচরণের ধুলাযুক্ত ঐ হারান গামছাখানি ঘরেই রহিয়াছে। সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বাবাকে বলাতে তিনি বলিলেন, "এরূপ হয় গো।"

৩। ১৩৩৬ সালের বৈশাখ কি জ্যৈষ্ঠ মাসে বাবা ২০।১, রূপনারায়ণ নন্দন লেনের আশ্রমে ছিলেন। আমি প্রায়ই প্রতি রবিবারে বেলফুলের মালা লইয়া প্রাতে শ্রীচরণ দর্শনে যাইতাম। একদিন শ্রীচরণে অর্পিত একগাছি বেলফুলের মালা লইয়া বলিলেন, "৺কুমারী মাতাদের ভোগ দেওয়ায় স্বীকৃত হইলে এই বেলফুলের মালাটি এখনই বহুমূল্য মুক্তামালায় পরিণত করা যায়।" উপস্থিত গুরুভ্রাতাদের মধ্যে সকলেই চুপ থাকায় বাবা দয়াপরবশ হইয়া আমাদের মঙ্গলার্থে ও শিক্ষার্থে উক্ত মালা হইতে একটী ফুল লইয়া তাহাকে একটি অতি সুন্দর ও উজ্জ্বল মুক্তায় পরিণত করিলেন। মুক্তাটির নির্ম্মাণ কালে এবং কাঠিন্য ভাব ধারণ করিবার পূর্ব্বে জনৈক গুরুভ্রাতা ইহা স্পর্শ করায় মুক্তাটির আকৃতি একটু খারাপ হয়। ইহাতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাবা উক্ত নির্ম্মিত মুক্তাটির উপরের স্তরটি উঠাইয়া দেন। মুক্তাটি বিশেষ সুগোল ও উজ্জ্বল হইয়াছিল। এই মুক্তাটি এখনও গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত যতীশ চন্দ্র বসুর নিকট আছে। উক্ত স্তরের কিয়দংশ আমার কাছেও আছে।

৪। একদিন রবিবার প্রাতে যখন আমি, যোগেশ-দাদা, অরুণদাদা, জানকীদাদা, রজনীদাদা, নরেনদাদা প্রভৃতি কতিপয় গুরুভাই রূপনারায়ণ নন্দন লেনে আশ্রমে বাবার শ্রীচরণ সমীপে উপস্থিত ছিলাম এবং বাবা নানাবিধ সৎকথা দ্বারা আমাদিগকে নানারূপ শিক্ষা প্রদান করিতেছিলেন, তখন কথায় কথায় কহিলেন—"বিষ্ণুর নাভি-কমল হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি, ইত্যাদি শাস্ত্রীয় উক্তি অতি সত্য।" এই বলিয়াই বাবা অরুণদাদাকে একটু গঙ্গাজল আনিতে আদেশ করেন। অরুণদাদা বাবার ঘর হইতে গঙ্গাজল আনিয়া বাবাকে প্রদান করিলে বাবা পরিহিত বস্ত্র-খানি নাভিদেশ হইতে একটু নিম্নে সরাইয়া উক্ত গঙ্গাজলে নাভি স্পর্শ করিয়াই নাভিটি দক্ষিণ হস্ত দ্বারা ধরিলেন। নাভির মধ্য হইতে একটি অতি সুন্দর লাল দিব্য পদ্ম-গন্ধযুক্ত কমল বাহির হইল এবং ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এই সময়ে ঘরটি পদ্ম-গন্ধে আমোদিত হইয়াছিল। এই সময় সমবেত গুরুভ্রাতারা সকলেই বিভোর হইয়া অশ্রুপাত করায় বাবা হাসিয়া সাদরে কহিলেন, "কান্না কিসের গো? আরও অধিক বহির্গত করিলে দেখিয়া তোমরা সকলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অজ্ঞান হইয়া পড়িতে—সে তেজ সহ্য করিবার যোগ্যতা এখনও তোমাদের হয় নাই।” এই বলিয়াই উক্ত কমলটি সঙ্কুচিত রিয়া নাভিদেশ পূর্ব্ববৎ স্বাভাবিক করিলেন।

৫। বাবা সূর্য্য-বিজ্ঞানের সাহায্যে যে সকল ঘটনা আমার সম্মুখে দেখাইয়াছেন তাহার মধ্যে একটি আমি নিম্নে বর্ণনা করিতেছি :—

একদিন রবিবার প্রাতে কথায় কথায় শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গের সুগন্ধের কথা উঠে। বাবা কহিলেন, “এখন ফোকাস করিয়া উক্ত অঙ্গ-গন্ধের আরক নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে। তোমরা কুমারী-মাতাদের ভোগের দরুণ কিছু অর্থ সংগ্রহ কর।” উপস্থিত ভ্রাতাগণ মিলিয়া কুমারী মাতাদের ভোগ দেওয়া স্বীকার করিলে বাবা একটি নূতন খালি দুই আউন্স শিশি নীল কাগজে আবৃত করিয়া দুই কি তিন মিনিট রৌদ্র-তাপে রাখিয়া লেন্স দ্বারা চকিতে ফোকাস করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-গন্ধের আরকে শিশিটি পূর্ণ করিলেন। সমবেত গুরুভ্রাতারা প্রায় সকলেই এক ড্রাম নূতন ঔষধের শিশিতে করিয়া উহা নিলেন। এই আরক এখনও আমাদের অনেকের কাছে আছে।

৬। প্রয়াগে কুম্ভমেলা :—

সন ১৩৩৬ সালের বড় দিনের ছুটীতে, আমি যোগেশ-দাদা ও রায় সাহেব ননীদাদা ৺কাশীধামের আশ্রমে বাবার শ্রীচরণ দর্শন করিয়া এলাহাবাদে যে বাটী বাবার জন্য ভাড়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করা হয় তাহার সবিশেষ বন্দোবস্তের জন্য এলাহাবাদে যাই। তথায় উক্ত বাটীতে প্রবেশ করিয়া যখন সমস্ত গৃহ-গুলি দেখিয়া কোন্ ঘরখানি বাবার বাসোপযোগী হইবে ঠিক করিতেছিলাম সেই সময় এক অপূর্ব্ব দিব্য গন্ধ আমরা সকলেই পাই। বন্দোবস্তের পর সেই দিনই ৺কাশী আশ্রমে রাত্রিকালে পোঁছি। পরদিন প্রাতে বাবাকে বাটীটির বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেই বাবা শ্রীমুখে বলিলেন "বাড়ীটি ভালই হইয়াছে। তবে ত্রিতলের সিঁড়ি একটু খাড়া ভাবের, উঠিতে কষ্ট হইবে" ইত্যাদি। কহিয়া আমাদের চাক্ষুষ দর্শনের বিষয়গুলি সবই বলিলেন। তিনি বলিলেন, "তোমাদের সহিত আমিও বাটীটি দেখিতে-ছিলাম।" উক্ত তীব্র গন্ধ যে বাবার উপস্থিতি-সূচক তাহা আমরা বেশ বুঝিলাম। পৌষ সংক্রান্তির সময় কুম্ভমেলায় স্নান ইত্যাদি হেতু যখন আমি ও আমার স্ত্রী উক্ত বাটীতে বাবার শ্রীচরণ সমীপে কয়েক দিবস অবস্থান করি তখন একদিবস মধ্যাহ্নে শ্রীগুরুদেব আমার স্ত্রীকে গুণ্ডি তামাকের কণামাত্র তামাক হইতে একটি বিশুদ্ধ উজ্জ্বল স্ফটিক এবং আমাদের গুরুভগিনী শান্তিদিদিকে একটি সুবর্ণের মটর প্রস্তুত করিয়া দেন। এই স্ফটিক আমার স্ত্রী গলায় ধারণ করিয়া আছে এবং সোনার মটরটিও শান্তিদিদির নিকট আছে। এই সময়ের আরও একটি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য ঘটনা এই ; একদিন প্রাতে বাবার সহিত আমি ও বেনারস

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল গোপীনাথদাদা ত্রিবেণী-সঙ্গমের পূর্ব্বপারে ঝুসি নামক স্থানে মেলা উপলক্ষে বহু সাধু-মণ্ডলীর দর্শনে যাইতে যাইতে পথে এক জায়গায় ফোটো তোলার বন্দোবস্ত দেখি। বাবার সহিত আমরা উভয়ে একটি ফোটো রাখি এইরূপ ইচ্ছা বাবার শ্রীচরণে প্রকাশ করায় বাবা অনুমতি দিলেন। বাবাকে মধ্যে বসাইয়া আমি ও গোপীনাথদাদা বাবার উভয় শ্রীচরণ পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ফোটোটি তোলাইলাম। সাধু-দর্শনের পর ফিরিবার সময় ফোটোওয়ালার নিকট হইতে ফোটোগ্রাফ-খানা পাইয়াই দেখি বাবার শিরোপরি স্পষ্ট অক্ষরে একটি প্রণব (ওঁ) অঙ্কিত হইয়াছে। দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম—কারণ ফোটো তুলিবার সময় ব্যাক-গ্রাউণ্ডের চাদরে বা অন্য কোন স্থানে ওরূপ (ওঁ) ছিল না। বাবাকে জিজ্ঞাসা করায় বাবা কহিলেন,—"ফোটো তুলিবার সময় কোন মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল বলিয়াই ওরূপ (ওঁ) অঙ্কিত হইয়াছে।"

৭। সন ১৩৩৭ সালের ১৫ই চৈত্র আমার ও অন্যান্য কয়েকটি গুরু-ভ্রাতাদের সমক্ষে যে একটি বিশেষ ঘটনা হয় তাহা বিবৃত করিতেছি :—

কথা-প্রসঙ্গে বাবা বলিলেন, "জগতে সব বস্তু দেখিয়া তোমরা ঠিক বস্তু দেখিতেছ বলিয়া মনে কর, তাহা ঠিক নয়—এ সব প্রকৃতির বিকৃতি-ভাব।" এই বলিয়া একটি এলাইচের গুঁড়ার কৌটা হইতে কিয়দংশ এলাইচের গুঁড়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হাতে লইয়া তৎক্ষণাৎ ইহাকে একটি গন্ধ-বিশিষ্ট চন্দন-বটিকায় পরিণত করিলেন এবং বলিলেন, "ইহা চন্দন-বটিকাও নহে। এই দেখ, ইহা স্ফটিক।" বলিয়া তৎক্ষণাৎ উহাকে একটি উজ্জ্বল স্ফটিকে পরিণত করিলেন।

৮। সন ১৩৩৭ সাল ২২শে চৈত্র।

এই দিনের বিশেষ উল্লেখ যোগ্য ঘটনা। ৭নং কুণ্ড রোড ভবানীপুর গুরুভ্রাতা যোগেশদাদার বাটীতে বাবার অবস্থান-কালে বাবা মৃত্যুর পরাবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে কথা-প্রসঙ্গে বলিলেন,—"সৎকর্ম্ম করিলে জীব স্বর্গে যায় এবং অসৎকর্ম্ম দ্বারা নরক ভোগ হয় এবং দণ্ড গ্রহণ করিতে হয়। যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ কালে যমরাজ (ধর্ম্মরাজ) যুধিষ্ঠিরকে এক প্রকার পরম পবিত্র সুধাসম সন্দেশ খাইতে দেন (ইহা যমরাজের নিয়ম—সৎকর্ম্ম দ্বারা স্বর্গারোহণের অধিকারীদের সকলকেই এইরূপ সন্দেশ দেন)। যমরাজ যেরূপ সন্দেশ এরূপ অধিকারীদের দেন তাহা বিজ্ঞান-বলে দেখান যায়।" বাবা এইরূপ বলিলে, সমবেত ভ্রাতৃ-মণ্ডলের আব্দারে তিনি প্রীত হইয়া তখনই কার্য্য আরম্ভ করিলেন—একটি পান-মসলা-পূর্ণ কৌটা আমার গাত্রের সিল্কের-চাদর দ্বারা আবৃত করিয়া উপস্থিত রায় বাহাদুর সুরেশ সিংহ দাদাকে হাতে ধরিয়া চাপিয়া রাখিতে বলিলেন। তদনন্তর বাবা নিজের বিছানার উপর একটি পানের কৌটার উপর তিনবার আঘাত করিলেন এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুরেশদাদার হস্ত হইতে কৌটাটি লইয়া সর্ব্ব সমক্ষে অতি স্পষ্ট ভাবে খুলিলেই কৌটা-পূর্ণ উৎকৃষ্ট সন্দেশ দেখা গেল। ইহা আমরা সকলে বাবার অনুমতিক্রমে খাইয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিলাম। এইরূপ বস্তু আমরা পূর্ব্বে কখনও খাই নাই। উহা অতীব সুগন্ধযুক্ত এবং অতিশয় সুস্বাদু ছিল।

৯। ৬ই বৈশাখ ১৩৩৮, উক্ত যোগেশদাদার বাটীতে ঘটনা :—

এই দিন প্রাতে বাবা দুইটি প্রস্ফুটিত বেলফুল লইয়া আমার ও যোগেশদাদা প্রভৃতি অনেক গুরুভাইয়ের সম্মুখে নিমেষ মধ্যে উহাদিগকে ২টী উজ্জ্বল স্ফটিকে পরিণত করিয়া একটি আমার গাত্রে এবং অন্যটি যোগেশদাদার গাত্রে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। আমাদের গাত্রে স্ফটিক দুইটি প্রবেশিত হইলে উহা বেশ বুঝিলাম,—অনুভব এবং প্রত্যক্ষ করিলাম। এই স্ফটিক আমাদের দেহাভ্যন্তরে আছে। প্রবেশকালে কোনরূপ কষ্ট হয় নাই এবং অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয় নাই।

১০। সন ১৩৩৮ সাল বড় দিনের ছুটী :—

এই সময়ে ৺কাশী আশ্রমে বাবার শ্রীচরণ সমীপে অবস্থান কালে একদিন প্রাতে সৃষ্টি-তত্ত্ব বুঝাইতে বুঝাইতে বাবা বলিলেন, "ত্রিজগৎ যোনি-পীঠ। প্রকৃতি হইতেই পুরুষের উদ্ভব হইয়া আবার এই প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগে প্রকৃতির ইচ্ছানুসারে এই ব্রহ্মাণ্ড ইত্যাদির উৎপত্তি বা সৃষ্টি।" এইরূপ কহিতে কহিতে বাবা দক্ষিণ হস্তের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তালু প্রসারণ করিয়া দেখাইলেন তালুতে গাঢ় লাল বর্ণযুক্ত ঠিক যোনির আকৃতির একটি পদার্থ নির্ম্মিত হইয়াছে। উহা হইতে প্রায় ৩।৪ ইঞ্চ লম্বা একটি লিঙ্গ বহির্গত হইল এবং ঐ লিঙ্গটি পুনরায় যোনি-মধ্যে প্রবেশ করিল। ঐ সময় আমি, রায় সাহেব ননীদাদা ও জমিদার কুমার নৃপেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী দাদা উপস্থিত ছিলেন।

১১। বাবা কখনও সূর্য্য-বিজ্ঞানে, কখনও বায়ু-বিজ্ঞানে, কখনও ইচ্ছাশক্তি-প্রভাবে আমাদের সমগ্র গুরু-ভাইদের বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য এবং শাস্ত্রবাক্য ঋষিবাক্য প্রভৃতিতে শ্রদ্ধা বাড়াইবার জন্য কতবার তুলা হইতে উজ্জ্বল হীরক, সামান্য একটু তাম্র-তার হইতে সুবর্ণের বলয়, যে-কোন পদার্থ হইতে সন্দেশ, স্ফটিক প্রভৃতি, আধ্‌লা হইতে গিনি এবং জীব জন্তু সৃজন করিয়া দেখাইয়াছেন। সদ্‌-গুরুর অসাধ্য কিছুই নাই। সদ্‌গুরু শ্রীভগবানেরই প্রকট রূপ। সুতরাং শ্রীশ্রীগুরুদেবের লীলা বর্ণনা করি, আমার এরূপ ক্ষমতা নাই। আমার ক্ষুদ্র জীবনে কয়েকটা দিনের লীলার কিঞ্চিন্মাত্র বর্ণনা করিলাম। বাবার বহু সংখ্যক শিষ্য ও ভক্ত আছেন—তাঁহাদের প্রত্যেকের জীবনে তিনি অনন্ত-রূপে লীলা করিয়াছেন ও করিতেছেন। তাঁহার কৃপায় যেন আমরা তাঁহারই প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইতে পারি, শ্রীচরণে ইহাই আমাদের একমাত্র ভক্তিপূর্ণ প্রার্থনা। ইতি—

শ্রীকেদার নাথ ভৌমিক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীরজনী কান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ

এডভোকেট, আলীপুর, জজকোর্ট, ২৪ পরগণা ।

সন ১৩৩৪ সালের মধ্যভাগে আমার কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীমান্ নরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট আমি প্রথম শ্রীশ্রীগুরুদেবের বিষয় কিছু কিছু শুনি এবং তাহার কিছুদিন পরে "শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ-প্রসঙ্গ," প্রথম ভাগ পুস্তকখানি পাঠ করি। পাঠ করিয়া অতিশয় বিস্মিত হই, কিন্তু সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারি নাই ; আমি বরাবরই সকল বিষয়ে সন্দিগ্ধ-চিত্ত। একটা কথা কিন্তু মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলাম—যাঁহার বিষয়ে লেখা হইয়াছে তিনি বর্ত্তমান রহিয়াছেন এবং কলিকাতাতেই আছেন (সে সময় শ্রীশ্রীগুরুদেব কলিকাতার আশ্রমে ছিলেন), যিনি লিখিতেছেন তিনি বহু ঘটনা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনি একজন উচ্চ-শিক্ষিত এবং খ্যাত-নামা পণ্ডিত এবং গভর্ণমেণ্ট কলেজের অধ্যক্ষ। এই সব ভাবিয়া তাঁহাকে একবার দর্শন করিবার প্রবৃত্তি হইল। ১৩৩৫ সালের বৈশাখ মাসে তাঁহাকে প্রথম দর্শন করিতে গেলাম। দুই এক কথা জিজ্ঞাসা করার পরই তিনি যোগী সাধুর কথা পাড়িলেন এবং বলিলেন, "আবু পাহাড়ে অনেক যোগী আছেন।" আমার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "তুমি ত আবু পাহাড়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গিয়াছিলে, কোন যোগী দর্শন করিয়াছিলে?” আমি একটু আশ্চর্য্য হইলাম। বস্তুতঃ আমি তাহার পূর্ব্ব বৎসর কয়েকজন বন্ধুর সহিত আবু পাহাড়ে গিয়াছিলাম এবং একটি যোগীর দর্শন পাইয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিয়াছিলাম। ইহার পর আরও দুই একবার দর্শন করিতে যাইয়া আমার দীক্ষা লইবার ইচ্ছা হয়। কিন্তু আমাদের কুল-গুরুর নিকট আমি বহুপূর্ব্বে দীক্ষিত হইয়াছিলাম। সেই মন্ত্র ও অন্যান্য বিষয়ে আমার মনে কতকগুলি প্রশ্নের উদয় হয়, তাহার মধ্যে দুই একটি অতি গুহ্য বিষয়। সেই গুলির একটা সমাধান না হইলে আমার পক্ষে পুনরায় দীক্ষা লওয়া সম্ভব হইবে না এইরূপ মনে হইতে লাগিল। এই অবস্থায় একদিন উপস্থিত হইলাম এবং নির্জ্জনে কিছু কথা বলিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। তিনি বলিলেন, “আচ্ছা, কাল বেলা ১২টার সময় আসিও, সে সময় কেহ থাকে না, তখন বলিতে পার।” আমি “যে আজ্ঞা” বলিলাম। কিন্তু মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, “কি মুস্কিলে পড়িলাম, বেলা ১২টার সময় ত কাছারী যাইতে হইবে, মক্কেলের মোকদ্দমা চলিতেছে। কি করিয়া আসিব?” কিন্তু কিছুই প্রকাশ করিলাম না। একটু পরে মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, “তোমার ঐ সময়ে কি অসুবিধা হইবে? তা এখনও বলিতে পার। এই ঘরে এস” বলিয়া আমাকে একটি নির্জ্জন ঘরে লইয়া যাইলেন। আমি কিছু বলিবার পূর্ব্বেই আমার সমস্ত প্রশ্ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং অতি গুহ্যতর বিষয় পর্য্যন্ত স্বয়ং বলিতে লাগিলেন। আমি অতিশয় স্তম্ভিত ও মুগ্ধ হইয়া পড়িলাম এবং শ্রীচরণে শরণাপন্ন হইয়া দীক্ষা প্রার্থী হইলাম।

শ্রীশ্রীগুরুদেব কৃপা করিয়া আমাকে তাঁহার শ্রীচরণে আশ্রয় প্রদান করিবার পর হইতে তাঁহার চরণ স্পর্শ করিতে নিষেধ করিলেন। তিনি কোন ব্রাহ্মণ শিষ্যকে তাঁহার চরণ স্পর্শ করিতে দেন না। দীক্ষিত হইবার পর আমি প্রায়ই তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিতে কলিকাতার আশ্রমে যাইতাম, কিন্তু কোন সুযোগে তাঁহাকে কোন প্রকারে স্পর্শ করা ঘটিত না, এজন্য কয়েকদিন পরে তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করার ইচ্ছা আমার একটু প্রবল হইল। এইরূপ ইচ্ছা লইয়া একদিন আশ্রমে যাইলাম, যাইয়া প্রণাম করিয়া বসিবার পর তিনি আমার করস্পর্শ করিয়া আমার হস্তে দুইবার পান প্রসাদ প্রদান করিলেন। এইরূপ পান-প্রসাদ তিনি দিয়া থাকেন, কিন্তু সাধারণতঃ করস্পর্শ করেন না এবং প্রসাদও একবারই দিয়া থাকেন। মানুষের আশা ক্রমশঃই বাড়ে। ইহার কিছুদিন পরে আমি মনে করিলাম, কোনও সুযোগে একদিন তাঁহার চরণ স্পর্শ করিতে পারিলে কৃতার্থ হইব, কিন্তু আমি জানিতাম কোনও ব্রাহ্মণ শিষ্য আমার সম্মুখে তাঁহার চরণ স্পর্শ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় তিনি ঐ শিষ্যকে তাহা করিতে দেন নাই এবং বিশেষ ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন। সেইজন্য আমি আমার ইচ্ছা প্রকাশ করিতে আদৌ সাহস

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করি নাই। তবে একদিন তাঁহাকে এইরূপ নিষেধের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি আমাকে তদ্বিষয়ে কতকটা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। ইহার কয়েকদিন পরে আমি ও অন্যান্য কয়েকটি গুরুভ্রাতা আশ্রমে শ্রীগুরুদেবের নিকটে বসিয়া আছি এমন সময় তিনি বাল্যকালে তাঁহাকে যে কুকুরে কামড়াইয়াছিল সেই কথা উত্থাপন করিয়া "এই যে তাহার দাগ এখনও আছে—ঐ স্থানটা শক্ত হয়ে রয়েছে" এই কথা বলিয়া 'পা' টি বাড়াইয়া দিলেন। আমি এই সুযোগ গ্রহণ করিয়া চরণ স্পর্শ করিলাম এবং সেই স্থানটি হাত বুলাইয়া দেখিলাম।

আমার দীক্ষার একমাস পরে আমার পরমারাধ্যা মাতাঠাকুরাণীর ইচ্ছা অনুসারে তাঁহাকে, আমার ভগিনীকে ও আমার স্ত্রীকে লইয়া শ্রীশ্রীবৃন্দাবন ও অন্যান্য তীর্থ দর্শনে যাই। প্রত্যাগমনকালে 8 Down-Delhi Express—ট্রেণ ধরিবার জন্য মথুরা ষ্টেশনে আসিয়া দেখি প্ল্যাটফর্ম প্যাসেঞ্জারে ভর্ত্তি—এমন কি দাঁড়াইবার স্থানাভাব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, এবং ষ্টেশনে শুনিলাম তাহার পূর্ব্বদিনও অত্যন্ত ভিড় হইয়াছিল এবং দুইটি লোক ট্রেণ ও প্ল্যাটফর্মের মধ্যে পড়িয়া নিহত হয়। বৃদ্ধা মাতা এবং স্ত্রীলোক লইয়া ঐরূপ ভিড়ে গাড়ীতে ওঠা সম্বন্ধে আমি বিশেষ উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। কিছুক্ষণ পরে ট্রেণ আসিল, ট্রেণ যাত্রীতে পরিপূর্ণ। আমি হতাশ হইলাম, যাত্রিগণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছুটাছুটি আরম্ভ করিল, আমি ঐ ট্রেণে আসিবার আশা ত্যাগ করিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলাম। ট্রেণ ষ্টেশনে থামিল, দেখিলাম ঠিক আমার সম্মুখে একটি ইণ্টার ক্লাস কামরা একেবারে খালি, অন্য সকল কামরাই ভর্ত্তি, যাত্রিগণ অন্যান্য কামরায় প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু ইহাতে কেহ উঠিতেছে না। আমিও প্রথমে ঐ কামরায় উঠি নাই; মনে করিলাম ঐ কামরাটি বোধ হয় 'রিজার্ভড্'— ভাল করিয়া দেখিলাম কোন লেবেল নাই, তখন আমরা ঐ গাড়ীতে উঠিলাম, এবং আমার যতদূর মনে আছে ঐ গাড়ীতে আর দুচারিটি যাত্রী ছাড়া কেহ প্রবেশ করেন নাই এবং আমরা বেশ স্বচ্ছন্দে আসিয়াছিলাম। ঐ ষ্টেশনে যখন হতাশ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলাম সেই সময় শ্রীশ্রীগুরু-দেবকে স্মরণ করিতেছিলাম এবং একটি অতি সুন্দর গন্ধ পাইয়াছিলাম। শ্রীশ্রীগুরুদেবের গাত্রে ঐরূপ গন্ধ পাওয়া যায়। ইহা পরে বুঝিলাম, তখন জানিতাম না। ষ্টেশনে শত শত লোক পড়িয়াছিলেন, গাড়ীতে উঠিতে পারেন নাই এবং ট্রেণের অন্যান্য কামরায় অতিশয় ভিড় ছিল। কেহ কেহ ইহা আকস্মিক (Accidental) মনে করিতে পারেন, কিন্তু আমি তাহা করি নাই।

সন ১৩৩৬ সালের আশ্বিন মাসের প্রথমে আমার স্ত্রী ও কন্যা (ইহারা উভয়েই শ্রীগুরুদেবের দ্বারা দীক্ষিত) কলিকাতা আশ্রমে শ্রীগুরুদেবকে দর্শন করিতে যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার কন্যার একটি আড়াই বৎসরের পুত্র তাহার সঙ্গে ছিল। শ্রীগুরুদেব ঐ ছেলেটির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া উহাদের নিকট এই গল্পটি বলেন যে, তিনি এক সময়ে তাঁহার অন্য এক শিষ্যাকে তাহার একটি শিশুপুত্র নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরলোক গমন করিবে এইরূপ বলেন; এবং পরে সত্যই ঐ শিশুটি মৃত হয় এবং তাহাতে তাহার জননী বিশেষ অভিভূত হয় না। বরং গুরুবাক্য সত্য হইয়াছে বলিয়া ঐ শিষ্যাটি শ্রীগুরুদেবের নিকট সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিল। পরীক্ষার জন্য এরূপ হইয়া থাকে, আবার ফিরিয়া পায়। ঐ শিষ্যার তাহার পর যমজ দুইটি পুত্র হইয়াছে এবং সেই ছেলে দুটি এখন বেশ সুস্থ এবং শিক্ষিত হইয়া জীবিত আছে। শ্রীগুরুদেবের মুখে ঐরূপ ভাবে ঐ কথা শুনিয়া আমার স্ত্রী ও কন্যা একটু উদ্বিগ্ন হইয়াছিল। উহার অল্পদিন পরে হঠাৎ অসুখ হইয়া আমার কন্যার ঐ পুত্রটি পরলোক গমন করিল। ঐ সময় শ্রীগুরুদেব ৺কাশীধামের আশ্রমে ছিলেন। আমার কন্যা ইহার পর শ্রীগুরুদেবকে বলিয়াছিল, "আপনি কি আমাকে এই জন্যই ঐ গল্পটি শুনাইয়াছিলেন?" তিনি একটু হাসিয়াছিলেন মাত্র। সন ১৩৩৮ সালের ভাদ্রমাসে আমার কন্যাটির একটি পুত্র হইয়াছে এবং অনেকেই বলেন এই ছেলেটির আকৃতি ঐ পূর্ব্ব ছেলেটির মত হইয়াছে।

অনেক সময়ে মনে কোন বিষয়ে আন্দোলন করিতে করিতে তাহার সমাধান করিতে না পারিয়া আশ্রমে যাইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপস্থিত হইয়াছি। কিন্তু শ্রীগুরুদেবকে তদ্বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই তিনি স্বয়ং ঐ বিষয়ের কথা উত্থাপন করিয়া আমার সন্দেহের মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। আমি সাংসারিক ব্যাপারে বহু টাকার ঋণগ্রস্ত ছিলাম, কিন্তু এবিষয়ে আমি বা আমার ভ্রাতারা কেহ কখনও শ্রীগুরুদেবের নিকট কিছু প্রকাশ করি নাই। কিন্তু তিনি অনেক সময় আমাকে লক্ষ্য করিয়া "ঋণ মহাপাপ, উহাতে মানুষকে সর্ব্ববিষয়ে নষ্ট হইতে হয়, যেমন করে হোক মানুষের ঋণমুক্ত হওয়া উচিত" ইত্যাদি বাক্য বলিতেন। ইহা সর্ব্ব সমক্ষে সাধারণ ভাবেই বলিতেন, কিন্তু আমি ইহার সার্থকতা বিশেষ করিয়া বুঝিতাম। পরে কোন প্রকারে ঋণমুক্ত হইয়া তাঁহার কাছে ঐ বিষয়ে প্রকাশ করি।

সন ১৩৩৬ সালে রথের সময় আমি, আমার দুই সহোদর এবং অন্যান্য কয়েকজন গুরুভ্রাতা শ্রীশ্রীগুরুদেবের সহিত ৺পুরীধামে গিয়াছিলাম। সেখানে যখন উপস্থিত হই, তখন হাওয়া একেবারে বন্ধ, অত্যন্ত গুমট, গরমে সকলের অত্যন্ত কষ্টবোধ হইতে লাগিল। আশ্রমে পৌঁছিয়াই শ্রীগুরুদেব তাঁহার নিজ কুটিরে প্রবেশ করিলেন এবং কিছুক্ষণ পরে বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "হাওয়ার ব্যবস্থা করা গেল, তবে তারগুলি পুরাণ হইয়া গিয়াছে, ভেঙ্গে গেল। যাই হ'ক্, এখন পাঁচদিন ত' হাওয়া চল্‌বেই। তার পরে না হয় আবার ব্যবস্থা করা যাবে।" এই বলিয়া কতকগুলি সরু ভাঙ্গা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তার আমাদের সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন, তাহার একটু পর হইতেই খুব হাওয়া চলিতে লাগিল। আমি ঐ সময় তিন দিন সেখানে ছিলাম এবং তিনদিনই বেশ হাওয়া ছিল।

ঐ সনের ভাদ্র মাসে একদিন কলিকাতার আশ্রমে মধ্যাহ্নে দশ বার জন গুরুভ্রাতা শ্রীগুরুদেবের নিকট বসিয়া আছি, যোগ-সম্বন্ধে নানা প্রকার কথা হইতেছিল। শ্রীগুরুদেব এক সময়ে শ্রীযুক্ত গোপীনাথ দাদাকে কৃপা করিয়া নাভি-পদ্ম দর্শন করাইয়াছিলেন, এই বিষয়ের উত্থাপন হইলে গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী নাভি-পদ্ম দর্শন করিবার প্রার্থনা করিলে বাবা কৃপা করিয়া আমাদের সকলকেই নাভি-পদ্ম দর্শন করাইয়াছিলেন। নিজ হস্ত দ্বারা নাভিমুখ বিকসিত করেন ও নাভিমধ্য হইতে রক্তবর্ণ অর্দ্ধ-প্রস্ফুটিত পদ্ম ফুলের ন্যায় দ্রব্য বাহির হয়, আমরা সকলে তাহা বেশ ভাল করিয়াই প্রত্যক্ষ করি। তৎকালে ঐ স্থান হইতে অতি তীব্র পদ্ম-গন্ধ বাহির হইয়াছিল। সেই গন্ধে আমি সমস্তদিন মুগ্ধ ও অভিভূত ছিলাম।

বহুবার বাবাকে তাঁহার নিজ গাত্র হইতে স্ফটিক বাহির করিতে এবং পুনরায় তাহা গাত্রের নানাস্থানে প্রবেশ করাইতে দেখিয়াছি। একবার একটি বাণলিঙ্গ শিব গাত্র হইতে বাহির করিয়া আমার ও অন্যান্য গুরুভ্রাতার হস্তে অর্পণ করেন। আমরা তাহা দেখিবার পর পুনরায় তাহা তাঁহার মস্তকে প্রবেশ করান। তিনি গুরুভ্রাতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্রকন্যার গাত্রে আমার সম্মুখে স্ফটিক প্রবেশ করাইয়া দিয়াছেন। গুরুভ্রাতা ইন্দুভূষণ চক্রবর্ত্তীর প্রার্থনা অনুসারে অনেক গুরুভ্রাতার সম্মুখে একটি অর্দ্ধ ফুটন্ত বেলফুলকে স্ফটিকে পরিণত করিয়া তাহা উক্ত গুরুভ্রাতার হস্তে প্রবেশ করাইয়াছেন। তাঁহাকে একটি লেন্সের সাহায্যে সূর্য্যরশ্মি হইতে নির্ম্মল ছিদ্রযুক্ত স্ফটিক প্রস্তুত করিতে দেখিয়াছি, সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত পদ্ম-পুষ্পকে মুকুলে পরিণত করিতে, গোলাপ ফুলকে জবাফুলে পরিণত করিতে, কলিকাফুল হইতে শিবলিঙ্গ প্রস্তুত করিতে, পাথর-কুঁচি হইতে হীরক প্রস্তুত করিতে ও ঐ প্রকার বহু অলৌকিক ব্যাপার দেখিয়াছি। একবার দুইটি ছিপি-আঁটা এক ড্রাম কাচের শিশিতে লেন্স সাহায্যে সূর্য্যরশ্মি হইতে আতর প্রস্তুত করেন—আমার নিকট সেই আতর এখনও কিছু আছে। বহুবার সূর্য্যরশ্মি হইতে সন্দেশ প্রস্তুত করিয়া আমাদিগকে খাওয়াইয়াছেন। ১৩৩৭ সালের শারদীয়া পূজার বিজয়ার দিন ৺কাশীধাম আশ্রমে এক হাঁড়ি উৎকৃষ্ট গন্ধযুক্ত সন্দেশ চন্দ্ররশ্মি হইতে প্রস্তুত করেন। অনেক গুরুভ্রাতা ও ভগিনী তাহা প্রসাদ পাইয়াছিলেম। আমি কিছু সন্দেশ কলিকাতায় আমার ভ্রাতাদের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। ১৩৩৮ সালের শারদীয়া পূজার ছুটীতে কলিকাতার কোনও কলেজের অধ্যক্ষ একজন খ্যাতনামা ভদ্রলোক কাশীধামের আশ্রমে শ্রীশ্রীগুরুদেবকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দর্শন করিতে কয়েকদিন গিয়াছিলেন ; একদিন তিনি তাঁহার স্ত্রী ও দুইটি কন্যাকে লইয়া যান—ছোট কন্যাটি সন্দেশ প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইবার জন্য বাবাকে অনুরোধ করেন। আমার মনে হইয়াছিল কন্যাটি তাহার মাতার দ্বারা আদিষ্ট হইয়াই এইরূপ অনুরোধ করে ; শ্রীগুরুদেব সাধারণতঃ শিষ্য ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট এরূপ কিছু করেন না, কিন্তু ছোট বালিকাটির অনুরোধে একটি খালি টিনের কৌটা বালিকাটির হস্তে দিয়া বলিলেন,—"এই কৌটা তুমি হাতের ভিতর ধরিয়া থাক এবং একটি সিল্কের চাদর তোমার হাতে চাপা দাও।" বালিকাটি তাহাই করিল, তাহার পিতা তাঁহার নিজ সিল্ক চাদরখানি কন্যার হস্তে চাপা দিলেন ; শ্রীগুরুদেব আপন আসনে উপবিষ্ট থাকিয়া বালিকার দুই তিন হস্ত দূর হইতে হস্তের দ্বারা একটু শব্দ করিলেন এবং বালিকাকে বলিলেন, "কৌটা খুলিয়া দেখ।" বালিকা কৌটা খুলিল, দেখা গেল কৌটা সুগন্ধযুক্ত সন্দেশে পরিপূর্ণ। বালিকাকে জিজ্ঞাসা করায় বলিল, "শব্দ করিতেই আমার হাতে ভার বোধ হইল এবং একটু গরম বোধ করিলাম।" এই সময় আমরা অনেক গুরুভ্রাতা এবং বাহিরের কতকলোকও উপস্থিত ছিলাম। এরূপ ভাবে সন্দেশ প্রস্তুত করিতে আমি অনেকবার দেখিয়াছি।

১৩৩৭ সালে বারুণীর দিন আমি, আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীযুত জানকী নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কনিষ্ঠ শ্রীমান্ নরেন্দ্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আরও কয়েকজন গুরুভ্রাতা শ্রীশ্রীগুরুদেবের সহিত গঙ্গাস্নান করিতে গিয়াছিলাম। স্নান করিয়া শ্রীগুরুদেব জলে দাঁড়াইয়া তর্পণ করিতেছিলেন এবং আমরা চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া ছিলাম। তর্পণান্তে জানু পর্য্যন্ত জলে রাখিয়া আমাদিগকে বলিলেন, "গঙ্গাস্নানে ময়লা চলিয়া যায়, এই দেখ কাপড়ের রং উঠিয়া গেল।" শ্রীশ্রীগুরুদেব একখানি গৈরিক রঙ্গের ছোপান কাপড় পরিয়া স্নান করিতেছিলেন। আমরা দেখিলাম সেই সময়ে যতদূর পর্য্যন্ত কাপড় জলের মধ্যে ছিল তাহার রং উঠিয়া গিয়া কাপড়ের সেই অংশ একবারে সাদা হইয়া গিয়াছে। একজন গুরুভ্রাতা বলিলেন, "কাপড়ের রংটা বোধহয় কাঁচা ছিল, তাই উঠিয়া গেল।" শ্রীগুরুদেব একটু হাসিয়া বলিলেন, "হ্যাগো তাই বটে, রং ত সবই কাঁচা, কি বল গো।" তাহার পর শ্রীগুরুদেব সেই কাপড় পরিবর্ত্তন করিলেন এবং গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত ফণিভূষণদাদা সেই কাপড়খানি পরিস্কার করিয়া কাচিবার জন্য পুনরায় গঙ্গার জলে লইয়া গেলেন এবং কাপড়খানার যে অংশের রং উঠে নাই তাহা তুলিয়া ফেলিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিলেন। কিন্তু রং আর উঠিল না, অর্দ্ধেক সাদা অবস্থায় এবং অর্দ্ধেক পূর্ব্ববৎ গৈরিক-রং-যুক্ত রহিল।

সন ১৩৩৮ সালে শারদীয়া পূজার ছুটীতে ৺কাশীধামের আশ্রমে আমি ও আর কয়েকজন গুরুভ্রাতা বাবার সম্মুখে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বসিয়াছিলাম, তিন চারিটি কুমারী বাবার সহিত নানাপ্রকার আদর আব্দার করিতেছিল এবং পানের মশলার টিনের খালি কৌটা লইয়া তাহারা পরস্পর কাড়াকাড়ি করিতেছিল। শ্রীগুরুদেব একটি কুমারীকে বলিলেন, "ও কৌটা লইয়া কি করিবে, তোকে আমি একটা ভাল কৌটা দিব।" এই বলিয়া হাতটি মুঠা করিয়া তৎক্ষণাৎ হাত খুলিয়া দিলেন। দেখিলাম হাতে একটি কাঠের রঙ্গীন কৌটা রহিয়াছে। উহাতে 'পতি পরম গুরু' লেখা আছে। কৌটাটি ঐ কুমারীকে দিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "বাবা, কৌটাটি কি প্রস্তুত করিলেন, না অন্য কোথাও হইতে আনিলেন?" বাবা উত্তর করিলেন, "আনিলাম।" ঐ কৌটাটি ঐখানে অনেক দিন ছিল, আমি দেখিয়াছি। একবার একটি 'লিলি অব্ দি ভ্যালী' নামক এসেন্সের শিশি ঔষধ প্রস্তুত করিবার জন্য এক শিষ্য আনিয়া দেন, এসেন্সের শিশিটি কাঁচের ছিপি-আঁটা ও সম্পূর্ণ নূতন। শ্রীগুরুদেব শিশিটি হাতে লইয়া বলিলেন, "ইহাতে এসেন্স অতি সামান্যই আছে, অ্যালকোহলেই ভর্ত্তি।" তাহার পর ঐ ছিপি-আঁটা শিশি হইতে এসেন্সটুকু বাহির করিয়া লইলেন, বলিলেন, "ইহাতে আর এসেন্স নাই, মাত্র অ্যাল্‌কোহল্ আছে।" তাহার পর আমরা ঐ কাঁচের ছিপি খুলিলাম এবং দেখিলাম, এসেন্সের কোনও গন্ধ নাই, কেবল অ্যাল্‌কোহল্।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এরূপ অদ্ভুত ঘটনা যে কত দেখিয়াছি তাহা বর্ণনা করা যায় না। কয়েকটি মাত্র লিখিলাম। শ্রীশ্রীগুরুদেবের বিভূতি ও শক্তি যাঁহারা তাঁহার সমীপে গিয়াছেন তাঁহারা বোধ হয় সকলেই কিছু-না-কিছু অনুভব করিয়াছেন। কিন্তু আমার মনে হয় তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিভূতি তাঁহার "দয়া"। তাঁহার দয়া যে কত তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা আমার নিকট নাই। তাঁহার নিকট একান্ত ও একমাত্র প্রার্থনা যেন তাঁহারই কৃপায় তাঁহার শ্রীচরণে অচলা ভক্তি থাকে। ইতি—

শ্রীরজনী কান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীজানকী নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্যামবাজার, কলিকাতা।

১। আমি ৪৭ বৎসর বয়সে সন ১৩৩৫ সালের ৩২শে আষাঢ় তারিখে কেবল মাত্র বাবার অহেতুক কৃপা গুণে তাঁহার শ্রীচরণে আশ্রয় পাই অর্থাৎ দীক্ষিত হই। ইহার প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে শিবাদহ পুলিশ কোর্টের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র সিংহ রায় বাহাদুর (গুরু ভাই) মহাশয়ের নিকট বাবার চরিত্র-কথা শুনি। বাবার চরিত্র-কথা শুনিয়াই যে সঙ্গে সঙ্গে এরূপ একজন মহাপুরুষকে দর্শন করিতে হইবে এ ভাব আমার অবিশুদ্ধ চিত্ত বশতঃই হউক বা সুরেশদাদার কথায় বিশেষ শ্রদ্ধা স্থাপনের অভাবেই হউক, আমার উদয় হয় নাই। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান্ নরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শিবাদহ পুলিশ আদালতে মোক্তারি করায় এবং মাঝে মাঝে ঐ আদালতে ওকালতী করিতে যাওয়ায় আমি সুরেশদাদার সহিত পরম আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ হই এবং সুরেশদাদা নিজ উচ্চ মহান্ চরিত্র-গুণে ভালবাসিয়া আমাদের কাছে নয়নাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে বাবার কথা অনেক সময়ে বলিতেন এবং আমাকে শ্রীচরণ দর্শন করিতে যাইতে বলিতেন। এ সময়ে আমার চিত্তের অবস্থা অল্প কথায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লিখিতেছি। ইতি পূর্ব্বে, অর্থাৎ প্রায় ১৫।১৬ বৎসর পূর্ব্বে, আমি আমাদের কুল-গুরু দ্বারা দীক্ষিত হইয়া সাধারণ লোকের ন্যায় সন্ধ্যা, আহ্নিক, জপ ইত্যাদি করিতাম। ইহা যে আমার খুব প্রাণের জিনিষ বলিয়া গ্রহণ করিয়া চলিতাম তাহা বলিলে মিথ্যা বলা হয়। বেশ দেবতুল্য সাধু মহাপুরুষ যথার্থ শ্রীভগবানের শ্রীচরণোদ্দেশী মহাজন পাইলে তাঁহারই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া চিরকালের জন্য ভব-জ্বালা মিটাইব, প্রাণের এ ভাবটা বেশ পরিস্ফুট ভাবে না হউক অস্পষ্ট ভাবে হৃদয়-কন্দরে লুক্কায়িত ছিল। এই জন্য মাঝে মাঝে বন্ধু বান্ধবের কথায় এধার ওধার ছুটাছুটি করিতাম এবং কখনও কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইলে নিজ হৃদয়-ভাব লুক্কায়িত রাখিয়া তাঁহাকে বুঝিবার চেষ্টায় নিজ জ্ঞান-বুদ্ধি মত পাঁচটা কথা-বার্ত্তা কহিতাম এবং নিজে নির্ব্বুদ্ধি পামর বলিয়া বুঝিতে না পারিয়া পশ্চাৎপদ হইয়া ফিরিয়া আসিতাম। চিত্তের এরূপ অবস্থাতে একদিন শুভক্ষণে ২০ নং রূপ নারায়ণ নন্দন লেনে (ভবানীপুরে) তাঁহার শ্রীচরণ-দর্শন ও প্রণাম করি ও তাঁহার অনুমত্যনুসারে তৎপ্রদত্ত পান-প্রসাদ গ্রহণ করি। যতদূর স্মরণ আছে বাবার শ্রীচরণ প্রান্তে প্রকাশদাদা, দুর্গাকান্তদাদা, যোগেশদাদা, বিধুদাদা, অরুণদাদা প্রভৃতিকেও প্রথম দেখি। পূর্ব্বে যে সব জায়গায় গিয়াছিলাম তদপেক্ষা ঐ স্থান ভাল লাগিয়াছিল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তবে মন-প্রাণ-হরণকারীর আবাহনে আকৃষ্ট হওয়ার মত হয় নাই। ২।৪ মাসের মধ্যে যাইতে ইচ্ছা হওয়ায় কখনও স্থুরেশদাদার সহিত এবং কখনও একাকী আরও কয়েকবার যাই—ক্রমশঃ ভাল লাগিতে আরম্ভ হয়। মনে মনে প্রায় সর্ব্বদাই নানা বিষয় আন্দোলনের মধ্যে আন্দোলন করিতাম, বিড়ালের যেমন মাছে টান—কামাতুর পুরুষের যেমন নারীতে টান—দরিদ্রের যেমন অর্থে টান—জননীর যেমন শিশু-সন্তানে টান—বাবার চরণে আমার সেরূপ টান হচ্চে না কেন? ইনিই কি আমার তিনি? কই এখানে (আশ্রমে) বিশেষ প্রাণ-মাতানো ধর্ম্ম-চর্চ্চা ইত্যাদি ত পরিলক্ষিত হয় না—এটি বেশ একটি বড়লোক গুরু-শিষ্যের আশ্রম—আমার মত দরিদ্রের এখানে কি স্থান আছে ইত্যাদি চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত হইতাম। স্থুরেশদাদা মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করতেন, "কেমন লাগছে, দাদা?" হৃদয়ের ভাব চাপিয়া রাখিয়াই উত্তর দিতাম, "বেশ লাগছে। আমার ত ঠিক চক্ষু নাই যে দেখিয়া শ্রীচরণ চিনিব।" প্রশ্নের মতই জবাব দিতাম।

২। এইরূপ অবস্থায় দিন কাটাইতে কাটাইতে (অর্থাৎ দিবারাত্র অধিক সময়ই যখন বাবার শ্রীমূর্ত্তি মনে পড়িত তখন) একদিন শ্রীচরণ প্রান্তে পৌঁছিয়া মনে মনে ভাবিতেছিলাম—আমি যে সন্ধ্যা আহ্নিক, জপ ইত্যাদি প্রতিদিন ঠিক নিয়মে করি নাই—ইহা কি আমার দোষ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না ইহাতে আরও কিছু আছে—এ কথাটি বাবাকে জিজ্ঞাসা করি না কেন? মনে মনেই ২।৩ মিনিট কাল এরূপ ভাবে চিন্তা করিতেছিলাম। এমন সময় দয়াল বাবা আমাদের স্বর্গীয় গুরুভাই শরচ্চন্দ্র খাঁকে—যিনি সে দিন সে সময় উপস্থিত ছিলেন—সম্বোধন করিয়া বেশ প্রাসঙ্গিক ভাবে পাঁচটা কথা কহিতে কহিতে বলিলেন,—"বিধবার যেমন একাদশী না করিলে পাপ—করিলে পুণ্য থাক আর না থাক, তদ্রূপ ব্রাহ্মণ-কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণ নিত্য সন্ধ্যা আহ্নিকাদি না করিলেও সেইরূপ পাপ—ব্রাহ্মণের নিত্য কর্ম্মে অবহেলাতে পাপই হইয়া থাকে।" মনে মনে বেশ একটু স্তম্ভিত হইলাম এবং ইনি শক্তিশালী মহাপুরুষ হইতে পারেন এরূপও মনে হইল। শিরটি শ্রীচরণে মনে মনে নত করিলাম—কিন্তু এ ভাব স্থায়ী হইল না, আকস্মিক কিরূপ বলিয়া ফেলিয়াছেন (accidentally) এই ভাব আসিয়া জুটায় মিশ্রভাবে নরাধম সে দিনও পিতৃ-চরণে শরণাগত হইতে পারিলনা।

৩। এ সময়ে আমি বাজারের কোন শাস্ত্রের পুস্তক কিছু কিছু পাঠ করিয়া ইড়া, পিঙ্গলা প্রভৃতি নাড়ীর এবং ষট্‌চক্রের কোথায় স্থিতি anatomically possible তাহা চিন্তা করি এবং একদিন বাবাকে জিজ্ঞাসা করিব মনে মনে স্থির করি। সন ১৩৩৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম সপ্তাহে মধ্যাহ্নে একদিন যাইয়া শ্রীচরণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রান্তে উপনীত হইয়া উপরোক্ত প্রশ্ন করিব কিনা মনে করিতেছিলাম। সে সময় ২।১ জন মাত্র লোক ছিল (নাম মনে নাই)। এমন সময় বাবা হাত-পোঁচা রুমালখানি লইয়া বিছানার উপর দুই এক বার লম্বা ভাবে—বক্র ভাবে-বিস্তার করিতে করিতে আমার দিকে চাহিয়া একটু মৃদু হাসি হাসিয়া বলিলেন, "দেখছ গো—ইড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্না নাড়ী কেমন ভাবে থাকে। এসব বাপু বই পড়ে ঠিক বুঝা যায় না।" এমন সময় বেনারস গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ দাদা (গুরু ভাই)—যিনি তখন গ্রীষ্মাবকাশে বাবার শ্রীচরণ দর্শনার্থে ভবানীপুর আশ্রমে ছিলেন—অন্য ঘর হইতে আসিয়া বাবাকে লাল-কাল রঙ্গে চিত্রিত একখানি ছোট কাগজ দিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "এখানি আমার কাছে ছিল—আপনাকে প্রত্যর্পণ করিতেছি।" তখন অন্য কথা পড়িয়া গেল। এ দিনেও আমি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম, কিন্তু নরাধম বলিয়া শ্রীচরণে কাঁদিয়া পড়িতে পারিলাম না—এটাও accidentally হইতে পারে ভাবিয়া লইলাম।

৪। বাবার কাছে প্রায়ই এরূপ ভাবে যাতায়াতে এবং তাঁহার স্বর্গীয় ব্যবহারে অনেকেই মনে করিতেন, আমি বাবার একজন শিষ্য; কিন্তু হতভাগ্যের তখনও সে শুভ দিন আসে নাই। ১৩৩৫ সালের জ্যৈষ্ঠের মাঝে একদিন মধ্যাহ্নে শ্রীচরণে উপনীত হইয়া 'ভক্তি কাহাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলে'—'ভক্তি-প্রেমের উপর আর কিছু থাকিতে পারে না'—ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করিবার ইচ্ছা হইল। মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে না বলিতে (এ দিন বাবা ও আমি ছিলাম—এ সময় আর কেহ থাকেন না) বাবা বলিলেন, "পূর্ব্বে গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধ-সূত্রে গ্রথিত হইবার পূর্ব্বে শিষ্য গুরু সকাশে বার বৎসর থাকিয়া গুরুকে চিনিতে চেষ্টা করিত। যিনি সদ্‌গুরু তিনি ত শিষ্যকে একবার দেখিয়াই তার সব বুঝিয়া লয়েন, শিষ্যের ত গুরুকে ঠিক বুঝা চাই, নচেৎ হাবে ভাবে পড়িয়া যেখানে সেখানে যাকে তাকে বাবা গুরু বলা ঠিক কি গো? গুরু ত এক জন রে বাপু, যেখানে সেখানে যাকে তাকে গুরু বলা ঠিক নহে। মূল কথা বাপু, ভক্তি হওয়া চাই। ভক্তি কি যে-সে জিনিষ? ভক্তি যে প্রায় শেষের জিনিষ—এ ভক্তি অর্জ্জন করিতে হইলে কর্ম্ম চাই।" এই বেদধ্বনি এই শুভদিনে জানকীর কর্ণকুহর পবিত্র করিল, আজ জানকী কাঁদিয়া শ্রীচরণে প্রণাম করিল, তবুও দীক্ষা-প্রার্থী হইল না। ক্রমশঃ ভিড় হইয়া গেল। জানকীও বহুক্ষণ থাকিয়া পরে বাড়ী ফিরিল।

৫। পরদিন প্রভাতে বাটীতে বিশেষ চিন্তা করিলাম, "কুল-গুরু ত্যাগ করছি না কি? এ কি ত্যাগ হবে না? একে কি ত্যাগ বলে না?" সিদ্ধান্ত করিলাম, "ইহাকে আমি ত্যাগ বলিতে পারি না।" এইরূপ চিন্তার পর এই দিন প্রভাতেই বাবার শ্রীচরণে ছুটিলাম, প্রণাম করিলাম,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাবার ভোগের পর বাবারই কাছে প্রসাদ চাহিলাম, বাবা বলিলেন, "হাঁ, প্রসাদ লইতে পার।" প্রসাদ গ্রহণ করিলাম। এ দিনও জন্ম-জন্মান্তরের নরকে-পড়া কঠিন-হৃদয় জানকী দীক্ষা-প্রার্থী না হইয়াই ফিরিয়া আসিল।

৬। পরদিন মধ্যাহ্নে নিজ কোষ্ঠী খানি (খেয়ালের ঝোঁকে) লইয়া শ্রীচরণপ্রান্তে উপনীত হইলাম। প্রণামান্তে কোষ্ঠীখানি বিছানায় স্থাপন করিবামাত্রই শ্রীমুখে কহিলেন (কোষ্ঠীখানি কাপড়ে বাঁধা) "কোষ্ঠী নাকি গো? জন্ম ত মঙ্গলবারে, বয়স ৪৭ বৎসর বোধ হয়। এ সব কোষ্ঠীতে ভূমিষ্ঠ সময় হইতে লগ্ন ইত্যাদি স্থির করা আছে। ইহাতে ঠিক গণনা হয় না। মাতা যখন গর্ভধারণ করেন তখন হইতেই লগ্ন ইত্যাদি ঠিক হইলে কোষ্ঠী ঠিক হয়।" কোষ্ঠী খানি লইয়া আর কথা কহিতে আদৌ ইচ্ছা না হওয়ায় উহা পকেটে রাখিয়া শ্রীচরণে প্রণাম করিয়া কহিলাম, "বাবা দয়া করে একবার বাহিরে চলুন।" অধম সন্তান বলিবা মাত্রই বাবা মেয়েদের ঘরে ইজি-চেয়ারে বসিলেন, শ্রীচরণ দুইটি মাথায় দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আশ্রয় ভিক্ষা করিলাম। দয়াল তৎক্ষণাৎই কহিলেন, "এই মাসেই হইবে। ৺রথযাত্রায় পুরী যাইয়া সেখান হইতে ফিরিয়া আসিলেই হইবে।" সন্তানকে অমৃত লাভের পথে চালিত করিবার জন্য কিছু আজ্ঞা করিয়া প্রতিপালন করিতে কহিলেন। ভবপারের কাণ্ডারী "কে যাবি রে আয় রে" বলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্তানকে কোলে লইতে কোল পাতিয়া আছেন, আর আমি তেঁদোড় সন্তান শুনি নাই। কেন এত দেরী করিলাম এই চিন্তা করিতে করিতে সে দিন বাটী ফিরিলাম।

৭। সুরেশদাদার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইতেই 'শ্রীচরণে স্থান পাইব' এ কথা বলাতে তিনি এক মুখ হাসিয়া আলিঙ্গন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, "ঝাড়ে বংশে সবাই শ্রীচরণে স্থান পাইবে।" দাদার এ আশীর্ব্বাদ ফলিয়াছে। উপস্থিত আমরা তিন সহোদর—জানকীনাথ, রজনীকান্ত ও নরেন্দ্র নাথ—এবং আমাদের স্ব স্ব পত্নী এবং ভাইপো হরিহর সকলেই বাবার সন্তান সন্ততি হইয়াছি। বাবা ৺রথযাত্রা দেখিয়া পুরী হইতে ভবানীপুর আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া ৩২শে আষাঢ় (সাল ১৩৩৫) দীক্ষার শুভ দিন ধার্য্য করিলেন এবং দীক্ষার আবশ্যকীয় দ্রব্যের একটি ফর্দ্দ করিয়া দিলেন। দীক্ষার ২।৩ দিন পূর্ব্বে কুল-গুরু বৎসরে যেমন একবার পদধূলি দেন সেইরূপ হঠাৎ আসিলেন। তাঁহাকে সমস্ত বলিলাম, তিনি বিশেষ আহ্লাদের সহিত আমার মত সমর্থন করিয়া অনুমতি দিলেন। হৃদয়টি আমার বেশই নাচিয়া উঠিল। দীক্ষার পূর্ব্ব রাত্রে বৈঠকখানার ঘরে শয়ন করি। রাত্রি ৯টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত নানা ভাবে নানা বিষয় চিন্তা করিতে থাকি—প্রধান চিন্তা এই ছিল, 'আমি যাহা চাই তাহা যদি না পাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তা হ'লে কি হবে।' আবার ভাবি, 'উনিই আমার তাহাই, আমি তাহাই পাইব।' আবার ভাবি, 'আমার চিন্তা চিন্তাই নহে, উনি (বাবা) যাহা দিবেন আমার তাহাই। আমি তাহাই শিরে লইয়া ধারণ করিব।' এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে বেশ ঘুমাইয়া পড়ি এবং স্বপ্নে দেখি আমি যাহা চাই তাহাই পাইলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে বেশ স্পষ্ট ভাবে তিনবার ঘণ্টা ধ্বনি শুনিলাম। ঘুম ভাঙ্গিল, ঘণ্টা ধ্বনি কোথা হ'তে হইল অবিশুদ্ধ মন তাহা জানিতে চাহিল। সঙ্গে সঙ্গে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া উচ্চ-স্বরে মাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, ছেলেরা কেহ ঘণ্টা লইয়া খেলিতেছে কি? তখন রাত্রি ১২ টার উপর—আমাদের বাড়ীর এবং পার্শ্ববর্ত্তী বাড়ীর প্রতি প্রাণীই নিদ্রিত, কেহই ঘণ্টা বাজায় নাই। রাস্তা দিয়া গরুর গাড়ী প্রভৃতি যাওয়ার সময় গো বা মহিষের গলায় বাঁধা ঘণ্টা নড়িবার শব্দ কি না এটিরও প্রমাণ লইতে রাস্তায় বাহির হইয়া চারিদিকে পাঁচ সাত বিঘা জমি দূর পর্য্যন্ত যতটা দৃষ্টি যাইতে পারে দেখিলাম, কোন দিকে কোন গাড়ী নাই। গরুর গাড়ী হইলে চাকার খড়খড় শব্দ থাকবে ত? কিন্তু সে সব কিছুই নাই। পুনরায় আসিয়া শয়ন করিলাম, বাবারই কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমাইয়া পড়িলাম। রাত্রি ৪ টার সময় তুলিয়া দিবার জন্য বাড়ীর সকলকে বলিয়া রাখিয়াছিলাম। ৪ টার সময় আপনা-আপনি ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, কাহাকেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুলিয়া দিতে হয় নাই। ঘুম ভাঙ্গিতেই ঘড়িতে ৪টা বাজিল। গঙ্গাস্নানাদি করিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা নরেন্দ্রনাথকে সঙ্গে লইয়া আশ্রমে পৌঁছিয়া যথা সময়ে শ্রীচরণপ্রান্তে উপনীত হইতেই দয়াল বাবা আমার ভবপারের একমাত্র কাণ্ডারী শ্রীগুরু শ্রীহরি সন্তানকে শ্রীচরণে চিরকালের জন্য স্থান দিয়া ত্রাণ করিলেন—আমার সবই মিলিয়া গেল।

৮। দীক্ষার পর মধ্যে মধ্যে অবকাশ অনুসারে বেলা ৩টা বা ৪টার সময় কোর্টের ফেরত বাড়ী না যাইয়া ভবানীপুর আশ্রমে বাবার শ্রীচরণ দর্শন করিয়া বাড়ী যাইতাম। একদিন কোর্টের ফেরত অপরাহ্ন প্রায় ৪টার সময় ট্রামে চড়িবার সময় ভাবিতেছিলাম ভবানীপুরের দিকে যাইয়া আশ্রমে বাবাকে দর্শন করিয়া বাড়ী যাইব, কি সিধে শ্যামবাজারের ট্রামে চড়িয়া বাড়ী যাইব। ভাবিবার কারণ এত অপরাহ্নে যাইয়া বাবার শ্রীচরণ দর্শন হয়ত পাইব না, কারণ বাবা ৫ টার সময় একটু মটরে বেড়াতে বাহির হন। এরূপ চিন্তার পর সিধে বাড়ী যাইবার উদ্দেশ্যেই শ্যামবাজারের ট্রামে চড়িলাম। ট্রামে বসিয়া ক্রমাগত এই ভাবিতে থাকি, কই আমার চিত্ত বাবার শ্রীচরণের দিকে ত নয়—মুখে বলি তিনি আমার, চিত্ত ত ঠিক তাহা নয়। যাহাদের অর্থাৎ যে ঘর বাড়ী স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতিকে আপনার ভাবি সেই দিকেই চলিতেছি। চিন্তা করিতে করিতে বেশ মনে মনে লজ্জা ও বিষাদ উপস্থিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইল। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে ১০।১৫ মিনিট ট্রামে আসিতে আসিতে ট্রামখানি যখন প্রায় কর্ণওয়ালিস থিয়েটার বায়স্কোপের কাছে আসিয়াছে (এ রাস্তাটায় যখন ট্রাম আসে তখন রাস্তার দিকে আমার আদৌ দৃষ্টি ছিল না) মানস চক্ষে হঠাৎ বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম—বাবা যেন একখানি কালরঙ্গের মটরে উপবিষ্ট এবং মটরখানি অতি দ্রুত বেগে রসা রোড দিয়া চলিয়া গেল এবং সেই সঙ্গে নাসা-রন্ধ্রে দিব্য গন্ধ পাইলাম। উদ্দেশে প্রণাম করিয়া বাড়ী যাইলাম, কাহাকেও কিছু বলি নাই। ঠিক এই দিন এই সময় প্রায় ৪॥০ টার সময় বাবা অরুণ দাদার সহিত রসা রোড দিয়া মটরে গড়ের মাঠ পরিভ্রমণ হেতু যাইবার কালীন অরুণদাদাকে কহিয়াছিলেন, জানকী ট্রামে (ভবানীপুরের দিকে কালীঘাটের ট্রামে) যাচ্ছে—অরুণদাদাও আমাকে দেখিয়াছিলেন। পর দিন অপরাহ্নে আশ্রমে যাইয়া শ্রীচরণে প্রণাম করিলে দয়াল সন্তানকে দেখিবা মাত্রই কহিলেন, “কাল ট্রামে যাচ্ছিলে না গো?” কি যেন হইয়া যাইলাম—মুখে বাক্য সরিল না। বাবার শ্রীচরণ-গত প্রাণযুক্ত পুত্র হইলে আমার সেই দিন সেই সময়েই শ্রীচরণে চিরশান্তি পাইবার কথা, কিন্তু জন্ম-জন্মান্তরের কর্ম্ম-সংস্কারে মলিন পাষাণ হৃদয় ফাটিয়া না যাইয়া আজও সংসারের ঘূর্ণিপাকে বেশ ঘুরিতেছি। চক্ষে এক আধ ফোঁটা জল মাত্র পড়িলেও পড়িয়া থাকিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশ্রমে আমার পৌঁছিবার পূর্ব্বেই দয়াল বাবা যোগেশ দাদা প্রভৃতিকে বলিয়াছিলেন, "গত কল্য জানকীকে ট্রামে দেখিয়াছি এবং অরুণকে ও দেখাইয়াছি।"

৯। শুভ ৯ই শ্রাবণ ১৩৩৮ সাল ৺রথযাত্রা কালে বাবা যখন পুরী আশ্রমে ছিলেন বেলা ১১টা বা ১১৷৹ টার সময় তিনি ৮৷১০ জন ৺কুমারী মাতাদের লইয়া নানারূপ কথাবার্ত্তা আমোদ আহ্লাদ করিতেছিলেন। এ সময় কুঞ্জদাদা, দুর্গাকান্তদাদা, প্রকাশদাদা, বিজয়দাদা, এবং অন্যান্য গুরু ভাইগণ বাবার শ্রীচরণ সমীপে উপস্থিত হইলেন। এমন সময় বাবা পুরীধামের গুরু-ভাই সুরেন চক্রবর্ত্তীদাদার কন্যা ভিক্টু মাতাকে সূর্য্য-বিজ্ঞানে একগাছি অপূর্ব্ব খাঁটি সোনার হাঙ্গর-মুখো রুলি (ঠিক ভিক্টু মাতার হাতের মাপের) ১ কি ২ মিনিট মধ্যে প্রস্তুত করিয়া দিলেন। ইহা আমরা চক্ষে দেখিয়া শ্রীচরণে প্রণিপাত করিলাম। ইহার প্রায় ১ মাস পূর্ব্বে বাবা যখন পুরী আশ্রমে ছিলেন তখনও ভিক্টু মাতাকে ঠিক ঐরূপ একগাছি রুলি সূর্য্য বিজ্ঞানেই প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন।* ভিক্টু

* এক টুকরা নীলরঙ্গের কাগজে বাবা একটু তুলা রাখেন এবং এই কাগজ ও তুলার মধ্যে ভিক্টু মাতার হাতের মাপের গোলাকৃতি তামার সূক্ষ্ম তার স্থাপন করেন। বাবার আজ্ঞায় কুঞ্জদাদা বাবার একটি লেন্সের সাহায্যে একটু দূর থেকে এই তুলার উপর একটু রৌদ্র ফেলেন। ১৷২ মিনিট কাল পরেই রুলি নিম্মিত হয়। বাবা ৺পুরী আশ্রমের উপরের বারাণ্ডায় ইজি চেয়ারে বসিয়া ইহা করিয়াছিলেন। কাগজ তুলা প্রভৃতি চেয়ারের এক পার্শ্বে স্থাপন করিয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতার হস্তে ধারণ করিবার জন্য আজ ১ জোড়া অপূর্ব্ব খাঁটি সোনার রুলি হইল—আমরা সকলে দেখিয়া চরিতার্থ হইলাম।

১০। গত ৩রা চৈত্র ১৩৩৭ সাল বারুণীর দিন বাবার সহিত আমরা অর্থাৎ ইন্দু মুখোপাধ্যায়দাদা, ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়দাদা, রজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়দাদা, নরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়দাদা, কেদার ভৌমিকদাদা, ফণিভূষণ মজুমদারদাদা, বিজয় গোপালদাদা ও অধম (জানকী নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) প্রাতে কলিকাতা বাবু-ঘাটে গঙ্গাস্নান করি। বাবা স্নান করিতেছেন এবং আমরাও সকলে বাবার প্রায় চারিদিকে বেষ্টন করিয়া স্নান করিতেছি, এমন সময় পদ্মগন্ধ ভরিয়া উঠিল—মনে হইল যেন পদ্মগন্ধযুক্ত গঙ্গাজলেই স্নান করিতেছি এবং বাবার গৈরিক রঙ্গের বস্ত্র (যাহা পরিধান করিয়া বাবা স্নান করিতেছিলেন) সাদা ধপ-ধপে হইয়া গেল। বাবা স্নানান্তে যখন এই বস্ত্র ত্যাগ করেন যেন ডান্ দিকের কসির বস্ত্রের (যাহা গোঁজা ছিল) সামান্য জায়গায় সাবেক গৈরিক রং ছিল। ফণি মজুমদারদাদা কহিলেন, "রংটি বোধ হয় কাঁচা ছিল তাই এরূপ উঠিয়া গেল—কসির কাপড়ে রং উঠে নাই, ভাল করিয়া কাচিয়া উঠাইয়া আনি।" এই বলিয়া ফণি মজুমদারদাদা অনেকক্ষণ ধরিয়া কাচিয়া রং তুলিতে অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসিয়া সাবেক ঘোর গৈরিক রং (কসির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাপড়ের) দেখাইলেন। বাবা ঘটী হইতে একটু গঙ্গাজল ঢালিয়া ঐ রং-যুক্ত কাপড়ের অংশটুকুতে ঢালিলেন এবং ফণিদাদা এক কি তুইবার রগড়াইতেই উহাও ধপধপে সাদা হইল। সমস্ত কাপড়খানি তুগ্ধের মত সাদা হইল। বাবা হাসিয়া বলিলেন, "ছেলেগুলোকে একটু দেখাইলাম।" বাবা আরও কহিলেন,—"মা এমনি করেই সন্তানের ময়লা ছাপ তুলিয়া দেন গো।" আমরা সকলে বাবার শ্রীচরণে প্রণাম করিয়া ধন্য হইলাম।

১১। ১৪ পৌষ সন ১৩৩৮ বুধবার কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী ইং ৩০।১২।৩১ বড়দিনের ছুটী উপলক্ষে ৺কাশী আশ্রমে বিশুদ্ধানন্দ-কাননে বাবার শ্রীচরণ-প্রান্তে অবস্থান করিতেছিলাম। উপরোক্ত তারিখে তাঁহার শ্রীচরণ-প্রান্ত হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া অপরাহ্নে বেনারস এক্সপ্রেস ট্রেণে আমার কলিকাতায় আসিবার দিন। ঐ দিন প্রাতে আশ্রমস্থ গুরুভ্রাতৃগণ—যথা রায় সাহেব ননীলাল মুখোপাধ্যায়দাদা, শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী ঘোষদাদা এবং শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ভৌমিকদাদা—আশ্রমের দৈনিক বাজার ইত্যাদি করিবার মানসে আশ্রমের বাহিরে যান। আশ্রমের অন্যান্য লোকজন—পূজক, ব্রাহ্মণ, রস্থুইকার ব্রাহ্মণ এবং পরমেশ্বর প্রভৃতি বাবার ভৃত্য ও সেবকগণ—সকলেই যাহার যাহার কার্য্যে যথা স্থানে নিযুক্ত থাকেন। এই বড় দিনের কয়েক দিবস বাবার শ্রীচরণ সমীপে অবস্থান কালে দেখিতাম—বাবা

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রত্যহ প্রাতে দশাশ্বমেধ ঘাট প্রভৃতি স্থানে তাঁহার দৈনন্দিন কার্য্য—কাঙ্গালি গরীবদিগকে পয়সা কড়ি দান—করিয়া আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কিছুক্ষণ নীচের গৃহে আসনে উপবেশন পূর্ব্বক সমবেত পুত্রকন্যাগণকে পান-প্রসাদ দানে এবং নানাবিধ অমৃতময় সদুপদেশ দ্বারা আনন্দিত করিয়া প্রায় বেলা ৮॥ টার সময় দ্বিতলে যাইতেন ও প্রায় ৯॥ টার সময় নীচে নামিয়া আসিয়া আপন আসনে বসিতেন। ঐ দিন বাবা যখন প্রাতে ৮॥ টার সময় উপরে উঠিলেন আমি তখন এই এক ঘণ্টা সময়ের ভিতর ক্ষৌর-কার্য্য শেষ করিয়া কাপড় চোপড় ধৌত করিয়া লইব মনে করিয়া পরিধানের বস্ত্র ও একটি গেঞ্জি কাচিয়া আশ্রমের গোপাল-গৃহের পূর্ব্ব দাওয়ায় উহা শুকাইতে দিয়া সেফটী রেজরে দাঁড়ি কামাইতে বসিলাম। দাওয়ার উপর রৌদ্রে পূর্ব্বমুখ হইয়া বসিয়া চক্ষু মুদিয়া দাঁড়ি কামাইতে কামাইতে ভাবিতেছিলাম, "আমি দাঁড়ি কামাইতেছি, এ সময় যদি বাবা সামনে আসিয়া পড়েন—অপ্রস্তুত হইব।" এইরূপ ভাবিয়াই পরক্ষণে আবার ভাবিলাম, "আমার এরূপ ভাবনা হয় কেন? আমি কি আহাম্মক? বাবার কোন্‌টি অগোচর আছে? দাঁড়ি কামান এমন কি কুকার্য্য যাহা বাবার সম্মুখে হইলে আমি লজ্জিত বা নিন্দিত হইব? আমি কত শত অন্যায় কার্য্য করিতেছি তাহা কি বাবার কাছে কিছু গোপন আছে? আমার এ ভাবটি ত ভাল নহে। বাবার চক্ষের আড়ালে কুকার্য্য কি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুকার্য্য করিয়া চলিয়া যাইব, বাবা জানিতে পারিবেন না, এ ত আমার চিত্তের বড় দুর্ব্বলতা দেখ্‌ছি। বাবার কাছে আমার লুকাইবার কি আছে? আমি বাবার যোগ্য পুত্র হইব, সৎকার্য্য করিব, পুণ্য কার্য্য করিব—যোগ্যতা লাভ করিয়া বাবার শ্রীচরণ পাইব—এ আশা আমার দুরাশা। বাবা যদি কখনও নিজগুণে কৃপা করিয়া আমার সমস্ত দোষ-কলঙ্ক মুছাইয়া শ্রীচরণে টানিয়া লয়েন, তবেই আমার আশা—নচেৎ আমার মত সর্ব্ব দোষে দোষীর কোন আশাই নাই।" নিমেষের মধ্যে এইরূপ কত শত ভাবিতে ভাবিতে দাঁড়ি অর্দ্ধ-কামান হইয়াছে এমন সময় সম্মুখে শ্রীগুরুদেবের কণ্ঠস্বরে "কি গো, দাঁড়ি কামাচ্ছ" শুনিয়াই চক্ষু খুলিয়া দেখি সত্যই তিনি দাওয়ার নিম্নদেশে পুষ্প-প্রাঙ্গণে প্রস্ফুটিত গাঁদা ফুলের গাছগুলির মধ্যে স্থানটি আলোকিত করিয়া দণ্ডায়মান। ত্রস্ত হইয়া অর্দ্ধ-কামান অবস্থায় ক্ষুরটি রাখিয়াই দাওয়া হইতে নামিয়া শ্রীচরণে প্রণাম করিলাম। বাবা এক মিনিট কাল দাঁড়াইয়াই প্রাঙ্গণের অভ্যন্তরে প্রাচীরের গা দিয়া আশ্রম বাটী বেষ্টন করিয়া যে পথ আছে তাহা দিয়া আশ্রমাভ্যন্তরে বেড়াইতে লাগিলেন। আমিও তাঁহার পিছু-পিছু চলিতে লাগিলাম। আমাকে চলিতে দেখিয়া বাবা দয়া-পরবশ হইয়া কহিলেন,—"কামাও গে গো।" আমি "না বাবা, থাক, পরে কামাইব" বলিয়া বাবার পিছু-পিছু চলিতে লাগিলাম এবং যেন কাহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রবর্ত্তনায় আমি বলিয়া ফেলিলাম, "আমি বেশ আছি বাবা—বেশ ভালই আছি। ঠিক ঠাওরাইয়া বলিতে না পারিলেও মনে হয়, সংসারের যথেষ্ট অভাব, দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণার মধ্যেও বেশ সুখ আছে; মনে হয় যেন সেটি অনেক সময় অনুভব করিতে পারি এবং অনেক সময় আরও মনে হয় যেন সর্ব্বদা আপনি সঙ্গে আছেন।"

দয়াল বাবা কহিলেন, "ক্রমশঃ প্রকাশ।" মুখে যখন এই কথা বলিতেছি চোরের মত চুপি-চুপি সঙ্গে সঙ্গে মনের সঙ্গেও কথা কহিতেছিলাম। 'বেশ মজা হইল ত', এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে মনে হইল, "বাবার স্থূলদেহে অধীনের সম্মুখে প্রকাশ তাঁহার অনন্ত লীলার মধ্যে একটি লীলা হইতে পারে। তিনি একই সময় বহুস্থলে বহু শরীরে বহু জনের নিকট দয়া-পরবশ হইয়া আবির্ভূত হইতে পারেন, কিন্তু আমি যেরূপ নগণ্য ক্ষুদ্র ও অভক্ত সন্তান তাহাতে আমার এইরূপ চিন্তাতেই বাবা আসিয়া দাঁড়াইলেন ইহা বিশ্বাস করিতে আমার অশুদ্ধ মন কিছুতেই চাহিল না। বাবা ত' মাঝে মাঝে প্রাতে কোন কোন দিন আশ্রম-প্রাঙ্গণে পরিভ্রমণ করেন, ইহা আমি পূর্ব্বে বহুবার দেখিয়াছি। এই এক ঘণ্টার ভিতর তিনি না হয় আজও পূর্ব্ব কোন দিনের মত দ্বিতল হইতে সকাল সকাল নামিয়া আসিয়া ইচ্ছা অনুসারে বেড়াইলেন।" ইহা যে দয়াল বাবার ক্ষুদ্র সন্তানের সম্মুখে বিশিষ্ট ভাবে প্রকাশ তাহা নির্ভুল-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রূপে ধারণা করিতে পারিলাম না। আমার মনের এ গণ্ডগোল চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া বাবা যেমন কথা কহিতে-ছিলেন তেমনই কথা কহিতে কহিতে বলিলেন,—"মানুষের সাধ্য কি গো যে সে পূর্ণভাবে শুদ্ধতা লাভ করিয়া তাঁকে (শ্রীভগবানকে) পাইতে পারে ? আমি ত' অযোগ্য, অপবিত্র বটেই—তবে তুমি কি করতে আছ। তুমি (শ্রীভগবান্) আমাকে শুদ্ধ, যোগ্য, পবিত্র করিয়া লও। মানুষ ভিতরে কুটিলতা না রাখিয়া তাহার ক্ষমতা অনুসারে একটু ভাল ভাবে চলিলেই এবং তাঁহার উপর নির্ভর করিলেই পরম মঙ্গল লাভ করিতে পারে।"

আমি আমার নিজেকে ও জগৎবাসী সকলকে এখন উচ্চ-কণ্ঠে সম্বোধন করিয়া কহি,—"আমার বাবা আমার মত ক্ষুদ্র সন্তানেরও কার্য্যাকার্য্য লক্ষ্য করিয়া অহেতুক কৃপাগুণে আপন অভয়পদে টানিয়া লইতেছেন, এটি তাহারই চাক্ষুষ দৃষ্টান্ত।" আমি আমার সমগ্র ভ্রাতা ভগিনীদের বিশেষ আনন্দ লাভের আশায় এই ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করিলাম। ইতি—

শ্রীজানকী নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীজিতেন্দ্র নাথ রায়

৺কাশীধাম।

সন ১৯২৪ সালে ও তাহার পূর্ব্বে ৩।৪ বৎসর যাবৎ শ্রীশ্রীগুরুদেব পৌষ মাসের শেষভাগে কিম্বা মাঘ মাসের প্রথমে ৺কাশীধাম হইতে যাইবার সময় আমার চাকরীস্থল ধানবাদে প্রায় প্রতি বৎসর মাসাবধিকাল অবস্থিতি করিতেন। সেই সময় আমি ও আমার অন্যান্য গুরুভাই যিনি যে দিন উপস্থিত থাকিতেন প্রত্যহ প্রাতে এবং কোন কোন দিন বৈকালে বাবার সহিত মাঠে জঙ্গলে বেড়াইতে যাইতাম। একদিন প্রাতে বাবা ও আমি দুইজনে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলাম, একস্থানে কয়েকখণ্ড সাদা পাথর দেখিয়া বাবা ২।৩ খানি কুড়াইয়া লইলেন এবং তাহার মধ্যে একখানাতে সেখানে বসিয়া আমার চশমা লইয়া ফোকাস করিতে লাগিলেন। আমি দেখিলাম -- সূর্য্যের উত্তাপ লাগিতে লাগিল, আর পাথরখানির ভিতর হইতে বিন্দু বিন্দু কিছু বাহির হইয়া উপরে জমিতে লাগিল। একটু পরে বাবা বলিলেন, "খাইয়া দেখ, কিরূপ হইয়াছে।" আমি খাইয়া দেখিলাম—উত্তম সুগন্ধযুক্ত মিছরি, যাহা এই পৃথিবীতে পাওয়া যায় না।

একদিন আমার গুরুভাই শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৬।৭ বৎসরের পুত্র ধানবাদে বাবা যে বাটীতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসিতেন, সেইখানে কাশীর চম্‌চম্ খাইতে চাহিল। বাবা তাহাকে একটুখানি ময়দার নেচি পাকাইয়া আনিতে বলিলেন। সে আনিলে বাবা সেই ময়দার টুকরাতে দুইখানি চম্‌চমের মত গড়িলেন, পরে শাল পাতায় মুড়িয়া রৌদ্রে ধরিয়া লেন্স দিয়া ফোকাস করিলেন এবং বলিলেন, যে চম্‌চম্ হইবে তাহার একটিতে সামান্য ন্যাপথেলীনের গন্ধ হইবে এবং অপর একখানির কতকাংশ চম্‌চম্ হইবে এবং বাকি অংশ যেমন তেমনি থাকিবে। ন্যাপথেলীনের গন্ধ হইবার কারণ এই যে যে সময় ফোকাস করিতেছিলেন সে সময় ন্যাপথেলীনের পরমাণু সামান্য আসিয়াছিল এবং ফোকাস করিবার সময় প্রবোধের ছেলে উঁকি মারিয়া পিছন হইতে দেখিতেছিল। তাহার ছায়া যে অংশের উপরে পড়িয়াছিল, সে অংশ আর চম্‌চম্ ছিল না, যথার্থই ময়দা ছিল, অপরখানি সুন্দর চিনির চূর লাগান চম্‌চম্ ছিল। খাইয়া দেখিলাম, সমস্তই ঠিক, কেবল একখানি ন্যাপথেলীনের গন্ধযুক্ত আর একখানির কতক অংশ চম্‌চম্ ও কতক অংশ ময়দাই ছিল।

এক বৎসর বাবা ধানবাদে দ্বিপ্রহরে প্রখর রৌদ্রের সময় জঙ্গল হইতে কয়েকখানি কোয়ার্টস পাথর কুড়াইয়া আনিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে একখানি পাথরে তাঁহার লেন্স দিয়া ফোকাস করিয়া হীরক প্রস্তুত করিয়াছিলেন। পাথরখানির রং ফোকাস করিয়া পরিবর্ত্তন হইল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখিলাম। কিন্তু তাহা যে বহু মূল্যবান্ হইল তাহা বুঝিতে পারিলাম না। পরে শুনিলাম কলিকাতায় গিয়া হ্যামিলটন প্রভৃতি কয়েকজন জহুরীর নিকট যাচাই করিয়া জানা গিয়াছিল যে তাহার মূল্য কোটি টাকাও হইতে পারে। পরে বাবা সেই পাথরখানি কলিকাতায় প্রিন্সেপ ঘাটে জেটির উপর দাঁড়াইয়া দূরে জলগর্ভে নিক্ষেপ করেন।

একদিন বাবা ভোগের পর পান চিবাইতে চিবাইতে ঘর হইতে বাহিরে আসিতেছিলেন। সেই সময় দেখিলাম তিনি তাঁহার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্যে যেন কি একটি পাকাইতেছিলেন। বোধ হইল যেন চূণের গুলি। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাবা, কি করিতেছিলেন ?" বাবা বলিলেন,—"যা বল্‌বে তাই কর্‌ব। ১০৮টি কুমারী-সেবার টাকা জমা দাও।" আমার ক্ষমতা না থাকায় আমি চুপ করিয়া বসিলাম। এমন সময় প্রবোধদাদা শুনিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—১০৮টি কুমারীর সেবার জন্য কত দিলে হইবে। বাবা ১০৮৲ টাকা বলিলেন। পরে ৭৫৲ টাকা প্রবোধদাদা দিতে স্বীকৃত হওয়ায় বাবা বলিলেন, "ইহাকে কি করিতে চাও ?" প্রবোধদাদা তাঁহার হাতে ধারণ করিবার জন্য একটি স্ফটিক করিতে বলিলেন। কি আশ্চর্য্য ! সেইটি আকৃতিতে ক্ষণকালের মধ্যে সুন্দর দুইটি বড় স্ফটিক হইল। ইহাতে লেন্স ব্যবহার করেন নাই। কেবল দুইটি আঙ্গুলের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধ্যে সূর্য্যের উত্তাপে পাকাইতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতে ছিদ্র না হইলে কি করিয়া হাতে ধারণ করিব বলিবামাত্রই বাবা স্ফটিকটি প্রবোধের হাত হইতে লইয়া তুইটি আঙ্গুলের মধ্যে রাখিয়া সূর্য্যের দিকে ধরিয়া ক্ষণকালমাত্র তাহার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেই তাহাতে ছিদ্র হইয়া গেল। সেই স্ফটিক এখনও প্রবোধদাদার হাতে আছে।

একদিন পোলাওয়ের জন্য জাফরাণ আবশ্যক হইয়াছিল। জাফরাণ বাজার হইতে আনান হয় নাই। বাজার অনেক দূরে। বাবা শুনিয়া বলিলেন, "জাফরাণের ভাবনা কি? আমি জাফরাণ দিব।" আমি ও তুই একটি গুরুভাই বাবার সহিত বেড়াইতে বাহির হইলাম। মাঠে সুন্দর পলাশ ফুল ফুটিয়াছিল। লাঠি দিয়া তাহার ২।৩টি ফুল পাড়া হইল। বাবা লেন্স দিয়া তাহার পাপড়ীতে ফোকাস করিলেন এবং এমন সুন্দর জাফরাণ তৈয়ার হইল যাহা বাজারে পাওয়া যায় না। ইতি—

শ্রীজিতেন্দ্র নাথ রায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীগিরীন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়।

জঙ্গমবাড়ী, ৺কাশীধাম।

আমি শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেবের একজন নগণ্য শিষ্য। মনে হয় প্রতিপদেই তাঁহার আদেশ পালনে অবহেলা করিয়া থাকি। আমার ন্যায় শিষ্য তাঁহার লীলার বিষয়ে লেখার অধিকারী নহে বলিয়া এতদিন চুপ করিয়াছিলাম। কিন্তু কতিপয় গুরুভ্রাতার তাড়নায় আমার নিজের সাংসারিক ব্যাপারে যে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতার বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহা বিবৃত করিতে অগ্রসর হইয়াছি।

আমার ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম, কিন্তু তদুপযুক্ত কার্য্য করিয়া থাকিতাম বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তিগণ যখন ব্রাহ্মণদিগকে লক্ষ্য করিয়া নানারূপ শ্লেষ বাক্য প্রয়োগ করিত এবং ব্রাহ্মণ স্বার্থপরতা হেতু অন্যান্য জাতিকে প্রবঞ্চনা করিয়া পদানত করিয়া রাখিয়াছিল এইরূপ তীব্র আলোচনা করিত, তখন হৃদয় ক্ষোভে ও দুঃখে ম্রিয়মাণ হইত, তখন মনে হইত কোথায় সেই আর্য্য-ঋষিগণ যাঁহাদের যোগ-প্রভাবে এককালে জগৎ স্তম্ভিত ছিল। তখন মনে হইত যে ব্রাহ্মণদের মধ্যে এমন একজনও কি আজ নাই যিনি নিজের তেজো-বল প্রকাশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া ঐ সব ক্ষুদ্রচেতা ব্যক্তিগণের বাক্যের অসারতা প্রতিপন্ন করিতে পারেন এবং ঐ সকল অহেতুক নিন্দা হইতে ব্রাহ্মণদিগকে রক্ষা করিতে পারেন। সাময়িক উত্তেজনার বলে ঐরূপ যোগ-সম্পন্ন কোন সাধু পুরুষের অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার চরণে জীবন উৎসর্গ করিতে প্রবল ইচ্ছা হইত, কিন্তু ঐ উত্তেজনা ক্ষণস্থায়ী মাত্র। অনেক দিনের কথা। বোধ হয় ইং ১৯০৪ বা ১৯০৫ হইবে। জনৈক লোকমুখে শুনিতে পাই যে বৰ্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত গুষ্করায় এইরূপ একজন সাধু পুরুষ আছেন যিনি তাঁহার তপঃ-প্রভাবে অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারেন ও ইচ্ছাশক্তির বলে অলৌকিক ব্যাপার সংঘঠনে সক্ষম। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি হৃদয়ের উত্তেজনা সাময়িক মাত্র। কোথায় গুষ্করা এবং কোথায় সেই সাধু, তাহার প্রকৃত অনুসন্ধান করিয়া সেখানে যাইবার যে একটি প্রবল বাসনা তাহা হৃদয়ে স্থান পায় নাই, কাজেই তাঁহার দর্শন ঘটে নাই। এখন মনে হয় সেই সাধু আর কেহ নহেন, তিনিই তপঃ-প্রভাব-সম্পন্ন শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেব যাঁহার শ্রীচরণে ইং ১৯২১ সালে প্রায় ১৬ বৎসর পরে কোন অপ্রত্যাশিত ঘটনা-চক্রে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছি। হায়! দুর্ভাগা আমি, যদি কাল থাকিতে পিপাসার প্রাবল্য থাকিত এবং এই মহাত্মার কৃপালাভ অদৃষ্টে ঘটিত, না জানি জীবনের কতই না পরিবর্ত্তন হইত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইং ১৯২১ সালে আশ্বিন মাসে ৺শারদীয়া পূজার অষ্টমীর দিন সপরিবারে দীক্ষা গ্রহণের জন্য এই মহাপুরুষের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া ৺কাশীধামে পৌঁছি। কিন্তু আমার চারি বৎসরের একটি পুত্র (সত্যেন্দ্র নামে পরিচিত) হঠাৎ টাইফড্ জ্বরে আক্রান্ত হয় এবং উহাতে কৃমি-আদির উপদ্রব থাকায় রোগ জটিল হইয়া পড়ে। পীড়ার তৃতীয় কি চতুর্থ দিন হইতে ঐ বালকটি ক্রমান্বয়ে ১৭ দিন অজ্ঞান অবস্থায় ছিল। পীড়ার প্রথম দুই দিন আমি বাবাজীর শ্রীচরণ দর্শনে যাইতে পারি নাই। তৃতীয় দিন তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন, "কি গো, এ দুই দিন আস নাই কেন?" উত্তরে বলিলাম, "বাবা, ছেলেটির পীড়ার জন্য আসিতে পারি নাই।" তাহাতে তিনি বলিলেন, "ভয় কি, পীড়া হইয়াছে, সারিয়া যাইবে।" পীড়ার প্রথমাবস্থায় বাসার নিকটবর্ত্তী একটি অল্প-বয়স্ক নব্য কবিরাজকে চিকিৎসার্থে নিযুক্ত করি, কিন্তু পীড়ার প্রাবল্য দেখিয়া পরে ময়মনসিংহের প্রসিদ্ধ কবিরাজ প্যারী মোহন সেনকে নিযুক্ত করি। তিনি ঐ সময়ে পীড়িত হইয়া দেহত্যাগ মানসে ৺কাশীধামে আসেন, কিন্তু আরোগ্য লাভ করিয়া এখানেই অবস্থান করিতেছিলেন এবং চিকিৎসা ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। পীড়ার একাদশ দিবসে শেষ রাত্রে দেখা যায় ঐ বালকটির চোয়াল বাহিয়া রক্ত পড়িয়া বালিস ভিজিয়া গিয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রক্তের প্রাবল্য দেখিয়া আমাদের সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল এবং উহার জীবনের আশা ত্যাগ করিলাম। ভোর হইতে না হইতেই কবিরাজের বাড়ী গেলাম—তাঁহাকে ঘটনার বিষয় বলিতেই তাঁহার মুখমণ্ডল ম্লান হইয়া উঠিল—তিনি একজন ভাল ডাক্তার দ্বারা বুক আদি পরীক্ষা করিবার জন্য উপদেশ দিলেন এবং রোগীকে দেখিবার জন্য মৎসমভিব্যাহারে আমার বাসায় আগমন করিলেন। বাসায় আসিয়া দেখি কান্নার রোল উঠিয়াছে এবং আমার স্ত্রী একান্ত অধৈর্য্য হইয়া পড়িয়াছে। কবিরাজ বালকের মুখের অভ্যন্তরাদি দেখিয়া বলিলেন, "রক্ত গলার মধ্য হইতে আসার কোন চিহ্ন দেখা যায় না—কীটদষ্ট দাঁতের গোড়া হইতে বহির্গত হওয়াই সম্ভব।" কিন্তু এরূপ রক্ত-নিঃসরণের কারণ কিছু বলিতে পারিলেন না। বাসার পার্শ্ববর্ত্তী বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা আসিয়া তখন আমার স্ত্রীর কাছে নানা মত প্রকাশ করিতে থাকেন এবং 'কবিরাজী চিকিৎসায় রাখা সঙ্গত নয়, পাস-করা ডাক্তার হইলে তুই দিনে সারাইয়া দিত' এইরূপ অযাচিত মন্তব্য প্রকাশ করেন। তাঁহাদের এইরূপ বাক্যে আমার স্ত্রী কোন ভাল ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় আমি তদানীন্তন দশাশ্বমেধঘাট রোডে অবস্থিত বাবু যদুনাথ গাঙ্গুলী, এম, বি, ডাক্তারকে আনয়ন করি। তিনিও কবিরাজ মহাশয়ের মত সমর্থন করেন, কিন্তু কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমর্থ হন না। তিনি পিচকারী দ্বারা রোগীর মল-নিঃসরণ করাইবার ব্যবস্থা করেন। তৃতীয় দিনে পিচকারী প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গেই বালকটির হিমাঙ্গ হইতে থাকে এবং ঔষধাদি গলাধঃকরণের ক্ষমতা লোপ হয়। বলা বাহুল্য, মৃত্যুর সমস্ত পূর্ব্ব লক্ষণ প্রকাশ পায়। ডাক্তার বাবু বালকের অবস্থা দেখিয়া তাঁহাদের অন্তিম কালের ঔষধ stimulant mixtureএর প্রেস্‌ক্রিপসন লিখিয়া দিয়া সরিয়া পড়েন—উহা কে সেবন করিবে তাহা চিন্তা করিবার আর অবসরও তাঁহার ছিল না। যাহা হউক, বালকের মৃত্যু অনিবার্য্য বুঝিয়া আমি আমার পরিচিত সকলকে সংবাদ দিই এবং অন্ত্যেষ্টির জন্য প্রস্তুত থাকিতে বলি। বালকের অবস্থা দর্শনে আমার মন অত্যন্ত বিচলিত হওয়ায় বাসার বাহির হইয়া রাস্তায় দাঁড়াই ও ঐ সময়ে নানা চিন্তায় অভিভূত হইয়া পড়ি। মনে হইল, সুঠাম সুস্থকায় শিশুটিকে কি মণিকর্ণিকায় রাখিবার জন্যই কাশীধামে আনিয়াছিলাম ? তাহার যেন মৃত্যু হইয়াছে, যেন মণিকর্ণিকায় তাহাকে লইয়া যাইতেছি, এইরূপ দৃশ্যই যেন মনঃ-পটে আবির্ভূত হইতে লাগিল এবং উহাতে বাহ্য জ্ঞান হারা হইলাম। কিন্তু চকিতে আমার স্মৃতিপথে উদয় হইল, "বাবাজী তো বলিয়াছিলেন, 'ছেলের পীড়া হইয়াছে, ভয় কি ?' " মনে মনে বলিলাম, "এই ছেলের যদি মৃত্যু হয়, জানিব যোগ মিথ্যা, যোগী মিথ্যা, ধর্ম্ম মিথ্যা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাশী মিথ্যা, ধর্ম্মজীবনের সহিত আর কোন সংশ্রব রাখিব না, যথেচ্ছা স্রোতে জীবন ভাসাইয়া দিব।" তন্মুহূর্ত্তেই দেখি যে পূর্ব্বোল্লিখিত যুবা কবিরাজটি আমার সম্মুখ দিয়া যাইতেছে। অমনি যেন কিসের প্রেরণায় তাঁহাকে বলিলাম, "কবিরাজ মহাশয়, আপনার সঙ্গে কি ভাল মকরধ্বজ আছে?" তিনি বলিলেন, "হাঁ, কি জন্য?" আমি বলিলাম, "যে বালকটিকে আপনি পীড়ার প্রথমাবস্থায় দেখিয়াছিলেন, সেই বালকটি আজ মুমূর্ষু, বোধ হয় রাত টিকিবে না, আমার ইচ্ছা তাহার অন্তিমকালে কিছু মকরধ্বজ দিয়া দেখি কি ফল হয়। কবিরাজ মহাশয় আমার সহিত অভ্যন্তরে গিয়া বালকটির অবস্থা দেখিলেন এবং ভাল মধুর সঙ্গে কিছু মকরধ্বজ মাড়িয়া ১০ মিনিট অন্তর দুই বার জিহ্বার উপর ঘসিয়া দিলেন—জিহ্বার উপর একটি সাদা পুরু পরদা পড়ায় সোহাগার খই-গুড়া মধুর সহিত জিহ্বার উপরি ভাগে মুহুর্মুহু ঘসিয়া দিতে থাকিলেন। মকরধ্বজ দিবার অল্পকাল মধ্যে হস্তপদ গরম হইতে থাকিল। রাত্রি অনুমান একটার সময় রোগী ঘুমাইয়া পড়িল। বলা বাহুল্য, রোগী পূর্ব্ববৎ কোমা অবস্থায় ছিল। রাত্রি তিনটার সময় ঘুম ভাঙ্গিল। মুখ খুলিয়া দেখা গেল সে সাদা পরদা অন্তর্হিত হইয়া জিহ্বা রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে। বেদানার রস রোগীর মুখে দিলে ঢক করিয়া গিলিয়া ফেলিল। তখন আমাদের হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল এবং উক্ত যুবক কবিরাজের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহিত পরামর্শ করিয়া ভোর হইতেই কবিরাজ বসন্ত কুমার ভট্টাচার্য্যের হস্তে এই রোগীর ভার দেওয়া স্থির করিলাম। পরদিন সকালে বসন্ত বাবু আসিয়া রোগীর অবস্থাদি পরিদর্শন করিয়া ঔষধ ও মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা করিলেন। তখন উঁহাকে আমি বাবাজীর একজন পরম ভক্ত বলিয়া চিনিতে পারিলাম। বসন্ত বাবুর সুচিকিৎসা ও যত্নের ফলে রোগী তিনদিন পর সংজ্ঞালাভ করিল ও তাহার অবস্থা দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। বলা বাহুল্য, এই সঙ্কটাবস্থায় বাবাজার নিকট আমি যাইতে পারিতাম না। এক দিন দশাশ্বমেধঘাটের পথে বাবাজীর দর্শন লাভ হওয়ায় তিনি ছেলেটির বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং বসন্ত কবিরাজ মহাশয়কে নিযুক্ত করা হইয়াছে শুনিয়া বলিলেন, "বেশ বেশ, বসন্ত কবিরাজ খুব ভাল চিকিৎসক, তাঁহাকে দিয়াই চিকিৎসা করাও।" ৪৭ দিন পর ছেলেটিকে অন্নপথ্য দেওয়া হইল। কিন্তু ছেলেটি কঙ্কাল-সার হইয়াছিল এবং পরবর্ত্তী চারি মাস পর্য্যন্ত উত্থান-শক্তি-রহিত ছিল। বলা বাহুল্য, ছেলেটি কিঞ্চিৎ আরোগ্য প্রাপ্ত হইলে বাবাজী আমাদের আগ্রহাতিশয্যে কৃপা করিয়া আমাকে ও আমার স্ত্রীকে দীক্ষা দিয়া কৃতার্থ করিলেন। মাঘ মাস যায় যায়, তখনও ছেলেটি উত্থান-শক্তি-রহিত। আমার স্ত্রী একদিন ধরিয়া বসিল শ্রীগুরুদেবের তো অপার কৃপা—তিনি যদি ছেলেটিকে একবার আশ্রমে তাঁহার নিকট লইয়া যাইবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আদেশ দেন। পরদিন আমি বাবাজীকে বলিলাম এবং তিনিও সহাস্য বদনে আদেশ দিলেন। তৎপর দিন ছেলেটিকে আশ্রমে লইয়া গেলাম। ঐ সময়ে হনূমান্ ঘাটের সন্নিকট আউধ-গর্ব্বীতে আশ্রম ছিল। বাবাজী আদেশ দিলেন, "ছেলেটিকে আমার ক্রিয়াস্থানে শোয়াইয়া রাখ।" সেই রূপই করা হইল। প্রায় ১৫ মিনিট পর বাবাজী সেখানে গিয়া ছেলেটিকে বলিলেন, "কি রে, কেমন আছিস?" ছেলেটি মৃদুস্বরে উত্তর দিল, "আমার আর জ্বর হয় না। তবে আমি উঠিতেও পারি না, হাঁটিতেও পারি না।" তখন বাবাজী তাঁহার হস্ত প্রসারণ করিয়া বালকটিকে অঙ্গুলী ধরিতে বলিলেন। বালকটি অঙ্গুলী ধরিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ঘরের মধ্যে বাবাজীর সাথে সাথে হাঁটিয়া বেড়াইতে লাগিল। তখন বাবাজী বলিলেন, "যা, ফাল্গুন মাসের ৭।৹ দিন হইলেই হাঁটিতে পারিবি।" ঐ দিন কথা-প্রসঙ্গে আমার স্ত্রীকে বলেন, "কি গো, তোমার ছেলে তো ভালই আছে, আমি যখন উহাকে দেখিয়াছিলাম, উহার তো তখন কিছুই ছিল না।" প্রকৃত প্রস্তাবে বাবাজী আমার ছেলের পীড়ার সময় স্থূল-দেহে উহাকে দেখিতে কখনও যান নাই। কাজেই আমার স্ত্রী স্তম্ভিত হইয়া উঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিল। বাবাজী তখন অন্যান্য কথায় ঐ বিষয় চাপা দিয়া ফেলিলেন, কিন্তু আমার স্ত্রী উহা ভুলিল না, পর মুহূর্ত্তে আমার সহিত সাক্ষাৎ হইলে আমার নিকট উহা প্রকাশ করিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুঝিলাম ছেলের চরম অবস্থায় কৃপা-পরবশ হইয়া বাবাজী সূক্ষ্মদেহে উহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন এবং আমার তদানীন্তন হৃদয়ের ভাব বুঝিয়া তিনিই মঙ্গল পথে লইবার জন্য প্রেরণার দ্বারা আমাকে চালিত করিয়াছিলেন। যাহা হউক, ৭ই ফাল্গুন সকালে দেখি যে ঐ বালকটি দাঁড়াইয়া একটি খট্টাঙ্গের পার্শ্ববর্ত্তী কাঠে ভর দিয়া হাঁটিতেছে ও খিল খিল করিয়া হাসিতেছে। শ্রীগুরুদেবের কৃপায় যে ঐ বালকটি প্রাণ পাইয়াছিল এবং আরোগ্য লাভ করিয়াছিল সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। বাবাজী পরে আমাকে বলিয়াছিলেন যে কীট-দষ্ট দাঁতের গোঁড়া হইতে রক্ত-নিঃসরণ বালকের জীবন-রক্ষার একটি প্রধান কারণ, নতুবা মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য হেতু উহার মৃত্যু ঘটিত।

ইং ১৯২৫ সালে আমি আমার প্রথমা কন্যার বিবাহার্থে সপরিবারে কলিকাতা গমন করি। ঐ সময়ে শ্রীশ্রীগুরুদেব ভবানীপুর ৭নং কুণ্ড রোডে আমাদিগের গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত বাবু যোগেশ চন্দ্র বসুর বাড়ীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিতে গেলে তিনি তাঁহার স্বভাব-সুলভ স্নেহ-মধুর ভাষায় বলিলেন, "কি গো, মেয়ের বিবাহ দিতে কলিকাতা আসিয়াছ? বেশ, থাক।" বলা বাহুল্য, আমার কন্যাটি খুব সুরূপা না হইলেও কুরূপা নহে। বাবাজী বরাবর বলিতেন, "ও খুব সুপাত্রে পড়িবে।" কিন্তু আমি নয় মাস যাবৎ পাত্রের অনুসন্ধান করিয়াও কোন মনোমত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাত্র স্থির করিতে পারিলাম না। বাবাজীর উপদেশ ছিল— 'কন্যার বিবাহ দিতে পাত্র প্রকৃত ব্রাহ্মণ-বংশ-জাত কিনা, অর্থাকাঙ্ক্ষী কি না ও ধর্ম্ম-ভাব-যুক্ত কি না, ইহাই দেখিয়া স্থির করিবে।' বলিতে কি কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে দেখি পাত্রীর সহিত কোন পাত্রের বিবাহ হয় না, অর্থ সম্বন্ধে বিবাদ। পাত্রী কিরূপ বংশজাত বা দেখিতে কিরূপ ইহার সন্ধান না লইয়া পাত্র-পক্ষেরা জিজ্ঞাসা করেন, "ক হাজার টাকা খরচ করিবেন, মহাশয় ?" কাজেই বাবাজীর উপদেশ-বাক্য এবং আমার আর্থিক অসচ্ছলতা এই দুটিই বিবাহের প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আমি পুলিস বিভাগে সামান্য কাজ করিতাম। ৮ মাস কাল ছুটী লওয়ার পর আরও দুই মাস অর্দ্ধ বেতনে ছুটীর দরখাস্ত দিলাম, কিন্তু উপরিতন সাহেব Civil Surgeon এর Certificate চাহিলেন ও অর্দ্ধ বেতনও বন্ধ করিয়া দিলেন। আমি সপরিবার বাসা ভাড়া করিয়া কলিকাতা ছিলাম। সুতরাং তখন ভয়ানক অর্থাভাব উপস্থিত হইল। কিন্তু আমি শ্রীগুরুদেবের আশ্বাস-বাণীর উপর নির্ভর স্থাপন করিয়া কায়ক্লেশে কোন প্রকারে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলাম। ইতি পূর্ব্বে বাবাজী ৬পুরীধামে চলিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু এই সময়ে কলিকাতা ভবানীপুরে পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার চরণ সমীপে উপস্থিত হইলেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি গো, মেয়ের বিবাহ হইয়াছে তো ?" উত্তর করিলাম,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"না বাবা, হয় নাই।" তিনি পুনরায় বলিলেন, "কেন, তুমি পাত্র স্থির করিয়া আশীর্ব্বাদ চাহিয়া টেলিগ্রাম করিয়াছিলে। তাহার কি হইল?" বলা বাহুল্য, একটি পাত্রের সহিত বিবাহ স্থির হয়। ছেলেটি Law এর Final Examination দিবে। তাহার হৃদয়ে স্বাধীনভাব ছিল, কন্যা পছন্দ হওয়ায় বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হয়, কিন্তু হঠাৎ একদিন আমার বাসায় আসিয়া প্রকাশ করে যে তাহার ২৬৷২৭ বৎসর বয়সের কালে কোষ্ঠীর ফল বড় খারাপ—মৃত্যুযোগ আছে, সুতরাং এরূপ অবস্থায় তাহার পক্ষে বিবাহ করা এবং আমার পক্ষে তাহাকে কন্যা দান করা উচিত নহে। সে আমাকে কোষ্ঠীটি দেখাইল। আমি এই যুবকের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট না হইয়া মনে মনে তাহাকে তাহার সদ্‌-বিবেচনার জন্য ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। যাহা হউক, উহাকে সঙ্গে লইয়া আমি ঝামা-পুকুরের প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী যোগেন্দ্র বাবুর নিকট গেলাম। তিনি কোষ্ঠী দেখিয়া বলিলেন যে যুবকের মৃত্যুযোগ নাই, তবে সে কঠিন পীড়ায় পতিত হইবে এবং এ অবস্থায় বিবাহ না হওয়াই ভাল। কাজেই আমরা উভয় পক্ষই এই বিবাহ-প্রস্তাব ত্যাগ করিলাম। বাবাজীকে আদ্যোপান্ত ঐ ঘটনা বলিয়া তাঁহাকে আমার আর্থিক-অবস্থা, বেতন-বন্ধ প্রভৃতি বিষয় জ্ঞাত করাইলাম ও তৎপরে নিবেদন করিলাম, "বাবা, বিবাহ দিতে কলিকাতা আসিলে আপনিই এখানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকিতে আদেশ দিয়াছিলেন এবং সেই আদেশ-বাণীর উপর নির্ভর করিয়া এ কাল পর্য্যন্ত কন্যার বিবাহের চেষ্টায় এখানেই আছি। অধুনা আর কলিকাতা থাকা অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। যাহা আদেশ করেন তাহাই করিব।" এই সময়ে তিনটি পাত্র আমার সন্ধানে ছিল। দুইটির সহিত বিবাহ-প্রস্তাব অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিল। তৃতীয়টি বরাহনগরের, কিন্তু তাহার সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথাবার্ত্তা হয় নাই। তবে ছেলেটি সদ্বংশ-জাত, সুশ্রী ও শিক্ষিত, এবং সংসারে ধর্ম্মভাবও আছে ও অর্থাকাঙ্ক্ষা নাই। আমার কন্যাটিও পাত্র-পক্ষের খুব পছন্দ হইয়াছিল। বাবাজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কোন পাত্র সন্ধানে আছে কি?" আমি উত্তরে ঐ তিনটি পাত্রের উল্লেখ করিলাম। বাবাজী আর কোন কথা না বলিয়া তাঁহার নিজের ঘরে উঠিয়া গেলেন। বলা বাহুল্য, এই সব কথা যোগেশ বাবুর দোতালার বৈঠকখানার ঘরে হইতেছিল। আমি জানিতাম বাবাজী এই সব সাংসারিক বিষয়ে কাহাকেও কিছু বলেন না। কিন্তু বাবাজী যখন ঘর হইতে উত্তর দিকের বারান্দা দিয়া বৈঠকখানা ঘরে যাইতেছিলেন, আমি আমার তদানীন্তন অবস্থায় কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে আদেশ প্রার্থনা করিলাম। দয়ার অবতার মহাপুরুষ মৃদুস্বরে বলিলেন, "বরাহনগরের ছেলেটির চেষ্টা দেখ গে।" আমি সেই মুহূর্ত্তে উৎফুল্ল—হৃদয়ে তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া তথা হইতে বহির্গত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইলাম। কলিকাতায় উক্ত ছেলেটির অভিভাবক তাহার দ্বিতীয় ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতেই তিনি বলিলেন, "আপনার গুরুদেব যখন এই পাত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তখন আমাদের কোন অমত বা বক্তব্য নাই। যে দিন ইচ্ছা ঐ পাত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে পারেন।" যৌতুক সম্বন্ধে যাহা আমি নিজ হইতে প্রস্তাব করিলাম তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন। বলা বাহুল্য, তিনি যেন মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় চালিত হইতে লাগিলেন। এই সময় আমার কৌতুক জন্মে যে শ্রীগুরুদেব তো পাত্র না দেখিয়া, পাত্র-পাত্রীর কোন কোষ্ঠী বিচার না করিয়াই, পাত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন, লৌকিক হিসাবে কোষ্ঠী-বিচারে জ্যোতিষী কি মত দেয় দেখি। পরদিন পূর্ব্বোল্লিখিত জ্যোতিষী ঝামা-পুকুরস্থ যোগেন্দ্র বাবুর নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা কাল তাঁহার জ্যোতিষ-শাস্ত্রের বহিখানি দেখিয়া পাত্র-পাত্রীর রাশি-চক্র বিচার করিয়া বলিলেন, "এই উত্তম যোটক। এই ছেলের যদি গাছ-তলাতেও বসতি হয়, তাহা হইলেও ইহার সহিত বিবাহ দিতে পারেন। এই যুবকের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল।" বলা বাহুল্য, আট দিনের মধ্যে বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের পর জামাইটি ইংরাজীতে M.A. পাস করিয়া Imperial Bank এ প্রবেশ করিয়াছে ও London Commercial Institute এ member হইয়া কয়েকটি বিষয়ে Banking পাশ করিয়াছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং বর্ত্তমান বৎসরে ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ উন্মুক্ত করিতে বক্রী বিষয়ে পরীক্ষা দিয়াছে। আমার কন্যাটিই এক্ষণে একরূপ গৃহকর্ত্রী এবং তাহার দাম্পত্য-সুখের অভাব নাই। ধন্য গুরুদেব! ধন্য আপনার মহিমা! আপনার ন্যায় মহাপুরুষের চরণে স্থান পাইয়াও যে আপনাকে চিনিলাম না, আপনার নির্দ্দিষ্ট পথে চলিলাম না, ইহা আমাদিগের দুর্ভাগ্য। ইতি—

শ্রীগিরীন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়।

LIBRARY
No...........
Shri Shri Ma Anandamayee A...
BANARAS.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীদুর্গাকান্ত শাস্ত্রী

(পেন্সন-প্রাপ্ত সব জজ, বেনারস।)

তখন আমি পুরীর আশ্রমে ছিলাম। কুঞ্জবাবু তখন কটকের ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার। তিনি একটি Ford মটর গাড়ি কিনিয়াছিলেন। সেই গাড়ি লইয়া পুরীর আশ্রমে আসিলেন। উদ্দেশ্য সেই গাড়িতে বাবাকে বসান। সাক্ষিগোপালে যাওয়া স্থির হইল। আমিও সেই সময়ে গিয়াছিলাম। যে দিন যাওয়া স্থির হইয়াছিল বাবা সেই দিন যাইতে ততটা ইচ্ছুক ছিলেন না। যাই হোক, গাড়িতে উঠা গেল। তখন জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা উপলক্ষে রাস্তায় লোকের ভীড়। আশ্রম ছাড়িয়া একটু উত্তরাভিমুখে যাইলাম। তিন্‌কুনিয়া বাগানের অগ্রভাগে ও পুলিশ Quarter এর সম্মুখে একটি বড় মোড় পড়ে। ঠিক্ সেই মোড়ের উপর গাড়ি আসিয়া পৌঁছিল। গাড়ি অত্যন্ত দ্রুতবেগে চলিতেছিল। চালক খুব পাকা ছিল না। গাড়ি মোড়ে আসিয়া যেই বাঁ-দিকে ঘুরিল সাম্‌নে একটি যাত্রী আসিয়া পড়িল। বোধ হয় সে মাদ্রাজী ছিল। একে গাড়ির বেগ অতি দ্রুত ছিল, তাহাতে আবার চালক খুব পাকা নহে। গাড়ির mud guard সেই লোকটির দক্ষিণ উরুর উপর ধাক্কা দিল। আমার অভিজ্ঞতায় মনে হয় সে অবস্থায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাহারও বাঁচা অসম্ভব। যাহা হউক, গাড়ি একটি শব্দ করিয়া কাঁপিয়া হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল। সেই লোকটি রাস্তায় পড়িয়া গিয়া কাঁদিয়া উঠিল, কিন্তু পরেই একটু কষ্টে রাস্তার ধারে সরিয়া গেল। লোকের একটু ভীড় হইল। পুলিশ আসিয়া গাড়ির নম্বর লইল।

আমরা পুনরায় সাক্ষিগোপালের দিকে চলিলাম। দর্শনাদি সমাপন করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে আশ্রমে আসিয়া পৌঁছিলাম। কথায় কথায় আমরা বাবাকে বলিলাম, "বাবা, কি করিয়া যে লোকটা বাঁচিল বোঝা গেল না।" বাবা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বাপু, সমস্ত ধাক্কাটা আমি না লইলে তাহার বাঁচা সম্ভবপর হইত না।" এই বলিয়া বাবা দক্ষিণ পদের উরু পর্য্যন্ত কাপড় তুলিয়া যাহা দেখাইলেন তাহা ভীতি-প্রদ। লাল দগদগে একটা জায়গা। সেইটি দেখাইয়া ব৺লেন, "দেখ, এই জায়গায় আমি সমগ্র ধাক্কাটি লইয়াছিলাম।"

এই ঘটনায় আমার চিন্তাধারা দ্বিধা বহিয়াছিল। একদিকে চিন্তা হইল, ও ব্যক্তির উপর যে ধাক্কা লাগিল তাহা কেমন করিয়া বাবা লইলেন। তাহার দক্ষিণ পদে ধাক্কা লাগিয়াছিল, বাবাও দক্ষিণ পদে ধাক্কা লইয়াছিলেন। এ রকম ভাবে একই স্থানে বসিয়া অপরের ধাক্কা লইলেন কি উপায়ে? ইহার দ্বারা কি পরকায়-প্রবেশ প্রমাণিত হয়? এর সমাধান মাদৃশ মূঢ়ের পক্ষে করা অসম্ভব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্যদিকে, যাঁহার পায়ে এত জোরে ধাক্কা লাগিয়াছে তিনি কেমন করিয়া এমন সহজ ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইলেন। কে বুঝিবে তাঁহার শরীরে কত বড় ধাক্কা লাগিয়াছে—বোধ করি যন্ত্রণা সেই অনুযায়ীই হইতেছিল। বস্তুতঃ যোগীরা শরীরের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকা সত্ত্বেও সম্বন্ধ রাখেন না। কি অদ্ভুত ক্ষমতা! ইতি—

শ্রীদুর্গাকান্ত রায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপসংহার।

শ্রীভগবানের কৃপাতে লীলা-কথা উপসংহৃত হইল। কিন্তু কথার উপসংহার* হইলেও লীলার উপসংহার হইল, এমন যেন কেহ মনে না করেন। কারণ ভগবানের লীলা যেমন অনন্ত, তাঁহার ভক্ত যোগিগণের লীলাও তেমনি অনন্ত—সংখ্যায় অনন্ত, প্রকারে বিচিত্র এবং মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের যুগপৎ সমাবেশে অনুপম। তাহা ফুরাইবার জিনিষ নহে

যাঁহার লীলা এই গ্রন্থে আলোচিত হইল তাঁহার সম্বন্ধে অধিক লিখা আমি বর্ত্তমান সময়ে অনাবশ্যক মনে করি। আমি নিজের কথা বিশেষ কিছুই লিখি নাই। কারণ সে সময় এখনও আসে নাই। যদি কোন দিন সে সময় উপস্থিত হয় এবং তখন যদি প্রয়োজন বোধ জাগে, তবে অবস্থানুরূপ সে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

যাঁহারা এই "প্রসঙ্গ" আলোচনা করিয়াছেন এবং যাঁহারা দীর্ঘকাল বাবাজীর সঙ্গ-মাহাত্ম্য অনুভব করিয়াছেন, তাঁহারা কয়েকটি বষয় লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। পাঠকের বোধ-

---

* বস্তুতঃ কথারও উপসংহার হয় নাই। এখনও বহু ভক্তজনের বর্ণিত লীলা-কাহিনী গ্রন্থকারের নিকট সংগৃহীত রহিয়াছে এবং অনেক ঘটনা সংগৃহীত হইবার সম্ভাবনা আছে। যদি অবসর পাওয়া যায় এবং তাঁহার ইচ্ছা ও প্রেরণা হৃদয়ে উদ্বুদ্ধ হয় তাহা হইলে ভবিষ্যতে লীলা-কথার পরিশিষ্ট-রূপে ঐ সকল কাহিনী প্রকাশিত করিবার ইচ্ছা রহিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সৌকর্য্যের জন্য এখানে তৎসম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক মনে করিতেছি। অবশ্য আমি যেমন ভাবে বুঝিয়াছি তেমন ভাবেই বলিতেছি তাহা বলাই বাহুল্য।

(১) বিশুদ্ধ চৈতন্য-স্বরূপা মহাশক্তির অনুগ্রহ ব্যতিরেকে কেহই প্রকৃত উন্নতি লাভ করিতে পারেন না। তিনি নিত্য স্বতন্ত্র, তাঁহার অনুগ্রহও তাঁহার স্বাতন্ত্র্যেরই উন্মেষ মাত্র। ইহা সনাতন হইলেও যথাবিধি কর্ম্ম, জ্ঞান প্রভৃতি উপায়-পরম্পরার সহকারিতা ভিন্ন উপলব্ধি-গোচর হয় না।

(২) গুরূপদিষ্ট সাধন শ্রদ্ধার সহিত নিরবচ্ছিন্নভাবে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ক্রমানুসারে করিতে করিতে চিত্ত বিশুদ্ধ হয় এবং নির্ম্মল জ্ঞানের আলোক প্রকাশিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে বৈরাগ্যভাব পূর্ণ হইয়া আসে। তখন জীব, জগৎ ও পরমাত্মা সকল তত্ত্বই সেই পরম জ্যোতিতে তত্ত্বতঃ সাক্ষাৎকৃত হইয়া থাকে। ফলতঃ জীব প্রাকৃতিক প্রপঞ্চ হইতে পৃথক্‌কৃত হইয়া পরমাত্মার দিকে তাঁহারই স্বাভাবিক আকর্ষণে আকৃষ্ট হইতে থাকে। ইহাই ভক্তির ভূমি। ইহার পর প্রেমের উদয় হইলে পরমাত্মাতে প্রবেশ লাভ হয়। তাহার পরাবস্থা ভাবনা ও বর্ণনার অতীত—অব্যক্ত।

(৩) চিত্তশুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেহশুদ্ধিও হইয়া থাকে। ভূত-জয় ভিন্ন দেহ শুদ্ধ হইতে পারে না। চিত্ত শুদ্ধ হইলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভূতপঞ্চক বিশুদ্ধ হইয়া যোগীর আয়ত্ত হইয়া পড়ে। তখন দেহ শুদ্ধ ও অধীন হয়। ইহা অতি কঠিন অবস্থা। কোটি লোকের মধ্যেও এরূপ একটি লোক দুর্লভ। দেহ শুদ্ধ হইলেই বুঝিতে হইবে ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বিন্দু স্থির হইয়াছে, আগন্তুক মল বিদূরিত হইয়াছে—তখন দেহের অভ্যন্তরস্থ নাড়ী-চক্র শোধিত হয় বলিয়া দেহ হইতে দিব্য সুগন্ধ নির্গত হয়। আরও অগ্রসর হইলে শরীরের সঙ্কোচ, প্রসার, গৌরব, লাঘব প্রভৃতি স্বেচ্ছাধীন হয়। তখন যোগী মাধ্যাকর্ষণের অধীন থাকেন না। সুতরাং ইচ্ছা করিলেই পঞ্চভূত লইয়া অনন্ত প্রকারে খেলা করিতে পারেন—এমন কি বৈহায়সী গতি পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারেন। ক্রমশঃ প্রকৃতির সকল তত্ত্বই তাঁহার নিদেশবর্ত্তী হয়। পরে শুদ্ধ জ্ঞানের উদয় হইলে প্রকৃতি বা মায়া তাঁহাকে আর আবদ্ধ করিতে পারে না—তাঁহারই ইচ্ছানুসারে প্রকৃতিও পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যোগী তখন ব্যবহারতঃ দেহ-সম্বদ্ধবৎ প্রতীয়মান হইলেও বস্তুতঃ সর্ব্বব্যাপক হন—অবশ্য ঈশ্বরাবেশবশতঃ। অর্থাৎ জীব-ভাবে তিনি অণুমাত্র হইয়াও ঈশ্বর-ভাবে মহীয়ান্ হইয়া থাকেন। ভূতপঞ্চকময় দেহের উপাদান ও পরিহার বস্তুতঃ তাঁহার ক্রীড়ার বিষয় হইয়া পড়ে।

(৪) ভক্তি ও প্রেমের বিকাশে যোগী মহাশক্তির নিত্যানন্দময় সত্তাতে বিলীন হইতে থাকেন, অথচ নিজবোধে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রবুদ্ধ থাকেন। কারণ তাহা সুষুপ্তি নহে—চৈতন্য-সমাধি। তখন যদি জগদুদ্ধারকল্পে গুরুশক্তি তাঁহাতে অবতীর্ণ হয় তাহা হইলে অনন্ত প্রজ্ঞা ও করুণা তাঁহাতে অধিষ্ঠিত হয়। করুণা-কণা অবলম্বনে তিনি প্রজ্ঞাসঞ্চারে বদ্ধ জীবকুলকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উজ্জ্বল ও সদানন্দময় প্রদেশে আকর্ষণ করিয়া থাকেন।

(৫) কিন্তু এই অবস্থাতেও তিনি শাস্ত্র ও লোকাচার লঙ্ঘন করেন না। তিনি অজ্ঞানীর বুদ্ধিভেদ জন্মান না—অধিকার অনুসারে উপদেশ দান করিয়া এবং স্বীয় আচার দ্বারা লোক-মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া থাকেন। তাঁহার নিজ প্রয়োজন না থাকিলেও, লোকানুগ্রহই তখন তাঁহার প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

(৬) এইরূপ যোগী সর্ব্বজ্ঞান ও সর্ব্বশক্তির অধিষ্ঠাতা হন, অথচ কিছুতেই তিনি লিপ্ত বা বদ্ধ হন না। তিনি সর্ব্বভাবের অতীত হইয়া সর্ব্বভাব লইয়া খেলা করিয়া থাকেন। তিনি একাধারে সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয়, কর্ত্তা ও অকর্ত্তা, দয়ালু ও দয়াদিভাব-শূন্য, প্রকৃতি ও পুরুষরূপে নিজেকে বিরাজমান দেখিতে পান—অথচ তিনি জানেন, তিনি যাহা ঠিক তাহাই আছেন।

আমরা যেন শ্রীগুরুদেবের এই নিত্যস্বরূপের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহার নিত্য নামের মাহাত্ম্যে নিয়তই তাঁহার দিকে জ্ঞানতঃ অগ্রসর হইয়া জীবনের সফলতা সম্পাদন করিতে পারি, ইহাই শ্রীভগবানের নিকটে বিনীত প্রার্থনা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. ....
Sri Shri ... mayee Ashram
BANARAS.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi